বিজ্ঞাপন।

আমার এই ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থখানি গ্রন্থান্তরের অনুবাদ কি মূলগ্রন্থ? তাহা পাঠকবর্গকে বলিয়া দিতে আমার সাহস হইতেছে না। কারণ অনেকে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদ শুনিলেই আদর পূর্ব্বক পাঠ করিয়া থাকেন, নূতন গ্রন্থ অমূলক বলিয়া তাহাতে বিশেষ আস্থা প্রদর্শন করেন না; কিন্তু এরূপ লোকও অনেক আছেন যাঁহারা 'বাঙ্গালাভাষার প্রায় সকল পুস্তকই অনুবাদিত—ইহাতে মূল পুস্তক প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না' এইরূপ আক্ষেপ করিয়া অনুবাদিত পুস্তকে উপেক্ষাই করিয়া থাকেন। সুতরাং এমত স্থলে ইহার বিশেষ পরিচয় দিয়া দিলে কোন পক্ষের কিঞ্চিৎ অনুরাগ এবং কোন পক্ষের কিছু বিরাগ জন্মিতে পারে, কিন্তু মাদৃশ সামান্যজনের পক্ষে সকল পক্ষের অনুরাগলাভ করাই বিশেষ প্রয়োজন; এবং সেই অনুরাগলাভ আমার ও আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকের পক্ষে যতদূর আবশ্যক, ইহা অনুবাদ বা মূলগ্রন্থ তাহা পাঠকবর্গের জানা ততদূর আবশ্যক নহে! অতএব সহৃদয় পাঠকবর্গ সমীপে প্রার্থনা এই যে, আমি ইহার সবিশেষ পরিচয় দিতে সমর্থ না হইলেও তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত রূপ কারণ বিবেচনা করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা করেন এবং ইহার এক এক খণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক এক এক বার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমার পরিশ্রম সফল করেন।

আমি এই গ্রন্থ মধ্যে অনেক স্থলে আমার পরম হিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বন করিয়াছি এবং ইহাও এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বাঙ্গালার মধ্যবিভাগের স্কুল-ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত এচ. উড্রো. এম. এ. সাহেব মহোদয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক পুস্তক মুদ্রণ বিষয়ে বিশেষ সাহায্যদান করিয়াছেন ইতি।

শ্রীরামগতি শর্ম্মা।

হুগলী, নর্ম্মালবিদ্যালয়,
২৫ শে পৌষ সংবৎ ১৯১৮।

সম্পূর্ণ।

রোমাবতী।

—●●◉●●—

প্রথম উচ্ছ্বাস।

হিমালয় পর্ব্বতের উপক্যতা ভূমিতে কৈরাত নামে এক জনপদ আছে। অতি পূর্ব্বকালে পুরঞ্জয় নামে এক প্রবল-পরাক্রম প্রজারঞ্জন নরপতি তথায় আধিপত্য করিতেন। ময়ূরাঙ্গী নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। ময়ূরাঙ্গীর তিন দিক্ কৌশিকী নামক এক তরঙ্গিণী দ্বারা পরিবেষ্টিত; কেবল এক দিক্ দিয়া মানবগণের গমনাগমন সম্পন্ন হইত। পর্ব্বতের উপত্যকা ভূমি-সকল সহজেই বিবিধ মনোহর তরু গুল্মাদিতে সুশোভিত হইয়া সকলের নয়ন রঞ্জন করিয়া থাকে তাহাতে আবার রাজার যত্ন ও উদ্যোগে স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত পরম রমণীয় উদ্যান সকল নগরীকে যার পর নাই মনোহারিণী করিয়াছিল। তদ্ভিন্ন প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত

রাজপথ, রমণীয় জলাশয়, নানাবিধ-পণ্য-পূর্ণ আপণ এবং মনোহর সৌধ-রাজি-বিরাজিত দেবমন্দির, নৃপমন্দির, ও ব্যবহার-মন্দির সকল যথাস্থানে সন্নিবেশিত হওয়াতে নগরী সর্ব্বালঙ্কারশোভিনী কামিনীর ন্যায় সকলেরই নয়নানন্দদায়িনী হইয়াছিল।

রাজা পুরঞ্জয় বিবিধ-বিদ্যা-বিশারদ ও গুণগ্রাহক ছিলেন। তিনি সামান্য নরপতিগণের ন্যায় মূর্খগণের ও চাটুকারবর্গের সংসর্গ ভাল বাসিতেন না। সুতরাং নানাদেশীয় পণ্ডিতগণ গুণের পুরস্কার পাইয়া তাঁহার রাজধানীতে আসিয়া অবস্থান করিতেন। ঐ সকল পণ্ডিতমণ্ডলী লইয়াই তিনি সতত সভামণ্ডপ সমুজ্জ্বল করিতেন এবং কি রূপে আপনার ও দেশের বিদ্যাভাণ্ডার উন্নতি হইবে, কি রূপে প্রজাগণের ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি হইবে, কি রূপে মানব মাত্রেই সজাতীয়ের প্রতি সদ্ভাব-সম্পন্ন হইবে, কি রূপে প্রচলিত নিয়ম পদ্ধতির দোষ সকল সংশোধিত হইবে, কি রূপে বিপক্ষে আক্রমণ করিলে সকলেই প্রাণপণে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় সযত্ন হইবে, কি রূপে কৃষি ও বাণিজ্য নির্ব্বিঘ্নে ও উৎকৃষ্ট রূপে নির্ব্বাহিত হইবে, কি রূপেই বা পর-নিন্দা, পরাপকার, পরস্বহরণ, পরদারগ্রহণ প্রভৃতি মানব-

গণের আন্তরিক কুপ্রবৃত্তির কার্য্য সকল একেবারে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইবে, সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের সহিত এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। ফলতঃ তাঁহার দয়ালুতায়, তাঁহার বদান্যতায়, তাঁহার গুণগ্রাহিতায়, তাঁহার ধার্ম্মিকতায়, তাঁহার সমদর্শিতায় ও তাঁহার সুবিচারকতায় প্রজাগণ পরম সুখে কাল যাপন করিত; গগন-কমলিনী-প্রসূন-পূতিগন্ধের ন্যায় অসুখ তাহাদিগের নিকট নিতান্তই অলীক পদার্থ ছিল।

ভূপতি অধিক পত্নী পরিগ্রহ করেন নাই। তিনি একমাত্র ধর্ম্মমহিষী ব্যতিরেকে পরকলত্র মাত্রেরই প্রতি দুহিতার ন্যায় ব্যবহার করিতেন। মহিষীর সন্তান হইবে না বলিয়া সম্পূর্ণই সম্ভাবনা হইয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বর সমীপে প্রজাগণের নিরন্তর প্রার্থনা ও দৈবের অনুগ্রহবশতঃ প্রৌঢ়তার শেষাবস্থায় রাজপত্নী অন্তর্ব্বত্নী হইলেন। এই ব্যাপার ঘটনায় মহারাজ যেরূপ আনন্দিত হইলেন, প্রজাগণ তদপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমাণে আনন্দলাভ করিল। কারণ পুত্র জন্মিলে রাজ্য ও বংশ রক্ষা হইবে, রাজার এই এক মাত্র আনন্দ, কিন্তু প্রজাগণের সেই এক আহ্লাদ এবং তাদৃশ প্রজাবৎসল নরপতির হৃদয় হইতে অনপত্যতা দুঃখ দূরীভূত হইবে

এই আর এক আহ্লাদ, উভয়বিধ আহ্লাদে তাহারা একবারে নিমগ্ন হইয়া গেল। যাহাহউক যেরূপ চির-প্রোষিত পুত্রের গৃহাগমনের নিমিত্ত মাতা, দূরদেশবর্ত্তী প্রিয় সুহৃদের সংবাদ প্রাপ্তির জন্য প্রণয়ী, নভস্যোদিত মেঘমালার প্রতি অবগ্রহ-ক্লেশিত কৃষক এবং সুদীর্ঘ-কাল ঘনাবৃত রবিবিম্বের প্রতি জীবলোক নিতান্ত সমুৎসুক হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রজাগণ মহিষীর প্রসব দিনের প্রতি প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

অনন্তর নিয়মিত সময়ে রাজ্ঞীর প্রসববেদনা উপস্থিত হইল। নগরীর আবাল বৃদ্ধ বনিতা তাবৎ লোকই রাজপুত্র অবলোকন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত রাজভবনে উপস্থিত হইতে লাগিল। রামাগণ শঙ্খহস্ত হইয়া সূতিকাগারের প্রাঙ্গণ ভূমিতে দণ্ডায়মান রহিল; বাদ্যকরেরা নানাবিধ মঙ্গলবাদ্য গ্রহণ পূর্ব্বক বহির্বাটীতে উপস্থিত হইল; নর্ত্তকেরা রঙ্গদর্শনোপযোগী মনোহর বেশ ভূষায় বিভূষিত হইয়া নৃত্যশালায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; সহস্র সহস্র দীন, দরিদ্র, অনাথ, অন্ধ, কুব্জ, খঞ্জ প্রভৃতি নিরাশ্রয় লোকেরা প্রীতিদায় প্রাপ্তাভিলাষে আগমন করত রাজভবন ও রথ্যা সম্বাধ করিয়া তুলিল; অমাত্যগণ রাজার পুত্রমুখ

দর্শনোৎসব সময়ের প্রদেয় দ্রব্য সকলের নির্দ্ধারণ করিতে বসিলেন এবং কর্ম্মকরেরা সেই সেই দ্রব্যের আহরণ নিমিত্ত ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। ফলতঃ রাজবাটী যেন একটী উৎসব ভূমির ন্যায় কেবল কোলাহলময় হইয়া উঠিল। এমত সময়ে সূতিকাগারের মধ্য হইতে "হায়! কন্যা হইল! কন্যা হইল!" এই আর্ত্তস্বর বিনির্গত হইল। মহিষী প্রসববেদনায় অত্যন্ত কাতরা হইয়াছিলেন, আবার সেই সময়ে পুত্র-মুখ দর্শনাশার উচ্ছেদের সংবাদ কর্ণগোচর হওয়াতে একেবারে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। অরিষ্ট গৃহে হাহা রব উঠিয়া গেল। পুরন্ধ্রী বর্গেরা নানাপ্রকারে রাজ্ঞীর মোহাপনয় করিয়া প্রবোধবচনে তাঁহাকে স্থিরচিত্তা করিতে সযত্ন হইলেন। বহিঃস্থ শঙ্খহস্ত যুবতীগণ ব্রীড়া-বিনত-বদনে একে একে স্ব স্ব গৃহে গমন করিতে লাগিল। বাদ্যকরেরা পলাইবার পথ পাইল না। সমাগত দীন দরিদ্রেরা একবারে অজ্ঞান হইয়া তুষ্ণীভাবে বসিয়া পড়িল। কাহারও মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না। সকলেই ম্লানবদনে স্বকর্ত্তব্য কর্ম্মে জড় হইয়া পড়িল। ফলতঃ ক্ষণকালের মধ্যে রাজভবন নিশীথ সময়ের ন্যায় নীরব ও নিস্তব্ধ হইল।

নরনাথ এই সময়ে কতিপয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও গণক-গণ সমভিব্যাহারে এক নিভৃত গৃহে সভা করিয়া প্রসবের সময় নিরূপণার্থ সম্মুখে ঘটিকা-যন্ত্র স্থাপনপূর্ব্বক প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়াছিলেন। অকস্মাৎ এইরূপ অন্তঃপুরের নীরবতা অনুভব করিয়া তিনি সভাসদদিগকে কহিলেন, মহাশয়গণ! অনেকক্ষণ হইল অন্তঃপুরের কোন সংবাদ আইসে নাই, সমুদায় নিস্তব্ধ দেখিতেছি, বোধ হইতেছে কোন বিপদ্ ঘটিয়া থাকিবে। অতএব আর আমি এখানে স্থির-চিত্তে থাকিতে পারি না, আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইতেছে, এই বলিয়া পুরোহিত এবং বিশ্বস্ত প্রধান সচিবকে সমভিব্যাহারে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রবেশিয়া কাহারও মুখে আনন্দের চিহ্ন নাই দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, বুঝি রাজ্ঞীর গর্ভ কোন রোগরূপে পরিণত হইয়া থাকিবে। নচেৎ আমার এতাদৃশ ভাগ্য কি, যে, অপত্য-মুখ অবলোকন করিয়া সংসারসুখের সার্থকতা সম্পাদন করি। অকৃত-পুণ্য দিগের এরূপ মনোরথ কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। তিনি এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কিয়দ্দূর গমন করিতেছেন এমন সময়ে অরিষ্টাভ্যন্তর হইতে নব প্রসূত শিশুর রোদনধ্বনি শ্রবণ করিলেন। ঐ শব্দ শ্রবণে তাঁহার

পুত্রাশঙ্কা নিরাকৃত হওয়াতে তিনি কাহাকেও কিছু না জিজ্ঞাসা করিয়া সত্বরে সূতিকাগারের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন জ্বলন-বিশোধিত জাতরূপা-কৃতি এক পরম রমণীয় কুমারী শরন্মেঘাবলীর উৎসঙ্গে বিদ্যুল্লতার ন্যায় অপ্রফুল্লচিত্তা রাজমহিষীর অঙ্কদেশ সমুজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে। অনন্তর, "পুত্র না হইয়া দুহিতা হইয়াছে এই জন্য পুরবাসীরা যথোচিত হর্ষ প্রকাশ করিতেছে না এবং রাজ্ঞীও মহা দুঃখিতা হইয়াছেন" এই সংবাদ অবগত হইয়া নরপাল অমাত্য ও পুরোহিতের সহিত সূতিকা গৃহের দ্বারদেশেই পরিজনোপনীত আসনে উপবিষ্ট হইয়া অশ্রু-পূর্ণ-নয়নে ও গদ্গদ-বচনে কহিলেন—মানব জাতির অন্তঃকরণ কি অসন্তুষ্ট! তাহারা দুরাশা-গ্রস্ত হইয়া দৈবের প্রসাদ-দত্ত পদার্থকে কখনই উচিতমত কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতে সম্মত হয় না। আমি একপ্রকার গলিত-বয়াঃ হইয়াছি বলিলেই হয়। এ বয়সে পুত্র বা কন্যার মুখ-দর্শন করা আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে ইহা কাহার মনে উদিত হইয়াছিল? জগদীশ্বর প্রসন্ন হইয়া এ অবস্থাতেও আমাকে তাদৃশ সুখে বঞ্চিত করিলেন না। অতএব এ সময়ে তাঁহার অপার করুণার প্রশংসা

না করা, উল্লাসিত মনে তাঁহার প্রসাদ-দত্ত বস্তুর সমাদর না করা এবং তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের চিহ্ন স্বরূপ আমাদের আনন্দোৎসব না করা কি কাপুরুষের কর্ম্ম! মূঢ় লোকেরাই কন্যা ও পুত্রের ভেদজ্ঞান করিয়া তাহাদিগের প্রতি স্নেহের তারতম্য করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে উভয়কেই এক পদার্থ ভিন্ন আর কি বোধ হইতে পারে? জননীকে উভয়ের নিমিত্তই সমানরূপ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, উভয়ের প্রতিই পিতা মাতার সমানরূপ স্নেহানির্ভার হয় এবং উভয়েই বিপৎকালে সমানরূপে জনক জননীর সাহায্য করিয়া থাকে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় পুত্রেরা উপার্জ্জনাদি করিয়া বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা শুশ্রূষা করে এবং কন্যারা পতি-গৃহে গমন করিয়া তদনুষ্ঠানে সমর্থ হয় না। বোধ হয় এই কারণবশতই পুত্র ও কন্যার প্রতি লোকের ভেদবুদ্ধি আবির্ভূত হইয়া থাকে। কিন্তু সূক্ষ্মরূপ বিবেচনা করিলে এই ভেদ বোধ নিতান্ত অযৌক্তিক। ভ্রাতা বা অপর অভিভাবক-সত্ত্বে দুহিতারা পিতা মাতার অধিক চিন্তা করে না যথার্থ বটে, কিন্তু তাহাদের অবিদ্যমানতায় কন্যারা পতি-গৃহে যাইয়াও জনক জননীর ক্লেশ সময়ে

কখনই নির্বৃত্ত হইয়া থাকিতে পারে না। সর্ব্বদাই তাঁহাদের তত্ত্বাবধান ও ক্লেশবিমোচনের নিমিত্ত যত্নবতী থাকে; বিশেষতঃ তাঁহাদের পীড়ার সময় উপস্থিত হইলে কন্যারা যেরূপ শুশ্রূষা করিয়া থাকে পুত্রেরা তাহার শতাংশের একাংশও করিতে পারে না। শাস্ত্রকারেরা পিতামহ মাতামহ ও পৌত্র দৌহিত্র দিগের প্রতি সবিশেষ ব্যবহার করিলে নরকপাতের ভয় প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আর আমার যে, পুত্র না হইয়া কন্যা হইয়াছে, ইহাতে জগদীশ্বরের আমার প্রতি সাতিশয় করুণাই প্রকাশিত হইয়াছে। কারণ এক্ষণে আমি স্থবির হইয়াছি, আর কত কাল বাঁচিব। এ অবস্থায় পুত্র হইলে সে প্রাপ্তব্যবহার হইবার অগ্রেই হয় ত আমাকে সংসারলীলা সংবরণ করিতে হইত সুতরাং সেই পুত্র এবং কুলক্রমাগত এই রাজ্য সকলই রিপুকর-কবলিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইত। কিন্তু কন্যা হওয়াতে এই সুবিধা হইয়াছে যে, অচিরকালমধ্যেই জামাতৃরূপ এক উপযুক্ত পুত্রের মুখাবলোকন করিতে পাইব এবং তাহাকে রাজা এবং কন্যাকে রাজমহিষী দেখিয়া উল্লাসিত মানসে আপনার পারত্রিক কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারিব

নরপালের এইরূপ যুক্তিযুক্ত সারগর্ভ উদার বচনা-বলী শ্রবণ করিয়া অমাত্য পুরোহিত প্রভৃতি সকলেই সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন সকলের মনেই মোহ-মেঘ অপগত হইয়া বোধ-সুধাকরের উদয় হইল। সকলেই যেন জড়াবস্থার হস্ত হইতে সজীবতা লাভ করিল এবং সকলেই তখন মহাকোলাহল সহকারে নানাবিধ মঙ্গলাচরণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। তখন স্থানে স্থানে নৃত্য গীত ও বিবিধ বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল, সমাগত দীন দরিদ্রদিগের প্রতি, জলধরের জলবর্ষণের ন্যায় সর্ব্বত্র সমানরূপে প্রচুর অর্থরাশি বিতীর্ণ হইতে লাগিল; ভৃত্যবর্গ রাজদত্ত রত্নালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। ফলতঃ সমুদায় নগর যেন মূর্ত্তিমান্ হর্ষের ন্যায় হইয়া নানাপ্রকারে ক্রীড়া কৌতুক করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাজাও তৎকালোচিত অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সমাধান করিয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন।

কিয়ন্মাস অতীত হইলে পর নিয়মিত সময় উপস্থিত হইলে মহীপাল, তনয়ানুরাগের অনুরূপ, মনের ঔদার্য্যের সদৃশ ও স্বভুজ-বিনির্জ্জিত দিগ্‌দিগন্ত হইতে সমধিগত সম্পত্তির উপযুক্ত সমৃদ্ধি সহকারে প্রাণপ্রিয়া তনয়ার

অন্নপ্রাশন নামকরণ প্রভৃতি আবশ্যক সংস্কার সকল সম্পাদন করিলেন। কন্যার নাম রোমাবতী রহিল। রোমাবতী জনকের আনন্দের সহিত দিন দিন বর্দ্ধমানা হইয়া শুক্ল পক্ষের শশিকলার ন্যায় যেমন পুষ্টাবয়বা তেমনি লাবণ্যবতী হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইতে লাগিল যেন, একটী নবনীত-পুত্তলিকা জীবন্যাসমন্ত্রে প্রাপ্তজীবন হইয়া ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতেছে। তিনি কোন দিন বধূবেশ ধরিয়া, কোন দিন বরবেশ পরিগ্রহ করিয়া, কোন দিন বা রাখালবেশে সজ্জিত হইয়া ভূপতির অঙ্গুলি ধারন পূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে সর্ব্বদাই সভামণ্ডপে উপস্থিত হইতেন এবং এটী কি? উটী কি? সেটী কি? অর্দ্ধ-স্ফুট মধুর বচনে এইরূপ প্রশ্ন সকল জিজ্ঞাসা করিয়া সকলের শ্রবণেন্দ্রিয় সুধাসিক্ত করিতেন। বালিকাগণ নিয়ত অন্তঃপুরে রুদ্ধ থাকিয়া যেরূপ নিতান্ত মৃদুভাব হইয়া যায়, রোমাবতী সেরূপ হইলেন না। তিনি সতত সভামণ্ডপে অবস্থান করাতে বীতভয়া হইয়া কুত্রাপি গমন করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। যে কেহ তাঁহাকে ক্রোড়ে করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতেন তিনি তাঁহারই নিকট উপস্থিত হইয়া কাহারও ক্রোড়ে বসি-

তেন, কাহাকেও ক্রোড়ে করিতে যাইতেন, কাহাকেও স্তনপান করাইতেন, কাহাকেও ধূলিময় অন্ন ব্যঞ্জন রাঁধিয়া খাইতে দিতেন এবং কাহারও চিবুক, কাহারও কেশ, কাহারও উষ্ণীষ, কাহারও বা যজ্ঞোপবীত আকর্ষণ করিয়া নানারূপ ক্রীড়া কৌতুক করিতেন।

এইরূপে পঞ্চবর্ষ অতীত হইলে পর রাজা তনয়ার বিদ্যা শিক্ষার্থে নানা বিদ্যা-বিশারদ কতিপয় উপদেশক ও উপদেশিকা নিযুক্ত করিয়া দিলেন। রোমাবতী তাঁহাদিগের নিকট সাতিশয় অভিনিবেশ সহকারে ক্রমাগত সাত আট বৎসর শিক্ষা করত, ব্যাকরণ সাহিত্য পুরাণ শিল্প, নৃত্য গীত বাদিত্র প্রভৃতি নানা বিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মেধা এরূপ বলবতী ছিল যে, তিনি একবার যে বিষয় দর্শন বা শ্রবণ করিতেন তাহা পাষাণাঙ্কিত রেখার ন্যায় চিরকাল তাঁহার অন্তঃকরণে বিরাজমান থাকিত। ফলতঃ রোমাবতী এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিদ্যাভ্যাস, প্রিয়ভাষিতা, বিনয়, সৌজন্য, গুরুভক্তি, অনুগতবাৎসল্য প্রভৃতি নানাগুণে বিভূষিতা হইয়া উঠিলেন।

অতঃপর রোমাবতী যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিলেন। মুক্তামালা সূর্য্যকিরণে লম্বমান করিলে প্রতিফলিত প্রভা সকল যেমন উহার চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়,

তাঁহার শরীরের তরলবৎ লাবণ্যও সেইরূপ প্রতিভাত হইতে লাগিল। তখন রবি-কর-বিভিন্ন তামরসের ন্যায়, জ্বলন-বিশোধিত জাতরূপের ন্যায়, সুবর্ণ-মণ্ডিত রত্নাঙ্গুরীয়ের ন্যায়, নীহার-গর্ভ রক্তোৎপলের ন্যায়, মেঘ-মধ্যোদিত সুরচাপের ন্যায়, ফেনরাজি-বিরাজিত জাহ্নবী-জলের ন্যায়, বসন্তবিকসিত চূতকলিকার ন্যায়, শাণোল্লীঢ় হীরকমালার ন্যায়, নবযৌবন-লাঞ্ছিত তদীয় শরীর অপূর্ব্ব মনোহর শোভা ধারণ করিল। যেমন বহুরূপ-নামক সরীসৃপজাতি ক্ষণে ক্ষণে নূতনরূপ বর্ণ ধারণ করে, সেইরূপ তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্যমাধুরীও দিন দিন যেন নূতনরূপে আবির্ভূত হইতে লাগিল। সেই যৌবনশোভা সন্দর্শন করিয়া বোধ হইতে লাগিল বুঝি, বিধাতা বিলাসের বিলাস, প্রসাধনের প্রসাধন, উপমানের উপমান, এবং আভরণের আভরণ করিয়া এই রমণীরত্ন সৃষ্টি করিয়াছেন। অধিক কি, বাসরশ্রী যেমন দিনমণির দ্বারা শোভা ধারণ করে, বিভাবরী যেরূপ নিশাকরের দ্বারা রমণীয় হয়, হারাবলী যেমন মধ্য-মণির দ্বারা সুশোভিত হয়, উদ্যানপঙ্‌ক্তি যেমন পুষ্পলতা দ্বারা চিত্তাকর্ষিণী হয়, সরোজিনী যেরূপ সরোজ-শোভায় কমনীয় হয় সেইরূপ রোমাবতীর দ্বারা সমুদায় রাজপুরী একেবারে অলঙ্কৃত হইয়া উঠিল।

যেমন বসন্তকালের চূতকলিকা মুকুলিতা হইলে গন্ধবহের দ্বারা তদীয় পরিমল দিগ্দিগন্তে বিক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ রোমাবতীর বিদ্যা রূপ বিনয় সুশীলতা প্রভৃতি গুণসমস্তের সৌরভ লোকপরম্পরায় পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইতে লাগিল। এই সকল সংবাদ অবগত হইয়া নানাদেশীয় ভূপালগণ তাদৃশ রমণীরত্ন লাভে আত্মাকে চরিতার্থ করিবার জন্য রাজা পুরঞ্জয়ের নিকট ভূয়োভূয়ঃ লিপিপ্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পুরঞ্জয় এই সকল লিপি প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, রোমাবতী আমার সংসার বিপিনের একমাত্র পুষ্পলতা এবং আমার জীবন বৃক্ষের অকালের ফল। অতএব সে যাহাতে উপযুক্ত পাত্রের হস্তগতা হইয়া যাবজ্জীবন সুখভাগিনী হয় তৎসম্পাদনই আমার সংসারের সার কর্ম্ম বলিয়া বোধ হইতেছে। বিশেষতঃ সে যেরূপ রূপবতী ও গুণবতী হইয়াছে, তাহাতে যদি অপাত্রে অর্পিতা হয় তবে তাদৃশ রূপ ও গুণের বিমাননা করা হইবেক। আহা! বৎসার রূপলাবণ্য যত বার দর্শন করি তত বারই যেন নূতন বলিয়া বোধ হয়, কোন রূপেই নয়ন পরিতৃপ্ত হয় না। তাহার করতলে কমল নিঃক্ষেপ করিলে, কাহার

লক্ষ্মী বলিয়া বোধ এবং বীণা প্রদান করিলে কাহার সরস্বতী বলিয়া ভ্রম না জন্মে? যাহাহউক এক্ষণে সে বিবাহের যোগ্যা হইয়া উঠিল, আর এখন্ নিশ্চিন্ত থাকা বিধেয় হইতেছে না। অনেকানেক রাজপুত্রেরাও সবিশেষ আগ্রহসহকারে আমার নিকট পত্রপ্রেরণ করিতেছেন। এক্ষণে কি করা যায়? ঐ সকল রাজগণের মধ্যে কেহই রোমাবতীর পরিচিত বা দৃষ্টপূর্ব্ব নহেন। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে কাহারও সহিত সম্বন্ধনিবন্ধন করিলে রোমাবতীর মত-নিরপেক্ষ হইয়াই করিতে হয়। পিতারা এইরূপ প্রণালীতেই প্রায় দুহিতার পরিণয় ব্যাপার সম্পাদন করিয়া থাকেন। কিন্তু সে প্রথা আমার সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। সকলেরই রুচি ভিন্ন ভিন্ন। কুমুদিনী দিনমণিরও মুখাবলোকন করে না, কমলিনী রাকা-নিশানাথেরও করস্পর্শে ম্লান হইয়া যায়। অতএব আমি যে ব্যক্তিকে রূপগুণ-সত্ত্বশীল-সম্পন্ন বোধ করিয়া জামাতৃত্বে বরণ করিব, সে হয় ত কোন অনির্ব্বচনীয় কারণে রোমাবতীর নয়ন-প্রীতিকর না হইতে পারে এবং তাহা হইলে রোমাবতী "পিতা মাধবীলতাকে পিচুমর্দ্দাশ্লিষ্টা করিয়াছেন" এই ভাবিয়া যাবজ্জীবন আপনাকে হতভাগিনী বোধ

করিবে। আমিও প্রাণসত্ত্বে প্রাণাধিক-প্রিয়তমা তনুজার ম্লান মুখ কখন অবলোকন করিতে পারিব না; অত-এব আমার বুদ্ধিতে স্বয়ম্বরের উদযোগ করাই শ্রেয়ঃ কল্প বোধ হইতেছে। কন্যার রূপ ও গুণের সৌরভ সকল দেশেই বিস্তীর্ণ হইয়াছে। অতএব এই স্বয়ম্বরে অনেক রাজা ও রাজপুত্রগণ সমাগত হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। রোমাবতী তন্মধ্য হইতে অবশ্যই আপ-নার অনুরূপ পতিকে বরণ করিয়া লইয়া চিরসুখ-ভাগিনী হইতে পারিবে। দৈবের কথা কিছুই বলা যায় না। যদি তাহাতেও কন্যার কোন অসুখের কারণ উপ-স্থিত হইয়া উঠে তবে আমার মনে অন্ততঃ এই নির্বৃতি থাকিবেক যে, আমি তাহার দুঃখ-ভাগিনী হইবার কারণ নহি।

অনন্তর রাজা, পুরোহিত ও অমাত্যবর্গের সহিত মন্ত্রণা করিয়া আত্মজার মত গ্রহণপূর্ব্বক এই পরামর্শই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। অনন্তর স্বয়ম্বরবিধা-নের উদ্‌যোগ আরম্ভ হইল। দূতগণ পত্রিকাহস্তে দেশে দেশে গমন করিতে লাগিল। নানা দেশীয় রাজা ও রাজপুত্রেরাও ক্রমে ক্রমে ময়ূরাক্ষীতে আগমন করি-তে লাগিলেন। নগর একবারে জনময় হইয়া উঠিল।

অনন্তর নির্দ্ধারিত দিবস উপস্থিত হইলে পর রোমাবতী শিবিকারোহিত হইয়া সখীগণ সমভিব্যাহারে স্বয়ম্বরস্থ রাজগণের সন্নিধানে আনীত হইলেন। এক প্রগল্‌ভা প্রতিহারী শিবিকার সমভিব্যাহারে থাকিয়া একে একে সকল রাজার নিকট গমন এবং তাঁহাদের বংশ ও গুণাবলী কীর্ত্তন করত ক্রমে ক্রমে সভার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে উপস্থিত হইল। কিন্তু রাজকুমারীর কাহারও প্রতি একবারও সানুরাগ নয়নপাত হইল না। সুতরাং তিনি পর্ব্বত-প্রতিহত পয়স্বতীর ন্যায় আপনার গন্তব্য পথ অবধারণ করিতে অসমর্থা হইয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। পরে কিয়ৎক্ষণ ধ্যানাবলম্বিতের ন্যায় চিন্তামগ্ন হওয়াতে তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল যে, এই সমাগত রাজগণের মধ্যে একজনও তাঁহার প্রণয়বন্ধের উপযুক্ত পাত্র নহেন। তাঁহার হৃদয়রঞ্জন এখনও যেন কোন দূরদেশে বর্ত্তমান আছেন। মনোমধ্যে সহসা এই ভাবের আবির্ভাব হওয়াতে তিনি একেবারে দৃঢ়চিত্তা হইয়া হস্তস্থিত মধূকমালা আপনারই গলদেশে অর্পণ করিলেন এবং শিবিকাবাহকদিগকে সঙ্কেত করত সবেগে আপন প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিয়া আসিলেন।

স্বয়ম্বরাগত ভূপালবর্গ এই ব্যাপার অবলোকন করত সাধারণের অবমাননা হইল বলিয়া কম্পান্বিত-কলেবরে আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহারা পুরঞ্জয় ও তৎপুত্রী রোমাবতীকে যথেষ্ট তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ সমরাবতরণেও প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু শাস্ত্র-কারেরা স্বয়ম্বরক্ষোভকারীদিগকে ইন্দ্রাণীর বিনাশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এই ভয়ে অনেকে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। যাহাহউক নানারূপ প্রবোধ ও সান্ত্বনা বাক্যে সমরোদ্যম নিবৃত্ত হইলে ভূপগণ বিভাতকালীন গ্রহগণের ন্যায় মলিন-বর্ণ হইয়া স্বস্ব আলয়ে প্রস্থান করিলেন। নগরী পুনর্ব্বার শান্তিভাব ধারণ করিল।

স্বয়ম্বর-সভায় তাদৃশ আচরণের নিমিত্ত রাজনন্দিনীর প্রতি পুরবাসিগণ সকলেই নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল; সকলেই তাঁহার বিদ্যা ও বুদ্ধির ভূরি ভূরি নিন্দা করিতে লাগিল। এবং সকলেই তাঁহার অদৃষ্টে মহৎ দুঃখ আছে বলিয়া পরস্পর জল্পনা করিতে লাগিল। রাজা ও রাজমহিষী প্রথমে কন্যার প্রতি কিঞ্চিৎ বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু অপত্যের প্রতি পিতা মাতার ক্রোধ কতক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে? তাঁহারা

অল্পকাল পরেই, কিরূপে কন্যার পরিণয়ব্যাপার সম্পাদন হইবে, কিরূপে কোথায় গিয়াই বা উপযুক্ত বরপাত্রের অন্বেষণ পাইব এবং কিরূপেইবা সংসারধর্ম্ম রক্ষা হইবে এইরূপ চিন্তাতে এতাদৃশ গাঢ়নিমগ্ন হইলেন যে, তাঁহাদের আবশ্যক কর্ম্ম সকলও ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইয়া পড়িল।

রোমাবতী।

—●●●●●—

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

স্বয়ম্বরব্যাপারের কতিপয়দিবসানন্তর একদা নগর-মধ্যে জনরব উঠিল যে, সিংহলদ্বীপ হইতে এক অতি বিচক্ষণ ক্রীড়াদক্ষ ঐন্দ্রজালিক আসিয়াছে; সে অদ্য অপরাহ্ণে কৌশিকী নদীর তীরবর্ত্তী প্রান্তরমধ্যে আপনার অদ্ভুত শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শন করিবে। এই সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে নগরস্থ সমুদয় লোকই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সত্বরানুষ্ঠানে দিবসোচিত ব্যাপারসমস্ত সমাধান করিয়া সেই স্থানে গমন করিতে লাগিল। দর্শনক্রিয়া অবাধে সম্পন্ন হয় এই অভিপ্রায়ে অনেকেই ঐ স্থানের সমীপবর্ত্তি প্রাসাদ সমূহের উপরিভাগে অগ্রেই আরোহণ করিয়া বসিল; বিদূর-ভবনা কুল-কামিনীরা তৎসন্নিধানবাসী আত্মীয়গণের আবাসে উপস্থিত হইয়া প্রাসাদোপরি আরোহণ করিতে আরম্ভ

করিল ; বালক ও অপরাপর লোকেরা বৃক্ষশাখায় আরূঢ় হইল। তদ্ভিন্ন সহস্র সহস্র লোক পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় প্রান্তরমধ্যে দণ্ডায়মান রহিল। স্বয়ম্বরদিনের পর অবধি রোমাবতী সাতিশয় উন্মনাঃ হইয়া ছিলেন। না শয়ন না উপবেশন না ভোজন না প্রসাধন কিছু-তেই তাঁহার প্রীতি জন্মিত না। তিনি সতত কেবল চিন্তানিমগ্নই থাকিতেন কিন্তু কি চিন্তা করিতেছেন তাহার কোন বিষয়ও অবধারিত ছিল না। ঐ দিন ঐন্দ্রজালিকের সংবাদ অবগত হইয়া কিয়ংক্ষণ আশ্চর্য্য-দর্শনে উৎকণ্ঠা বিনোদন করিবার অভিলাষে, মাধবিকা মধুলোভা বনপ্রিয়া প্রভৃতি স্বীয় সহচরীবর্গের সহিত গমন করিয়া তিনি ঐ প্রান্তরের সমীপবর্ত্তী এক প্রাসা-দের উপরিভাগে আরোহণ করিলেন। এই সময়ে ঐন্দ্রজালিক গভীরস্বরে মন্ত্রপাঠ ও পিচ্ছিকাপরিভ্রমণ করত ক্রীড়া আরম্ভ করিয়া নগরে অগ্নিবৃষ্টি, পরক্ষণে অকালোদিত মেঘের বারিবর্ষণদ্বারা তাহার নিবৃত্তি, একবার সর্প-বৃষ্টি, অন্যবারেই পতঙ্গরাজ-কর্তৃক তাহা-দিগের ভক্ষণ, একক্ষণ দিন-প্রভা, পরক্ষণেই নিশীথ সময় এইরূপ নানাবিধ বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শাইয়া সকলকে আলেখ্য-লিখিতের ন্যায় নিশ্চলদৃষ্টি করিয়া তুলিল।

এ দিকে রোমাবতীর পক্ষে এক অদ্ভুতরূপ ইন্দ্রজাল উপস্থিত হইল।—ঐন্দ্রজালিকের ক্রীড়ারম্ভ করিবার সমকালেই রোমাবতী সমাগত লোকদিগের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া দেখিতে দেখিতে সমীপস্থ অশোকতরুর মূলদেশে বয়স্যের সহিত দণ্ডায়মান এক তরুণ পুরু-ষের নয়নে নয়নপাত করিলেন এবং বহুক্ষণ পর্য্যন্ত অনিমিষ-নয়নে ঐ পুরুষকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাদৃশ জনাকীর্ণ স্থানও তাঁহার শূন্যময় বলিয়া বোধ হইয়া উঠিল; জনগণের তাদৃশ কলরবও একবার তাঁহার শ্রুতি-বিবরে প্রবিষ্ট হইল না, সমীপস্থ সখী-গণও তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি ইন্দ্রজাল-প্রভাবেই যেন ঐ পুরুষ ভিন্ন আর কিছুরই উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। ফলতঃ যে কারণে কমলিনী দিনমণিদর্শনে প্রফুল্লা হয়, যে কারণে কুমুদিনী নিশানাথের প্রতি অনুরাগিণী হয়, যে কারণে ময়ূরী জলধরের উদয়মাত্রেই নৃত্য করিয়া উঠে, যে কারণে বসন্তের মুখ দর্শনেই চূতলতিকা মুকুলিতা হয়, যে কারণে অয়স্কান্তমণিশলাকা লৌহধাতুর অনুবর্ত্তিনী হইতে চাহে, রাজবালা সেই কারণেই অবিজ্ঞাত-কুলশীল অজ্ঞাত-নামধেয় অপরিচিত অদৃষ্ট-পূর্ব্ব তরুণ পুরুষের

রূপলাবণ্যের একান্ত পক্ষপাতিনী ও নিতান্ত অনু-রাগিণী হইয়া একেবারে উন্মাদিনী প্রায় হইলেন। তৎকালে তাঁহার শরীর পঙ্গুর ন্যায় গতিশক্তি-বর্জ্জিত, নিদাঘার্ত্তের ন্যায় অনবরত-বিগলিত, স্বেদজলে আপ্লুত, শাল্মলীতরুর ন্যায় রোমাঞ্চে কণ্টকিত, শীতার্ত্তের ন্যায় কম্পমান, এবং রবিকরস্পৃষ্ট নক্ষত্রের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। তখন তাঁহার কণ্ঠস্বর মূকের ন্যায় একবারে রুদ্ধ হইয়া পড়িল, নয়নযুগল নভস্য-মেঘের ন্যায় জল-ধারাবর্ষণ করিতে লাগিল। এবং চেতনা অদৃষ্ট-নিশাকর কুমুদিনীর ন্যায় নিমীলিত হইয়াগেল। এ দিকে ক্রীড়া নিবৃত্ত হইলে পর সকল লোক স্ব স্ব স্থানে গমন করিতে আরম্ভ করিলে মাধবিকাপ্রভৃতি সখীগণও বাসগৃহে গমনোন্মুখ হইয়া রোমাবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করত দেখে যে, তিনি আলিখিতার ন্যায় উৎকীর্ণার ন্যায় কোন অনির্দ্দিষ্ট পদার্থের প্রতি নয়নদ্বয় প্রোত করিয়া নিবাতস্থ বল্লীর ন্যায় নিস্পন্দশরীরে দণ্ডায়মান আছেন। তাহারা তাঁহার অকারণে ও অভূমিতে এইরূপ সাত্ত্বিকভাবের আবির্ভাবদর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কারণাবধারণার্থ চতু-র্দ্দিকে নেত্রপাত করিতে লাগিল। কিন্তু তখন নগরী লোক সকল বিশৃঙ্খলভাবে ও মহাকোলাহলসহকারে

চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতেছিল সুতরাং কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিল না। যাহাহউক তাহারা তাঁহার হস্ত-ধারণপূর্ব্বক বাসভবনে আনয়ন করত পর্য্যঙ্কের উপরি ভাগে শয়ন করাইল এবং কি কারণে তাঁহার অকস্মাৎ এরূপ ভাব পরিবর্ত্ত হইল, জানিবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিল।

এ দিকে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। উষ্ণরশ্মি নিজ-রশ্মির অসহ্য তেজেই যেন দগ্ধাঙ্গ হইয়া জ্বলন্ত অঙ্গা-রের ন্যায় অরুণবর্ণ ধারণ করিলেন। তিনি উদিত হইয়া অবধি সমস্তদিন ত্রিজগৎকে যে সাতিশয় সন্তাপ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই পাপেই যেন তেজো-হীন হইয়া অধঃপতিত হইয়া গেলেন। এই সময়ে ভূমি ও অন্তরীক্ষ সমুদয় সিন্দুরবর্ণ হইয়া উঠিল, বিহগকুল ব্যাকুল হইয়া কলরবসহকারে নিজ নিজ কুলায় নিলয়ে আগমন করিতে লাগিল, অধ্বনীনগণ-অনুগমনে বিরত হইয়া সমীপাশ্রমেই আশ্রয় লইতে আরম্ভ করিল এবং ধেনু-পালেরা ধেনু সকল লইয়া গ্রাম্য গীত গান করত গ্রামাভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই দিবাকররূপ প্রহরী গগনরূপ রথ্যা হইতে অপসৃত হইলে তিমিররূপ তস্করেরা তরুকোটর,

গৃহকোণ, কারাগার, কূপগর্ত, গিরিগুহা প্রভৃতি নানা নিভৃত স্থান হইতে ক্রমে ক্রমে বহির্গমন করত দলবদ্ধ হইয়া একেবারে জগন্মণ্ডল আক্রমণ করিল। তখন বোধ হইতে লাগিল যেন গগন অঞ্জন-বর্ষণ করিতেছে, অন্ধকার গাত্রে লিপ্ত হইতেছে, অন্তরীক্ষ ভূমির সহিত সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে এবং সমুদয় দিক্ একত্র সংহত হইয়া রহিয়াছে। অনন্তর একটী দুইটী তিনটী করিয়া অনেকগুলি তারা ক্রমে ক্রমে নভোমণ্ডলে সমুদিত হইয়া নীলাংশুকবিলম্বী হীরকমণির ন্যায় অল্প অল্প কিরণ বিস্তার করিতে লাগিল। অতঃপর শশধর অম্বরপথে প্রকাশমান হইলেন। তখন পৃথিবী যেন দুগ্ধোদধির অভ্যন্তরে বিলীনা হইল, সকল পদার্থই যেন সুধালেপিত হইল এবং স্থাবর জঙ্গম সকলই যেন হাস্য করিতে লাগিল। তৎকালে রাজভবন চন্দ্রালোক, রত্নালোক ও দীপালোকে মণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

এই সময়ে সহচরীগণ সঙ্কোচিত গৃহকার্য্য সকল সমাধান করিয়া নৃপনন্দিনীর পল্যঙ্কের পার্শ্বদেশে উপবেশনপূর্ব্বক সকলে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিল। মাধবিকা কহিল প্রিয়সখি! রোগ প্রকৃতরূপে না

জানিলে তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করা যায় না। আমরা সকলেই ইন্দ্রজালদর্শনার্থ অট্টোপরি গমন করিয়াছিলাম; কিন্তু যাহাতে তোমাকে ঈদৃশাবস্থ হইতে হয়, উক্ত ক্রীড়াতে তাহার ত কোন কারণই অবলোকন করি নাই। মধুলোভা কহিল রাজনন্দিনি! প্রণয়ি-জনের প্রতি ভাগ করিয়া দিলে দুঃখের ভার লঘু হয়। অতএব আমাদিগের নিকট তোমার মনো-বেদনা গোপনকরা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে না। বনপ্রিয়া কহিল ভর্তৃদারিকে! আপনি কি নিমিত্ত অকস্মাৎ এতাদৃশী বিহ্বলা হইলেন, জানি-বার জন্য যে কি পর্য্যন্ত উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছে তাহা বর্ণন করিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না। যদি আমা-দিগের দ্বারা আপনার আকস্মিক উদ্বেগের শান্তি হইবার কোন উপায় হয় তবে জানিতে পারিলে তদ্বিষয়ে যত্নবতী হই। রোমাবতী তাহাদিগের এই সকল প্রশ্নাবলী শ্রবণ পূর্ব্বক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উত্তর করিলেন সখীগণ! তোমরা কেন বৃথা আমার মনোগত বিষয় জানিবার জন্য এত ব্যাকুল হইতেছ? জানিয়াও তাহার কোনরূপ উপায় করিতে পারিবে না। আমি যে ভ্রান্তিময় মৃগতৃষ্ণি-

কায় মুগ্ধ হইয়াছি তাহার প্রতিকারের কোন প্রকার সম্ভাবনা নাই। ইন্দ্রজাল বুঝি আমার পক্ষে কাল হইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। অন্যথা কি নিমিত্তই আমি উহা দর্শন করিতে যাইব? কি নিমিত্তই বা মায়াময় অলীক পদার্থে মুগ্ধ হইয়া এতাদৃশ বিহ্বল হইয়া উঠিব? এই মাত্র বলিয়া তিনি করতলে কপোল বিন্যাসপূর্ব্বক চিন্তানিমগ্ন হইলেন। সখীগণ তাঁহার এইরূপ ভাব দর্শন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল এবং মহাকৌতূহল সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, রাজ-কুমারি! তুমি ইন্দ্রজালে কি পদার্থ দর্শন করিয়াছ আমাদিগের নিকট অবশ্যই বলিতে হইবে, না বলিলে আমরা কোন প্রকারেই ছাড়িব না। সম-দুঃখ-সুখ সহচরীগণকে অপ্রতিবিধেয় দুঃখভারে দুঃখিত করিতে রোমাবতীর অভিলাষ ছিল না কিন্তু তিনি তাহাদিগের নির্ব্বন্ধ উল্লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন সখীগণ! যদি নিতান্তই তোমাদিগের আপন আপন আত্মাকে ব্যথিত করিতে অভিলাষ থাকে তবে শ্রবণ কর। আমি ইন্দ্রজালদর্শনার্থ তোমাদিগের সমভিব্যাহারে সেই সৌধশিখরে আরোহণ করিলাম এবং চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ

নয়ন হইয়া সমাগত বিবিধবেশ, বিবিধাকার ও বিবিধ-রূপ জনগণকে অবলোকন করিতে লাগিলাম। বাদ্যো-দ্যমসহকারে ক্রীড়া আরম্ভ হইলে দুই একবার প্রজ্বলিত হুতাশনের প্রভাব-প্রকাশ এবং প্রচণ্ড চটচটাশব্দ অনুভূত হইল। ক্ষণকালপরেই ইন্দ্রজালপ্রভাবে অভি-ব্যক্ত সেই অশোকবিটপিমূলে দণ্ডায়মান পুরুষের প্রতি নয়নপাত হইল। প্রথমে তাঁহার সহিত এক সহচরকে দণ্ডায়মান দেখিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি ক্রমে ক্রমে কোথায় গেলেন। তখন তোমরাও যে কোথায় ছিলে তাহা কিছুই দেখিতে পাই নাই। সে সময়ে বোধ হইল যেন আমি কোন জনশূন্য প্রান্তরে অবস্থিত হইয়া ঐ পুরুষের সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইয়াছি। তৎকালে তাঁহার মস্তক মুখ বক্ষঃ কটি চরণ প্রভৃতি যে যে অঙ্গ নিরীক্ষণ করি তাহাই যেন আমার নয়নকে কাড়িয়া লইতে লাগিল। কি বর্ণ, কি লাবণ্য, কি গঠন, কি মুখশোভা, কি নয়নভঙ্গী, কি গাম্ভীর্য্য, যাহা যাহা দর্শন করিয়াছি তাহা কি প্রাণান্তেও আর ভুলিতে পারিব! দুঃখদানে কৃতসঙ্কল্প বিধির অসাধ্য কি আছে? বোধ হইল যেন ঐ অলীক পুরুষও আমার প্রতি নির্নিমেষনয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন, তাঁ-

হারও বদনমণ্ডল সন্ধ্যা-রাগ-রক্ত শশধরের ন্যায় অরুণ-বর্ণ হইয়া উঠিয়াছে এবং শরীর আলেখ্য-সমর্পিতের ন্যায় একবারে স্পন্দহীন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার এইরূপ অবস্থাদর্শনে আমি আরও উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলাম। তখন তাঁহার সমক্ষে অশিক্ষিত-পূর্ব্ব কতই যে ভাব ভঙ্গী প্রকাশ করিলাম এবং কতই যে মনোগত কথা ব্যক্ত করিলাম তাহা আর এক্ষণে স্মরণ হয় না। ফলতঃ তৎকালে তাঁহার প্রতি একবারে ধন, মান, প্রাণ, যৌবন সমুদায় সমর্পণ করিয়া শরণার্থিনী হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। অনন্তরই তোমরা ক্রীড়াভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া গৃহাগমনের নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করিবামাত্র সেই হৃদয়রঞ্জন যে, কোথায় অন্তর্দ্ধান করিলেন, আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।

মধুলোভা ও বনপ্রিয়া রোমাবতীর এইরূপ বচনোপন্যাস শুনিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল এবং কহিল রাজনন্দিনি! আমরা তোমার কথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ইন্দ্রজালোদিত পুরুষ ত কৈ আমরা একবারও দেখিতে পাই নাই! বিশেষতঃ সেই অগ্নি! তাদৃশ ঘোরতর মেঘগর্জ্জন! সেই সকল কালভুজঙ্গের শ্বাসানিলশব্দ! সেইপ্রকার পতগরাজের আস্ফালন!

এসকল তুমি যে কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাও নাই ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইল? ইন্দ্রজালে যে, এক সময়ে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ভিন্নভিন্নরূপ পদার্থ প্রকাশমান হয় ইহা আমরা ত কখনই অবগত ছিলাম না। যাহা হউক তোমার কথা শ্রবণ করিয়া আমাদিগের অত্যন্ত বিস্ময় ও কৌতূহল জন্মি-তেছে। মাধবিকা এ সকল বিষয়ে কিঞ্চিৎ প্রবীণা হই-য়াছিল। প্রীতিপাত্র পদার্থকে নয়নগোচর করিবার সময়ে যে, সমীপস্থ সকল বস্তুই তন্ময় হইয়া যায় এবং সকল ইন্দ্রিয়ই দৃষ্টিময় হইয়া উঠে, ইহা তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অবগতি হইয়াছিল। অতএব সে অনায়াসেই বুঝিতে পারিল যে, সরলা রাজবালা ক্রীড়া-রম্ভ সময়ে কোন হৃদয়চোর পুরুষকে অবলোকন ক-রিয়া তদ্গতচিত্তে অনুধ্যান করত ইন্দ্রজালের ব্যাপার কিছুই দেখিতে পায় নাই, সুতরাং ঐ পুরুষকেও ইন্দ্রজালের পদার্থ বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছে। যাহা হউক ঐ পুরুষে সখীর গাঢ়ানুরাগ লক্ষ্য হই-তেছে, কিন্তু উহার প্রতি মায়াময় জ্ঞান থাকাতে কখনই তাহার সহিত সমাগম হইবার সম্ভাবনা নাই ভাবিয়াই যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা অনুভব করিতেছেন।

অতএব মর্ম্মজ্ঞ হইয়া সখীর হতশতা পুষিয়া রাখিতে দেওয়া আর আমার উচিত হইতেছে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া সে পরিহাস পূর্ব্বক কহিল সখি! যদি আমি কোন মন্ত্র বা ঔষধবলে সেই মায়াময় পুরুষকে প্রকৃত পুরুষ করিয়া তাঁহার সহিত তোমার পাণিগ্রহণ সম্পাদন করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে তুমি আমাকে কি দাও? রোমাবতী ঈষৎ কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক উত্তর করিলেন মাধবিকে! পরিহাস কিরূপ সময়ে আমোদজনক বা যন্ত্রণাকর হয় তাহা জানা না থাকিলেই এইরূপ কথা নির্গত হইয়া থাকে! তখন মাধবিকা পরিহাসের সময়ও অতিক্রান্ত হইয়াছে ভাবিয়া স্থিরভাবে কহিল প্রিয়সখি! মনঃক্ষোভ দূর কর, হতাশা হইবার প্রয়োজন নাই। তুমি যাঁহাকে অবলোকন করিয়াছ তিনি মায়াময় নহেন, তিনি এক ভুবনভূষণ পুরুষরত্ন। তৎকালে আমিও তাঁহাকে কয়েকবার অশোকমূলে দর্শন করিয়াছিলাম, এবং তিনি যে, কোন কামিনীর প্রতি গাঢ়ানুরাগ বশতঃ নিশ্চলচিত্ত হইয়াছিলেন তাহাও কিঞ্চিৎ লক্ষ্য করিয়াছিলাম। কন্দর্পের বসন্ত যেরূপ, সেইরূপ এক সহচরও তাঁহার সহিত দণ্ডায়মান ছিলেন। আহা! তাঁহার ও রূপ কি পৃথিবীতে

নিবারণের বিদ্যাই একমাত্র উপায়, অতএব তুমি যদি অকারণে এরূপ বিহ্বলা হও তবে তোমাকে আমরা কি বলিয়া বুঝাইব? তুমি যাঁহার নিমিত্ত এত সমাকুল হইয়াছ, তিনি ইন্দ্রজালদর্শনার্থ এই প্রান্তরভূমিতে আগত হইয়াছিলেন। এক্ষণে যামিনীর প্রায় এক যাম গত হইল। এ পর্য্যন্ত তাঁহার এ স্থানে অবস্থান করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তোমার প্রতি তাঁহার গাঢ়ানুরাগের লক্ষণও কিঞ্চিৎ অনুভব করিয়াছি, সুতরাং তাঁহার এস্থানে কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করা সম্ভাবনা বটে; কিন্তু তাঁহার এক সহচরকেও সমীপে দেখিয়াছি; তিনি কি বুঝিয়া তাঁহাকে এই জনশূন্য প্রান্তরে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন? অতএব তাঁহাকে এখানে দর্শন করিতে না পাইয়া ব্যাকুলা বা হতাশা হইবার বিষয় নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি প্রভাত হইবামাত্র নগরের মধ্যে তাঁহার অন্বেষণে বহির্গত হইব এবং যে রূপে পারি তোমার মনোরথ সফল করিয়া দিব তাহার সন্দেহ নাই। মাধবিকা এইরূপ ও অপরবিধ সান্ত্বনাবাক্য দ্বারা তাঁহাকে সুস্থির করিবার বিস্তর চেষ্টা পাইল কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। রাজবালা মত্তার ন্যায়, পিশাচাবিষ্টার ন্যায়, কখন শয়ন

কখন উত্থান, কখন উপবেশন, কখন গান, কখন হাস্য, কখন রোদন এইরূপ ব্যাপারে নিরতা হইয়া সমস্ত বিভাবরীই যাপন করিলেন। তখন মাধবিকার সহাবস্থানও তাঁহার অপ্রীতিকর হইতে লাগিল। সুযোগ পাইলেই তিনি কোন নিভৃত স্থানে গমন করিয়া তদ্গতচিত্তে সেই রূপ চিন্তন, তাঁহার সহিত আলাপ, ক্ষণে তাঁহার প্রতি রোষপ্রকাশ, ক্ষণে চাটূক্তি, ক্ষণে মান ভরে পরিত্যাগ করিয়া গমন, ক্ষণে দ্রুতবেগে আসিয়া হস্তধারণ, ইত্যাদি সংকল্প-সমাগম দ্বারাই আত্মাকে সুখায়মান করিতে লাগিলেন।

যাহা হউক অতঃপর যামিনী তাঁহার কাতরতা দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়াই যেন সম্মুখ হইতে অন্তর্দ্ধান করিতে লাগিল। জ্যোতিষ্কগণ তৈলশূন্য দীপাবলীর ন্যায় ক্রমে ক্রমে হীনপ্রভ হইয়া নির্ব্বাণোন্মুখ হইল। পূর্ব্বদিগ্‌ভাগ প্রোষিতমিত্রের সমাগমসুখাশায় যেন হাস্য করিতে লাগিল। এই সকল নিশান্তলক্ষণ অবলোকন করিবামাত্র রাজদুহিতা দ্রুতবেগে আসিয়া মাধবিকার কণ্ঠ ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে ত্বরায় নগরগমনের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন মাধবিকা, মধুলোভা বনপ্রিয়া প্রভৃতি অপরাপর সহচরীবর্গকে

রাজনন্দিনীর সহাবস্থানে নিযুক্ত করিয়া সেই সকুদৃষ্ট পুরুষের আকৃতি চিন্তা করিতে করিতে রাজভবন হইতে বহির্গত হইল, এবং প্রতি গৃহস্থের ভবন, রথ্যা, আপণ, মঠ, চৈত্য, সরিৎকুল প্রভৃতি সমুদয় স্থানে তদাকৃতি পুরুষ দর্শনের অভিলাষে সমস্ত দিন ভ্রমণ করিয়া বেড়াইল, কিন্তু কোথাও তাঁহার অনুসন্ধান করিতে পারিল না। ক্রমে বেলাবসান হইল, সন্ধ্যা সময় উপস্থিত; সুতরাং মাধবিকাকে অকৃতার্থ হইয়াই গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইল। সে স্বয়ং এক প্রকার নিরাশা হইয়াছিল কিন্তু প্রিয়সখীর দুঃখাপনোদনার্থ সে ভাব গোপন করিয়া, কল্য অবশ্যই অনুসন্ধান করিয়া আসিব বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিল। যাহাহউক এই রূপে ৪।৫ দিন গত হইলে পর মাধবিকা নিতান্ত বিষন্ন-হৃদয়ে বিবেচনা করিল যে, আশা-লতাকে প্রিয়সখীর হৃদয়ে আর অধিক বদ্ধমূল হইতে দেওয়া উচিত হইতেছে না। ইহার পর উৎপাটন করিতে হইলে মূলদেশ শুদ্ধ উৎপাটিত হইয়া যাইবে। আমি কয় দিন নিরন্তর ভ্রমণ করিয়াও কিছুই সন্ধান পাইলাম না। এক্ষণে আমারও বোধ হইতেছে বুঝি আমিও ইন্দ্রজালে প্রতারিত হইয়া থাকিব। নচেৎ এ নগরনিবাসী অথবা এ নগরসমা-

গত কোন পুরুষ হইলে তৎপরদিন প্রভাতেই আমি অন্বেষণ করিতে পারিতাম। এই ভাবিয়া সে ক্রমে ক্রমে অতি সাবধানতা পূর্ব্বক প্রিয়সখীর হৃদয়ক্ষেত্র হইতে আশার অঙ্কুর সকল উন্মূলন করিতে আরম্ভ করিল। রোমাবতী যদিও কথায় তাঁহাকে মায়াময় পুরুষ বলিয়া বলিতে লাগিলেন কিন্তু মনোমধ্যে তাঁহার স্থির প্রতীতি হইল যে, তিনি কখনই মায়াময় নহেন। যাহা হউক অনন্তর তিনি ক্রমশঃ ধৈর্য্যাবলম্বনে অভ্যাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, প্রকৃত হউক বা অলীক হউক, কখন দর্শন পাই বা না পাই, সেই আমার প্রাণবল্লভ ও সেই আমার জীবিতেশ্বর। আমি প্রাণান্তেও অপর পুরুষের প্রতি নেত্রপাত করিব না।

তাঁহার এইরূপ প্রতিজ্ঞা পুরমধ্যে প্রচারিত হইলে পর একদা প্রভাত সময়ে রাজমহিষীর পিঙ্গলা নামে এক পরিচারিকা রোমাবতীর আবাসে আগমন করিয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক বিনয়বচনে কহিল ভর্তৃদারিকে! তুমি মায়াময় পুরুষদর্শনে তাহাকেই বিবাহ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহারাজ ও রাজমহিষী যে কি পর্য্যন্ত সন্তাপিত হইয়াছেন তাহা মুখে বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। মনে

কব তুমি তাঁহাদিগের জীবনের একমাত্র অবলম্বন। তুমি অনুরূপ পতি-সমাগমে চিরসুখভাগিনী হইলেই তাঁহারা আপনাদের জীবন সার্থক বোধ করেন। কিন্তু হন্ত বিধাতার প্রতিকূলতায় তুমি এরূপ জনের প্রতি অনুরক্তা হইলে, যাহাকে কখনই দর্শন করিবার সম্ভাবনা নাই ; বিদ্যাবতী ও বুদ্ধিমতী হইয়া তোমার এই অলীক ভূমিতে অনুরাগ সমর্পণ কিরূপে সম্ভব হইল ? পরম ভক্তিভাজন জনক জননীরা সাতিশয় যন্ত্রণাভোগ করেন ইহা কি তোমার প্রীতিকর হইতেছে ? অকারণে যাবজ্জীবন আত্মসুখে জলাঞ্জলি দেওয়া কি বুদ্ধিমতীর কার্য্য হই-তেছে ? একবার স্বয়ম্বরে কোন ফলোদয় হয় নাই কিন্তু তোমার অভিমত হইলে পুনর্ব্বার স্বয়ম্বরের উদ্‌যোগ করা যায় অথবা অতি দূরতরদেশীয় ভূপতিগণের চিত্রমূর্ত্তি সকল আনয়ন করিবার চেষ্টা করা যায়। যাহা হউক তুমি এ বিপরীত বুদ্ধি পরিত্যাগ কর এবং অন্য কোন সদ্গুণশালী পুরুষবরের দয়িতা হইতে অবহিতা হও।

রোমাবতী মাতৃপরিচারিকার এই কথা শ্রবণ করিয়া বিনীতভাবে উত্তর করিলেন পিঙ্গলে। তুমি জননীকে আমার প্রণাম জানাইয়া নিবেদন করিবে ; পিতা মাতা যন্ত্রণা ভোগ করেন ইহা কোন্ পাপিষ্ঠের ইচ্ছা হইয়া

থাকে! তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে সুখভোগ করেন ইহাই আমার নিরন্তর অভিলাষ। কিন্তু বাম-প্রকৃতি বিধি আমার সেই অভিলাষ কোন মতেই পূরণ করিতে দি-তেছে না। আমি যাঁহাকে দর্শন করিয়াছি, আমার চিত্ত নিরন্তরই কহিতেছে যে 'তিনি মায়াময় নহেন, অবশ্যই তাঁহার সহিত তোমার সমাগম হইবে'। এই সংস্কার এখনও হৃদয়মধ্যে এতাদৃশ প্রবল না থাকিলে আমি কি এত দিন জীবিত থাকিতাম? বিশেষতঃ সনাতন ধর্ম্ম-পথ পরিত্যাগ না করিয়া এক পুরুষের অনুরক্ত হইয়া অন্যের প্রতি নেত্রপাত করা কামিনীগণের কি রূপে সম্ভব হইতে পারে? যাহার প্রতি অন্তঃকরণ একবার দৃঢ় রূপে অনুরক্ত হয়, পরিণয়কার্য্য সম্পাদন না হইলেও কি তিনি স্বামিরূপে পরিগণিত হয়েন না? হৃদয় গৃহীত ও স্বজন-দত্ত পতির কিরূপে বৈলক্ষণ্য হইতে পারে? সাবিত্রী কি বুঝিয়া বর্ষমাত্র-জীবিত সত্যবানের প্রণয়িণী হইতে কোন রূপে সঙ্কুচিত হয়েন নাই? এবং দময়ন্তীই বা কি কারণে ইন্দ্রাদি দেবগণকেও পরিত্যাগ করিয়া নিষধ-রাজের দয়িতা হইয়াছিলেন? ফলতঃ যে স্ত্রী এক বার হৃদয়-বৃত পতিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের প্রতি নেত্র-পাত করিতে পারে, পতিপরিত্যাগিনী সর্ব্বধর্ম্মবিব-

জ্ঞতা বারবনিতার সহিত তাহার বিশেষ কি আছে? অতএব পিঙ্গলে! তুমি জননীকে বুঝাইয়া বলিবে, যদি জগদীশ্বরের নিকট কোন মহাপরাধে অপরাধিনী না হইয়া থাকি, যদি স্বপ্নেও অন্য পুরুষের সমাগমাভিলাষ মনোমধ্যে উদিত না হইয়া থাকে, যদি পাতিব্রত্য ধর্ম্মের মাহাত্ম্য অদ্যাপি ভুবনতলে বিদ্যমান থাকে তবে অবশ্যই সেই হৃদয়রঞ্জনের প্রিয়তম ও প্রাণবল্লভা হইব তাহার কোন সন্দেহ নাই।

পিঙ্গলা রাজনন্দিনীর এইরূপ সদুক্তিসন্দর্ভ শ্রবণ করিয়া নিরুত্তরা হইয়া মহিষীর নিকট প্রতিগমন করিলে পর রোমাবতী মাধবিকাকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া কহিলেন প্রিয়সখি! পিতা মাতা অপত্যবৎসলতার বশীভূত হইয়া অকর্ত্তব্য কর্ম্মও সাধন করিতে সঙ্কুচিত হয়েন না। আমি একের প্রতি আসক্তা হইয়া অন্য পুরুষের পত্নীত্ব স্বীকার করিলে যে, ঘোরতর অধর্ম্ম জন্মিবে ইহা তাঁহাদের বিলক্ষণ বোধ আছে। কিন্তু এস্থলে তাঁহারা সেই অধর্ম্মকে অবহেলন করিলে, যদি আমাকে চির-সুখ-ভাগিনী করিতে পারেন, বোধ করেন তবে তাহাতেও পশ্চাৎ-পাদ হইবেন না। আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, তাঁহারা কোন্ দিন বর-পাত্র

মনোনীত করিয়া বিবাহ করিবার নিমিত্ত নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে আমার নিকট অনুরোধ জানাইবেন। সুতরাং আমি এই রূপে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে মহা-বিপদে পতিত হইব; অতএব আমাকে এখন সবিশেষ সাবধান হইয়া চলিতে হইবেক। বিশেষতঃ প্রিয়সখি! বিবেচনা করিয়া দেখ জগদীশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে মানবগণের কোন মনোরথই সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না। তাঁহারা সহস্র কৌশল, সহস্র বুদ্ধিপ্রয়োগ ও সহস্র উপায় অবলম্বন করিলেও ঈশ্বরের প্রতিকূলতা থাকিলে কোন রূপেই আশা সফল করিতে সমর্থ হয়েন না। আর ঈশ্বরের সানুগ্রহ দৃষ্টিপাত থাকিলে কত অস-ম্ভব অতর্কিত ও অপ্রার্থিত অভীপ্সিত বিষয় সকল সম্মু-খীন হইয়া তাঁহাদের অপরিসীম আনন্দবিধান করিয়া থাকে। অতএব আমার মতে অভিলষিত বিষয় সমাধান করিবার জন্য জগদীশ্বরের উপাসনা করা অতি আবশ্যক হইয়াছে। মাধবিকা কহিল সখি! তুমি যে কথা কহি-তেছ, অবিলম্বে তাহার অনুষ্ঠান করাই ইহার প্রকৃত উত্তর। দৈবানুগ্রহ ব্যতিরেকে মানবগণের মনোরথ সম্পন্ন হয় না, ইহাতে কাহার সংশয় আছে? অত-এব তুমি দৈবানুগ্রহ লাভের যে যে ব্যাপারের অনু-

ছাড় করিলে, আমি শরীর মনঃ প্রাণ সকল দিয়া তদ্বিষয়ে সহায়তা করিতে কোনক্রমেই ত্রুটি করিব না। এইরূপ নানাবিধ কথোপকথনেই সে দিন অপগত হইল। কিন্তু পিঙ্গলার আগমন অবধি রাজনন্দিনী সর্ব্বদাই অনিষ্টোৎপাত শঙ্কা করিয়া চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

এই সময়ে সাংবৎসরিক মধূৎসব পর্ব্ব উপস্থিত হইল। পুরবাসী জনগণ আলোহিত পিষ্টাতক-বিকিরণ দ্বারা সমুদায় নগরী সিন্দূর-বর্ণ করিয়া তুলিল। যুবকগণ যন্ত্রক-যোগে যুবতীদিগের উপর বর্ণিল জল নিক্ষেপ করিতে লাগিল; নানাবিধ কুসুমমালা সর্ব্বত্র বিন্যস্ত হইল; নর্ত্তক গায়ক ও বাদকেরা স্থানে স্থানে মিলিত হইয়া আপনাদিগের শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল। ময়ূরাক্ষীবাসী সমস্ত জনগণই মহামূল্য বেশভূষায় অলঙ্কৃত হইয়া উৎসব-রসে নিমগ্ন হইয়া গেল। এই রূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে পর একদা প্রভাত কালে রাজমহিষী, উৎসবসময়ে রোমাবতী কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন জানিবার জন্য তাঁহার ভবনে উপনীত হইলেন কিন্তু গৃহের চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিয়াও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন্ উৎসব-ব্যাপৃত অপরাপর পরিচারিকাগণকে আহ্বান করিয়া

জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল স্বামিনি! আমরা অদ্য প্রভাত অবধি রাজনন্দিনীকে দেখিতে পাই নাই, মনে করিয়াছিলাম তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া থাকিবেন। কিন্তু আপনার আগমন দর্শনে এক্ষণে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। এই কথা শ্রবণমাত্র মহিষী ত্বরিত পদে আপনার ভবনে গমন করিলেন কিন্তু তথায়ও আত্মজার কোন অনু-সন্ধান না পাইয়া সাতিশয় ব্যাকুলহৃদয়ে ও আর্ত্তস্বরে বৎ-সাবলোকনার্থ নবপ্রসূতা ধেনুর ন্যায় চারিদিকে ধাবমান হইতে লাগিলেন। পরে মাধবিকার অন্বেষণ করাতে তাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না। তখন, রাজনন্দিনী মাধবিকার সহিত রজনীতে কোথায় পলায়ন করিয়াছেন, এই কথা পুর-মধ্যে প্রচারিত হইয়া উঠিল। এই ব্যাপার ক্রমে ক্রমে রাজারও কর্ণগোচর হইলে তিনি বহুসংখ্যক লোক প্রেরণ করিয়া নগরী ও তাহার পর্য্যন্তবর্ত্তী গ্রামসকল পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অন্বেষণ করি-লেন, কিন্তু কোথাও তাহাদের অনুসন্ধান পাইলেন না। রাজা ও রাজমহিষী বৃদ্ধবয়সে দরিদ্রের ধনের ন্যায় সেই কন্যাধন প্রাপ্ত হইয়া সংসারসুখের সার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই ধন এই রূপে অক-

ন্যাং হারাইয়া তাঁহারা যৎপরোনাস্তি বিলাপ ও অনু-তাপ করিতে লাগিলেন। রোমাবতী কোথায় গেল? কি জন্য গেল? ইহা কেহই অবধারণ করিতে না পারিয়া নানা জনে নানারূপ তর্কবিতর্ক করিতে লাগিল। নগরীতে উৎসব হইতে ছিল, তাহা একেবারেই প্রতিষিদ্ধ হইল। নগরবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই রাজা ও রাজমহিষীর বিলাপ দর্শনে যৎপরোনাস্তি খিদ্যমান হইল। রাজমহিষী, রোমাবতীকে না পাইলে প্রাণত্যাগ করিব বলিয়া অধ্যবসিত হইলেন। নরপতি নানাবিধ প্রবোধ বচনে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া অশেষদেশ-ভাষাভিজ্ঞ, বিবিধাচার-নিপুণ কতিপয় চরকে তাঁহাদিগের অন্বেষণের নিমিত্ত দিগ্দিগন্তে প্রেরণ করিলেন।

—•••—

রোমাবতী।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

প্রীতি এক অদ্ভুত পদার্থ। মানবগণ প্রীতি-পাশে বদ্ধ হইলে পৃথিবীর অপরাপর সমুদায় সুখেই জলাঞ্জলি দিতে পারেন। যে পুরুষ এক বার মাত্র দর্শন দিয়া রোমাবতীকে লোক লোচন হইতে অন্তর্হিত করিয়াছিলেন, রোমাবতীও তাঁহাকে অশেষ দুঃখে পাতিত করিতে কোন রূপেই ত্রুটি করেন নাই। বসন্তোৎসবের কতিপয় দিবস পরেই একদা এক ব্রাহ্মণকুমার রাজা পুরঞ্জয়ের রাজসভায় উপনীত হইলেন। তিনি অলৌকিক রূপলাবণ্যশালী হইলেও তাঁহার মুখমণ্ডলে কেবল শোকই মূর্ত্তিমান রূপে লক্ষ্য হইতেছিল। রাজা অভ্যাগত দ্বিজকুমারের যথোচিত সম্মান ও সৎকার করত উপবেশন করাইলেন। অনন্তর তাঁহার নাম ধাম ও আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলে পর তিনি কৃতাঞ্জলি

হইয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ! আমার নাম মাধব, এ দেশে আমার নিবাস নহে। আমি যে কথা নিবেদন করিতে আগমন করিয়াছি, নিতান্ত নিস্ত্রপ ও দুঃসাহসিক না হইলে কোন রূপেই তদর্থ আসিতে পারিতাম না। মহারাজ! আমি এবং রঞ্জন নামে আমার এক প্রিয়সুহৃৎ উভয়ে নানাজনপদ পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে কৈলাসনাথ-দর্শনাভিলাষে এই কৌশিকী নদী দিয়া গমন করিতে ছিলাম। প্রায় এক-মাস অতীত হইল একদা আমাদিগের তরণি এই রাজ-ধানীর নিম্নভাগে উপস্থিত হইলে নাবিকেরা এই স্থানেই নৌকা বদ্ধ করিল। আমরা দুই বন্ধুতে ভোজনাদি সমাপন করিয়া মহারাজের এই রাজধানীর অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিবার অভিলাষে তীরে উত্তীর্ণ হইলাম এবং ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে জল্পনকারী জনগণের প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, অদ্য অপরাহ্নে এই তরঙ্গিণীর তীরবর্ত্তী কোন প্রান্তর ভাগে ইন্দ্রজালক্রীড়া পরিদর্শিত হইবেক। শ্রুতিমাত্র আমরা উভয়ে কৌতু-কাকুলিত-হৃদয়ে সেই স্থানে গমন করিলাম এবং এক অশোক-শাখীর মূল দেশে দণ্ডায়মান হইয়া ক্রীড়া কৌশল অবলোকন করিতে লাগিলাম। ক্রীড়াদর্শনসময়ে বিষ-

য়ান্তরে আমার তাদৃশ অভিনিবেশ ছিল না। অনন্তর ক্রীড়াভঙ্গ হইলে পর বন্ধুকে নৌকায় গমনের নিমিত্ত আহ্বান করিয়া দেখি যে, তিনি যেন কোন বিষয়ান্তর-জ্ঞান-শূন্য তত্ত্বদর্শী যোগীর ন্যায় উন্নত-বদনে ও নির্নি-মেষ-নয়নে কাহার ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন! আমি বারম্বার শরীরে করাঘাত পূর্ব্বক আহ্বান করাতে তিনি সহসা বীত-নিদ্রের ন্যায় একেবারে চকিত ও উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিলেন এবং ক্ষণকাল আমারই প্রতি শূন্য-দৃষ্টিতে নেত্রপাত করিয়া পুনর্ব্বার চিন্তামগ্ন হইলেন। আমি তাদৃশ স্থানে বন্ধুর অকস্মাৎ সেইরূপ ভাবান্তর ও অবস্থান্তর দর্শন করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল-চিত্ত হইলাম, এবং কিজন্য তিনি সহসা ঈদৃশাবস্থ হইলেন, জানিবার নিমিত্ত ভূয়োভূয়ঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, কিন্তু অন্তঃসন্তাপ-সূচক দীর্ঘ নিশ্বাস ভিন্ন আর কিছুই উত্তর পাইলাম না। পরে তরণিতে গমন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করাতে তিনি আমার অংসদেশে বাহু নির্ভর করিয়া অগত্যা যাইতে সম্মত হইলেন। অনন্তর তাঁহাকে নৌকায় আনয়নপূর্ব্বক সুকোমল শয্যায় শয়ন করাইলাম এবং পার্শ্বদেশে উপবেশনপূর্ব্বক নির্ব্বন্ধাতি-শয় সহকারে এই আগন্তুক ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা

করাতে তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক নিতান্ত দীন বচনে কহিলেন 'সখে মাধব! তুমি আমাকে অনেক সঙ্কট হইতে মুক্ত করিয়াছ, কিন্তু বোধ হয় এই বারের সঙ্কট সেই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর। ইন্দ্রজাল দর্শন করিতে গিয়া আমরা যে তরুতলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলাম তাহারই সম্মুখভাগস্থ প্রাসাদের উপরিভাগে স্থিরতর সৌদামনীর ন্যায় সর্ব্বসৌন্দর্য্য-শালিনী এক কামিনী নেত্র গোচর করিয়াছি। সে কি দেবী, কি গন্ধর্ব্বী, কি বিদ্যাধরী তাহার কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। ফলতঃ তাহার সেই নয়নোন্মাদকর রূপ এবং উদার-গুণ-পিশুন বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া আমি এই প্রকার ব্যাকুল হইয়াছি; এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় কর।'

আমি প্রিয় বন্ধুর এইরূপ অসঙ্গত অস্থানানুরাগের বিষয় অবগত হইয়া বহুক্ষণ তুষ্ণীম্ভাবে রহিলাম; পরে তাঁহার সে ভাব অপনীত করিবার অভিলাষে পরিহাস-গর্ভ বচনে কহিলাম মিত্র! সুহৃৎ কোন উৎপথে পদার্পণ করিলে বা কোন দুরধিগম্য বিষয়প্রাপ্তির অভিলাষী হইলে সুহৃজ্জনে তাঁহাকে নিবারণ করে এবং তদুপলক্ষে স্নেহ-গর্ভ তিরস্কারও করিয়া থাকে। কিন্তু আমি সে

...য়ের কিছুই করিতে চাহি না। মনুষ্যের শুভাশুভ সমুদয় ব্যাপারই ঈশ্বরের ইচ্ছাবশতঃ ঘটিয়া থাকে। যদি তিনি নিতান্তই তোমাকে লোকের উপহাসাস্পদ করিবার অভিপ্রায় করিয়া থাকেন, তবে আমার নিবারণ বা তিরস্কার কিছুতেই তোমার চিত্তকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিবে না। কিন্তু ইহাও একবার বিবেচনা করা উচিত যে, তুমি এদেশে অজ্ঞাত-কুল-শীল আগন্তুক ব্যক্তি; সামান্য পথিক রূপে এস্থানে উত্তীর্ণ হইয়াছে। যে কামিনীকে নয়নগোচর করিয়াছ বলিতেছ, বোধ হয়, তিনি অত্রস্থ কোন বিভবশালী জনের দুহিতা হইবেন। এস্থলে তাদৃশ জনের প্রতি তোমার এই অকারণানুরাগ পরিণত বিল্ব ফলে বায়সের পঞ্চুপুটাঘাতের ন্যায় কি একান্ত উপহাসাস্পদ হইবে না? নচেৎ! তুমি নানা শাস্ত্রে প্রবীণ হইয়াছ "অসঙ্গত আশা কেবল ক্লেশ-কারিণী ও হৃদয়-শোষিণী" এই সামান্য নীতিসূত্র তোমার নিকট আর কি আম্রেড়িত করিব? আহা! আন্বী-ক্ষিকী-বিচক্ষণ পণ্ডিতপ্রবর মনকে যে খণ্ডন করিয়াছেন তাহা উচিতই হইয়াছে, যে মনঃ অবলাদিগের কটাক্ষ মাত্র দর্শনে এতাদৃশ অসার হইয়া পড়ে তাহাকে সহস্র খণ্ড করিলেও রাগ যায় না। যাহা হউক সখে; আর

এখন পরিহাসের সময় নহে, তোমাকে যথার্থই অসুস্থ দেখিতেছি। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন বিকারের হেতু শীঘ্রই পরিহার করা কর্ত্তব্য। এই নগরীতে তোমার চিত্ত-বিকার জন্মিয়াছে অতএব এ স্থানে যতক্ষণ অবস্থান করিবে ততক্ষণই সেই চিন্তা তোমাকে প্রবল রূপে অভি-ভূত করিয়া রাখিবে, অতএব সত্বরে এস্থান হইতে প্রস্থান করাই উচিত কল্প।

এইরূপ ও অপররূপ নানাবিধ উপদেশ-বহুল বচন-বিন্যাস, পরিহাস-গর্ভ আলাপ এবং চিত্তাকর্ষক নানা উপাখ্যান বর্ণন করিয়া তাঁহাকে অন্যাসক্ত করিবার নিমিত্ত বিবিধ চেষ্টা করিলাম কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। তিনি আমার কোন কথারই প্রায় উত্তর করিলেন না, কেবল বাম করে কপোল-বিন্যাসপূর্ব্বক সরসিজ-সংযুক্ত শশধরের ন্যায় অপূর্ব্ব-রূপ শোভমান হইয়া সমস্ত রজনী অতিবাহন করি-লেন। অনন্তর প্রভাত হইতে না হইতেই আমি কৈলাস-দর্শনাভিলাষ রহিত করিয়া স্বদেশ-গমনাভিলাষে নাবিক দিগকে আজ্ঞা দিয়া নৌকা খুলিয়া দিলাম। নৌকা দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া গমন করিল, কিন্তু বন্ধুর হৃদয় অয়-স্কান্ত-মণি-শলাকার ন্যায় উত্তর দিকেই ধাবমান হইতে

লাগিল। গব্যূতি-চতুষ্টয় মাত্র পথ অতিক্রান্ত হইলেই তিনি আর তরণির অভ্যন্তরে থাকিতে পারিলেন না। উহা তাঁহার পক্ষে কারাগার স্বরূপ বোধ হইতে লাগিল। তখন তিনি নৌকা বন্ধ করিয়া তীরে উঠিবার জন্য আমাকে সাতিশয় অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অদৃষ্ট-পূর্ব্ব রমণীয় স্থান সকল দর্শন কর্লে স চিত্তবৃত্তি স্থির হইলেও হইতে পারে, এই ভাবিয়া আমিও তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। আমাদিগের নৌকা একটী ক্ষুদ্র গণ্ড শৈলের সন্নিধানে বন্ধ হইল। আমরা দুই জনে তীরে নামিয়া কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিলাম, অনন্তর পূর্ব্বাহ্নকৃত্য সমাপন করিয়া সেই গণ্ড শৈলের উপত্যকাভূমিতে ভ্রমণ করিতে চলিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম এই সকল দর্শন করিলে বন্ধুর মনস্তাপ কিয়ৎপরিমাণে শান্ত হইবে, কিন্তু তাহা না হইয়া প্রজ্বলিত তৈল কটাহে সলিল-ক্ষেপের ন্যায় উহা আরও সন্দীপ্ত হইয়া উঠিল। এই স্থান হইতে ময়ূরাক্ষী অনেক দূরবর্ত্তিনী ইহা জানিয়াও বন্ধু, মধ্যে মধ্যে আমার অলক্ষিতরূপে প্রপদে দণ্ডায়মান হইয়া উন্নত-বদনে ময়ূরাক্ষী দর্শনের জন্য যত্নবান হইলেন। তৎকালে তাঁহার সেইরূপ ভাব অবলোকন করিয়া আমি যে

কতই অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিয়াছিলাম বলিতে পারি না। যাহা হউক এই রূপে কিয়ৎকাল তাঁহাকে তথায় ভ্রমণ করাইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে নৌকায় আনয়ন করিলাম। সে রাত্রি সেই স্থানেই অবস্থান হইল। পরদিন প্রত্যুষেই নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল কিন্তু সে দিনও পূর্ব্ব দিবস অপেক্ষা অধিক পথ যাওয়া হইল না। এই রূপে আমি বন্ধুকে লইয়া কোন দিন পাঁচ ক্রোশ কোন দিন আট ক্রোশ এবং ঊর্দ্ধ সংখ্যায় কোন দিন দশ ক্রোশ পথ গমন করিয়া এ নগরী হইতে প্রায় শত ক্রোশ দূরবর্ত্তী হইলাম। কিন্তু এই কালাতিক্রম ও দেশাতিক্রম দ্বারা তাঁহার উৎকণ্ঠাকুল মনোবৃত্তি কিঞ্চিন্মাত্র সুস্থ হইল না। পরিশেষে যখন আমি নিতান্তই বুঝিলাম যে, এ অনুরাগ কোনরূপেই প্রত্যাবর্ত্তিত হইবার নহে এবং বলপূর্ব্বক ইহার প্রত্যাবর্ত্তনের চেষ্টা করিলে অনিষ্ট বই কোন রূপে ইষ্ট লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন আমি নাবিকদিগকে সেই স্থানেই কিয়দ্দিবস অবস্থান করিতে আদেশ দিয়া এবং "আমি তোমার মনোরথ সিদ্ধির নিমিত্ত ময়ূরাঙ্গী গমন করিতেছি, যাবৎ আমি প্রত্যাগমন না করি তাবৎ অবহিত হইয়া এই স্থানে থাকিবে, শরীরের প্রতি কোন

রূপে অবহেলা করিবে না। তুমি নিশ্চয় জানিও, মনোরথ সিদ্ধির উপায় না করিয়া আর তোমাকে মুখ দেখাইব না।" তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া এবং নাবিকগণকে সর্ব্বদা তাঁহার তত্ত্বাবধান করিবার আদেশ দিয়া আমি এই নগরীর অভিমুখে পদব্রজেই যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে যে কত কষ্ট ভোগ করিয়াছি তাহা আর বর্ণন করিয়া কি জানাইব!

অদ্য বেলা চারি দণ্ডের সময়ে এই নগরীতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। এতাবৎ কাল অদৃ-সংঘটিত বিপদ্রাশি অতিক্রমণের চিন্তাতেই এতাদৃশ অভিভূত ছিলাম যে অন্য চিন্তা করিবার কিঞ্চিন্মাত্র অবসর প্রাপ্ত হই নাই। কিন্তু এক্ষণে আমাকে যেমন সে চিন্তা পরিত্যাগ করিল, অমনি অপর এক চিন্তা উপস্থিত হইয়া প্রবলরূপে আক্রমণ করিল। তখন মনে হইল, "আমি কি মূঢ়! আমি কি উদ্দেশে এস্থানে আগমন করিলাম? 'আমার বন্ধু ইন্দ্রজাল দর্শনাবসরে এ নগরীর কোন্ কামিনীকে অবলোকন করিয়া বিহ্বল হইয়াছেন?' একথা আমি কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? এবং কেই বা ইহার সদুত্তর প্রদান করিবে? বন্ধু মধ্যে মধ্যে মনোবেদনা বর্ণনাবসরে আমার নিকটে সেই কামিনীর কথা যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন,

তাহাতে তিনি যে, অনূঢ়া এবং ধর্ম্মপরায়ণা তাহার বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে, কিন্তু তিনি কোন গৃহের অলঙ্কার? বা কোন্ পিতা মাতার হৃদয়দেশে বাস করেন? এই অনন্য-বিদিত সমাচার কিরূপে বাহির করিব? সর্ব্বথা "আমি তোমার অভীষ্টসিদ্ধি বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়া মুখ দেখাইব না" সুহৃদের নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া আগমন করায় আমার অতি অদূর-দর্শিতাই প্রকাশ হইয়াছে। আমি কি বলিয়া এখন তাঁহার নিকটে প্রতিগমন করিব? আশা-বন্ধ প্রণয়ি-জনের জীবন কুসুমের বৃন্তস্বরূপ। আমি তথায় ফিরিয়া গিয়া সেই বৃন্তটী কর্ত্তন করিয়া দিলে কিরূপে তাঁহার জীবন রক্ষা সম্ভবিতে পারে।" এই নগরীর প্রান্ত ভাগে এক তরুতলে একাকী উপবেশন করিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ চিন্তা করিলাম, তখন লজ্জা ভয় সম্ভ্রম সুহৃৎস্নেহ ও সাহস পর্য্যায়ক্রমে আমার হৃদয়মধ্যে আবির্ভূত হইতে লাগিল। পরিশেষে নানারূপ চিন্তার পর স্থির করিলাম যে, এত দূর আসিয়া কিঞ্চিন্মাত্র অনুসন্ধান না করিয়া প্রতিগমন করা কাপুরুষের কর্ম্ম। অন্য ব্যক্তির নিকট ইহা জানিবার কোন উপায় দেখি না। যে বিষয় অন্য লোকের সম্পন্ন করিতে কত

অন্তরায় কত বিলম্ব ও কত অসুবিধা ঘটে রাজারা মনে করিলে নিমেষমধ্যে সে বিষয় সম্পন্ন করিয়া দিতে পারেন। বিশেষতঃ যদি সহায়তা প্রার্থনা করিতে হয়, মহৎ লোকের নিকটেই করা ভাল। অতএব এই বিষয় আমি ময়ূরাক্ষী-পতি মহারাজ পুরঞ্জয়ের নিকট নিবেদন করি, যদি ইহার- কোনরূপ সুবিধা হইবার সুযোগ থাকে তবে তাঁহা হইতেই হইবে, অন্যের নিকট প্রার্থনা করা বিফল, এইরূপ আশা করিয়া আমি শ্রীমৎ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছি। মহারাজ পূর্ব্বাপর সমস্ত অবগত হইলেন, এক্ষণে মহাকুল-প্রসূত, বিবিধ-বিদ্যা-বিশারদ ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ভুবন-জন-গণ-মনোরঞ্জন আমার পরম সুহৃৎ রঞ্জনের জীবন রক্ষার যদি কোন উপায় থাকে, তবে তাহা সম্পাদন করিয়া তাঁহারও তদেকাধীন-জীবন আমার এই দুই ব্রাহ্মণ কুমারের জীবন দানের সম্পূর্ণ ফল লাভ করুন।

রাজা পুরঞ্জয় আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বাত্যাহতি-রহিত সাগরের ন্যায় ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে অজস্র বারি-ধারা পতিত হইতে লাগিল, মুখবর্ণ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া কহিলেন হা

বৎসে রোমাবতি! হা হৃদয়ানন্দিনি! হা মধুর-ভাষিণি! এক বার সেইরূপ স্মিত-মুখে আমার অঙ্কে অধিরোহণ করিয়া তাপিত হৃদয় শীতল করিয়া দেও। আমি কি জন্মের মত তোমার সেই চন্দ্র-বদন দর্শনে একবারে বঞ্চিত হইলাম! বৎসে! আমি তোমার সেই অলৌকিক রূপ-মাধুরী অবলোকন করিয়া পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম যে, তুমি কোন শাপ-ভ্রষ্টা দেবী হইবে, কেবল আমাকে পিতৃ-সম্বোধনে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছ। কিন্তু দেবী হও আর যাহাই হও, পিতা বলিয়া আমার প্রতি চিরকাল অসাধারণ ভক্তি করিয়াছিলে, অতি সামান্য কর্ম্মে কখনও আমার অনুমতি ব্যতিরেকে প্রবৃত্ত হও নাই। কিন্তু এক্ষণে কিজন্য আমার এরূপ অবমাননা করিলে? কোথায় গেলে? কি জন্য গেলে? একবার বলিয়াও গেলে না? দেবতা যক্ষ রাক্ষস বা পন্নগ কে তোমাকে হরণ করিল? এক বার জানিতেও পারিলাম না হা পুত্রি! চক্রধরে কমলার ন্যায় যাঁহাতে তুমি একান্ত অনুরাগিণী হইয়াছিলে, যাঁহাকে তুমি দেব যক্ষ কিন্নর বা অলীক পদার্থ বলিয়া বোধ করিয়াছিলে এবং যাঁহার প্রতি অনুরাগই তোমার সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিবার নিদানীভূত হইয়াছে,

ব্রাহ্মণ-কুমার-মুখে তোমার হৃদয়-গৃহীত আমার সেই জামাতার ঈদৃশী অবস্থা শ্রবণ করিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া আছ? আহা! জামাতায় রাজ্য প্রদান করিয়া তোমাকে রাজমহিষী দেখিব বলিয়া মনে কতই সাধ করিয়াছিলাম। একণে জামাতা উপস্থিত-প্রায়, নন্দিনি! আইস, আমি হিমালয়ের ন্যায় হইয়া হর গৌরী সদৃশ তোমাদের দুইজনকে সম্বন্ধ করিয়া দিয়া সেই বাসনা পূরণ করত বিষয়-বাসনা বিসর্জ্জন করি।

নরপাল এইরূপ বিলাপবচনে সভামণ্ডপে উচ্চৈঃ-স্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে সভাস্থ যাবতীয় লোকেই তাঁহার শোকে শোকাকুল হইয়া অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। মাধব এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বিলক্ষণ বুঝিলেন যে, যিনি তাঁহার সুহৃদের হৃদয়াকর্ষিণী হইয়াছিলেন তিনি এই রাজারই কন্যা; কিন্তু রাজার বিলাপ শ্রবণে তাঁহার বোধ হইয়াছিল যে, তিনি প্রিয় সুহৃদের হৃদয়পূজার নিমিত্ত অনেক কণ্টক-বন ভেদ করিয়া যে কুসুম-মঞ্জরীটী তুলিতে আসিয়া-ছিলেন, বুঝি কৃতান্ত-কীটে তাহাকে ধূলিসাৎ করিয়াছে! অনন্তর তিনি একজন সভাস্তারপ্রমুখাৎ রাজকন্যার ইন্দ্রজাল-দৃষ্ট পুরুষবিশেষে পূর্ব্বরাগ অবধি মাধবিকা-

নামক পরিচারিকার সহিত তাঁহার অদর্শন পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া হর্ষ ও শোকে একবারে অভিভূত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, তবে ত বন্ধুর অনুরাগ অপাত্রে বিন্যস্ত হয় নাই। হইবেই বা কেন? মধুকর কমলিনী ভিন্ন কখন কি পলাশ-কুসুমের অভ্যন্তরে বদ্ধ হইয়া থাকে? সাগর নদীমুখ ব্যতিরেকে কখন কি অন্য দিকে ধাবমান হয়? জলধর সৌদামনী ভিন্ন অপর নারীকে কি কখন অঙ্কমধ্যে স্থান দান করে? যে কামিনী তাঁহার প্রতি এরূপ অনুরাগিণী হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত বন্ধুর তাদৃশ বৈমনস্য অযুক্ত নহে। ফলতঃ বিধাতা তাদৃশ নায়কে এতাদৃশী নায়িকাকে বদ্ধানুরাগা করিয়া রত্নের সহিতই কাঞ্চন-শলাকাকে সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তিনি প্রথমে এতাদৃশ অনুকূলতা দর্শাইয়া শেষে এরূপ বিড়ম্বনা করিতেছেন কেন? এক্ষণে রোমাবতী কোথায়? কোথায় যাই? কোথায় যাইলে প্রিয়সখীর দর্শন পাই? তাদৃশ মহানুভব-প্রকৃতি কামিনীজন একত্র দত্তহৃদয় হইয়া অন্যত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে স্বপ্নেও ইহা সম্ভাবিত নহে। পিশাচ যক্ষ বা রাক্ষসে তাদৃশী সাধ্বীকে অপহরণ করিয়াছে ইহাই বা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারা যায়? যাহা হউক এক্ষণে

আমি মহারাজের পুরাতন শোক নবীভূত করিয়া দিলাম, অতএব অগ্রে ইঁহাকে সান্ত্বনা করা কর্ত্তব্য হইতেছে কিন্তু কি বলিয়াই সান্ত্বনা করি।

মাধব এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমত সময়ে মধ্যাহ্ন-কাল উপস্থিত হওয়াতে সভা ভঙ্গ হইল। নরবর শোকে একান্ত অধীর হইয়াও কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান-ভঙ্গ-ভয়ে সংসদাগত সমস্ত ব্যক্তিকে যথাযোগ্য সম্ব-র্দ্ধনা সহকারে বিদায় করিয়া প্রধান অমাত্যের হস্তে মাধবের সমস্ত ভার অর্পণ পূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সে দিন ময়ূরাক্ষীতে রোমাবতী, রঞ্জন ও মাধবসংক্রান্ত ভিন্ন অন্য কথা আর কিছুই নাই। কি রাজ-ভবন কি নাগরিক-ভবন কি রথ্যা কি আপণ কি নদী-পুলিন যেখানে দুই চারি জনের সমাগম সেই খানেই ঐ কথার জল্পনা হইতে লাগিল। রাজমহিষী ও অপরাপর অন্তঃপুরিকাগণের শোকানল রোমাবতী-রঞ্জন রঞ্জনের সুহৃদের সমাগম শ্রবণে পুনর্ব্বার নবীভূত হইয়া উঠিল। তাঁহারা যে রোমাবতীকে মনে হইলে অপার আনন্দ অনুভব করিতেন, এক্ষণে সেই রোমাবতী তাঁহাদের হৃদয়-মধ্যে যত অধিক উদিত হয়েন, ততই তাঁহাদের যন্ত্রণানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

এ দিকে মাধব অমাত্যনির্দ্দিষ্ট আবাস ভবনে গমন করিয়া স্নানাহ্নিকাদি মধ্যাহ্ন-কৃত্য সমুদয় সমাপন করিলেন। বেলা অপরাহ্ন হইয়াছে এমত সময়ে এক জন প্রতীহারী আসিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক নিবেদন করিল, মহাশয়! মহারাজ বিশ্রাম-গৃহে উপবেশন পূর্ব্বক আপনাকে আহ্বান করিতেছেন। মাধব শুনিবা-মাত্র ব্যগ্র-চিত্ত হইয়া প্রতীহারীর সমভিব্যাহারে কৃপাণ-পাণি শত শত রক্ষি-পরিবৃত রাজ-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন ক্ষিতিপাল এক উত্তুঙ্গ পর্য্যঙ্কোপরি সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, পরিচারিকাগণ উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া চামরব্যজন করিতেছে। তিনি প্রবেশ করিয়া যথাযোগ্য আশী-র্ব্বাদ সহকারে রাজাকে সম্বর্দ্ধনা করত পরিচারিকা-দত্ত বেত্রাসনোপরি উপবিষ্ট হইলে পর মহীপাল তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস মাধব! তুমি বালক বটে কিন্তু তোমাকে বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ দেখিতেছি। রোষাবতীকে পাই আর নাই পাই, যখন সে মানসে রঞ্জনকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে তখন তিনি যে কেউন তিনিই আমার জামাতা, সুতরাং তৎসহচর তুমিও আমার পুত্র-তুল্য হইলে। অতএব তোমার নিকট

আমার মনের কথা ব্যক্ত করিবার বাধা কি? বরং আমি যে, রোমাবতীর মুখচন্দ্র আর অবলোকন করিতে পাইব কদাকালের নিমিত্ত সে আশা করি না। কারণ যদি আমাকে সেরূপ সুখী করিবার অভিলাষই বিধাতার থাকিত, তবে তিনি আমার এই অর্গল-শিথিল হস্ত হইতে সেই মণিটী কখনও হরণ করিয়া লইতেন না। যাহা হউক একণে আমার ইহাই যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইতেছে যে, কল্য প্রভাতে তুমি কতিপয় সামুদ্রিক সমভিব্যাহারে যে স্থানে আমার রঞ্জন তোমার মুখ প্রতীক্ষা করিয়া আছেন তথায় গমন কর এবং তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া এই স্থানে আনয়ন কর। যদি রোমাবতী কাহারও কর্তৃক অপহৃতা না হইয়া থাকে এবং যদি সে অধর্ম্মপথে পদার্পণ না করিয়া থাকে, ধর্ম্ম সাক্ষী! আমি অকপট-চিত্তে কহিতেছি যে, আমি রোমাবতী তাঁহাকেই প্রদান করিব। আর যদিই দুর্দ্দৈব-বশতঃ রোমাবতীকে আর নাইই পাইতে হয় তবে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অত্রত্য কোন সুশীলা সুরূপা ব্রাহ্মণতনয়াকে পুত্রিকা-রূপে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার সহিত রঞ্জনের পরিণয়ক্রিয়া সম্পাদন করত তাঁহাকে সেই জামাতাই রূপায় রাখিব এবং পরে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া তোমাকে

তাঁহার মস্তিষ্কে অধিকৃত দেখিয়া সংসারবাসনা বিসর্জ্জন করিব।

নরনাথ এইরূপ কহিয়া উচ্ছলিত অশ্রুপ্রবাহ বসনাঞ্চলে প্রোঞ্ছন করিতে আরম্ভ করিলে মাধব কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন মনুজেশ্বর! আপনার সরলতা উদারাশয়তা ও ধার্ম্মিকতা যেরূপ প্রথিত আছে পূর্ব্বোক্ত বচন বিন্যাস তদনুরূপই হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনি রোমাবতীর পুনঃ প্রাপ্তি বিষয়ে নিতান্ত হতাশ হইবেন না। তিনি অতি সাধ্বী, তাঁহাকে বল পূর্ব্বক অপহরণ করে কাহার সাধ্য? অনলের শিরোরত্ন গ্রহণে হস্ত প্রসারণ করিতে কাহার সাহস হয়? আপনার কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া তিনি যে অপথে পদার্পণ করিবেন ইহা কোন রূপেই সম্ভাবিত নহে; নন্দনবনে কি কখনও বিষলতা জন্মিতে পারে? আমার ইহা নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে আপনারা তাঁহাকে ইন্দ্রজাল-দৃষ্ট অলীক পুরুষে অনুরক্তা ভাবিয়া পুরুষান্তরে অর্পণ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, তাহা হইলে তাঁহার পাতিব্রত্য ভঙ্গ হইত, তিনি সেই ভয়ে কোন বিজন প্রদেশে গমন করত স্বকীয় অভিষ্টসিদ্ধির অভিলাষে তপশ্চর্য্যা আরম্ভ করিয়াছেন। যাহা হউক মহারাজ! আপনি যেরূপ

আজ্ঞা করিতেছেন তাহাই করা কর্ত্তব্য। কতিপয় আনুযাত্রিক আমার সহিত গমন করুক, আমি প্রথমতঃ গিয়া প্রিয় সুহৃদ্‌কে সমভিব্যাহারী করিয়া লই। পরে তিনি, এই সকল আনুযাত্রিক এবং আমি একত্র মিলিত হইয়া অবশ্যই রোমাবতীকে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিব, এবং আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া যাইতেছি যে, কিয়দ্দিনের মধ্যেই আপনার দুহিতা ও জামাতা উভয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া এই নগরে আগমন করিব। যদি আমি নিতান্তই এই প্রতিজ্ঞাপালনে কৃতকার্য্য হইতে না পারি, তবে স্বয়ং সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া অরণ্যে প্রস্থান করিব।

মনুজনাথ মাধবের এই সকল প্রস্তাবে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং পরদিন প্রভাতে এক দল সেনা সমভিব্যাহারে দিয়া তাঁহাকে রঞ্জনের উদ্দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

রোমাবতী।

চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

এ দিকে মাধব যে স্থানে রঞ্জনকে অবস্থাপিত করিয়া তাঁহার হৃদয়াপহারিকার উদ্দেশে গমন করিয়াছিলেন, রঞ্জন তিনদিন কাল অতিকৃচ্ছ্রে তথায় অবস্থান করিলেন। ঐ দিনত্রয়ের এক এক মুহূর্ত্ত তাঁহার এক এক যুগবৎ দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যখন তিনি প্রিয়ানুধ্যানে-মগ্ন-চিত্ত হইয়া ভোজনাদি নিত্য-কার্য্যে পরাঙ্মুখ হইতেন এবং তৎসমাগম-লাভে নিতান্ত হতাশ হইয়া যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণাভোগ করিতেন তখন তাঁহার প্রিয়-সুহৃৎ সমীপে উপস্থিত হইয়া নানারূপ প্রবোধবচনে তাঁহাকে স্থির-চিত্ত করত ভোজনাদি করাইতেন। এখন আর সে সম-দুঃখ-সুখ সুহৃৎ নিকটে নাই। কে তাঁহার ক্ষুধা বুঝিয়া অন্নদান করে? কেবা তাঁহার যন্ত্রণানলে প্রবোধামৃত বর্ষণ করে? ভৃত্যশ্রেণীয় সামান্য জনের

দ্বারা কি সে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে? যাহা হউক এক্ষণে তাঁহার সুহৃদ্বিরহও প্রিয়া-বিয়োগের ন্যায় সাতিশয় কষ্টকর হইয়া উঠিল; তাঁহার শরীর দিন দিন নিতান্ত ক্ষীণ হইতে লাগিল। পরিশেষে তিনি এই যন্ত্রণাগ্নি কোন রূপে সহ্য করিতে না পারিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে অতি প্রত্যূষে তরণি হইতে অবতরণপূর্ব্বক যে দিকে তাঁহার প্রিয়তমা বাস করিতেছেন এবং যে দিকে তাঁহার প্রিয়তম পরম সুহৃৎ গমন করিয়াছেন একাকী সেই দিকের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

এই পথে তিনি কখনও পদব্রজে গমন করেন নাই; এই স্থান হইতে ময়ূরাক্ষী কত দূর তাহাও জানিতেন না। পথি-মধ্যে নদী, পর্ব্বত, গ্রাম, নগর, প্রান্তর বা অরণ্য কি কি ব্যবধান আছে তাহা কখনও শ্রবণগোচর করেন নাই। তথাপি কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া কৌবেরী দিক্ লক্ষ্য করিয়া অনবরত গমন করিতে লাগিলেন। পথ চলা তাদৃশ অভ্যাস ছিল না, তথাপি ভৃত্যদিগের কর্ত্তৃক পাছে ধৃত হয়েন এই ভয়ে কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। পশ্চাদ্ভাগে কোন শব্দ হইলেই অমনি সভয়ে বিবৃত্ত-মুখ হইয়া দর্শন করেন। কণ্টক উপল-কীলক প্রভৃতি চরণে বিদ্ধ হইয়া

শোণিতাক্ত হইলেও তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদ-নির্ঝরিণী সকল এক এক লম্ফে পার হইয়া যান। সব্যে বা অপসব্যে গ্রাম নগর বা লোকালয় আছে কি না তাহাতে দৃষ্টিপাত করেন না। পথ অপথ উভয়েই সমজ্ঞান। কোন স্থানে স্খলিত-পদ হইয়া পতিত হইলে উত্থান-প্রযত্নেও কিয়দ্দূর অগ্রবর্ত্তী হয়েন; কিছু-তেই তাঁহার গমনের প্রতিরোধ হয় না!

এই রূপে বাত্যার ন্যায় অনবরত বেগে গমন করিয়া বেলা সার্দ্ধৈকপ্রহর সময়ে এক স্থানে একবার গতিরোধ করত দণ্ডায়মান হইলেন এবং সর্ব্বতঃ দত্ত-দৃষ্টি হইয়া দেখিলেন যে, অগ্র পশ্চাৎ বাম দক্ষিণ চারি দিকেই নিবিড় অরণ্য; মনুষ্যের গমনাগমনের চিহ্ন মাত্রও কোথাও নাই, কেবল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহীরুহগণ শ্যাম-বর্ণ পল্লবাবলী দ্বারা সূর্য্যাতপ নিবারণ করত সমুদয় স্থান অন্ধকারাবৃত করিয়া রহিয়াছে। কোন স্থানে ময়ূর ময়ূরীগণ কেলি করিতেছে, কোন স্থানে শাবক-সমেত হরিণযূথ ছাগযূথ ও মেষযূথ বিচরণ করিতেছে, কোন স্থানে গিরি-নদী সকল পুরোবর্ত্তী পাষাণে প্রতিহত হইয়া কলকল ধ্বনিতে প্রবাহিত হইতেছে এবং উহাদের তীরবর্ত্তী বানীর-বনে নানাবিধ বিহঙ্গমগণ কলরব করি-

ভেছে। বনের ভূমিসকল কোথাও সমতল, কোথাও নিম্ন কোথাও বা ক্ষুদ্র গণ্ডশৈলের ন্যায় উন্নত হইয়া রহিয়াছে। কোন দিকে বিকসিত সপ্তপর্ণ কুসুমের সৌরভে, কোন স্থানে উন্মীলিত স্বর্ণচম্পকের সুগন্ধে কোথাও বা ইভ-দলিত সর্জ্জতরুর নির্যাসের আমোদে সমুদয় বিপিন আমোদিত হইয়াছে। রম্য বস্তু সংযোগীরই ভাল লাগে, বিয়োগীর পক্ষে উহা বিষবৎ বোধ হয়। রঞ্জন এই রমণীয় প্রদেশ সকল অবলোকন করিতে অসমর্থ হইয়া উন্মত্তের ন্যায় সেই জন-সমাগম-শূন্য গহনে পুনর্ব্বার অবগাহন করিলেন। এবং কোন স্থানে উপবেশন না করিয়া লোকালয় প্রাপ্তির আশয়ে ক্রমিক চলিতে লাগিলেন। ক্রমে বেলা দ্বিপ্রহর হইল। বন আর ফুরায় না। তাঁহার হস্ত পদাদি ক্রমশঃ ভার বোধ হইতে লাগিল এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ক্রমে ক্রমে উদ্রেকোন্মুখ হইল। তিনি এই বৃক্ষাবলীটী ছাড়াইলেই লোকালয় পাইব, ঐ পাদপমণ্ডলীটী পার হইলেই বনপ্রান্তে উপস্থিত হইব এই রূপ আশা করিয়া যে, কত পথই গমন করিলেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। পরিশেষে তিনি লোকালয়ের পরিসরে এক ভয়ঙ্কর প্রান্তরভূমিতে উপনীত

হইলেন। ঐ প্রান্তর, বনের ঠিক্ মধ্যস্থলে অবস্থিত। উহার মধ্যে মধ্যে এক একটী বৃক্ষ বা কতকগুলি গুল্ম এবং কোন কোন স্থানে এক একটী ক্ষুদ্র জলাশয়ও দৃশ্যমান হয়। তদ্ভিন্ন অপর চতুর্দ্দিকই কেবল ধু ধু করিতেছে। ঐ সময়ে একে নিদাঘ কাল, তাহাতে আবার তখন দিনমণি গগনমণ্ডলের ঠিক্ মধ্য-ভাগে উত্তীর্ণ হইয়া খরধার শরের ন্যায় করজাল নিক্ষেপ করিতেছিলেন। রঞ্জন পূর্ব্বে যেরূপ রমণীয় বনভূমি অবলোকন করিয়াছিলেন উহা সেরূপ নহে। তিনি ঐ প্রান্তরের কিয়দ্দূর গমন করত দণ্ডায়মান হইয়া বনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, কোন স্থান নীলবর্ণ তরুমণ্ডলীতে সুশোভিত হইয়া মনোরম স্নিগ্ধভাব ধারণ করিয়াছে, কিন্তু কোনভাগের পরিসর এরূপ রুক্ষ যে, দেখিলে ভয় হয়। এক দিক্ পতত্রি-গণেরও কূজিত-শূন্য হওয়াতে একান্ত স্তিমিত, ও অপর দিক্ প্রোৎকট মত্ত সমূহের গভীরগর্জ্জনে নিনাদিত। এক ভাগে নীলকান্তি ঘনাবলী আসিয়া উচ্চতর তরুশিখর অবলম্বন করিয়াছে এবং অপর ভাগে সজীব বনস্পতি সকলও দাবানলে দগ্ধ হইতেছে। তথাকার স্থানে স্থানে ভয়ঙ্কর অজগর সকল বৃক্ষমূল বেষ্টন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে এবং তাহাদের

শ্বাসপবনের সহিত প্রদীপ্ত বহ্নিশিখা বিনির্গত হই-তেছে। কি ভয়ঙ্কর সময়! তখন সমুদয় জীব জন্তু এরূপ তৃষাতুর যে, ঐ সকল ভুজঙ্গমের গাত্র হইতে যে স্বেদজল নির্গত হইতেছিল, কৃকলাসেরা যূথে যূথে আসিয়া নির্ভয়ে উহা পান করিতে লাগিল।

এক্ষণে রঞ্জন আর নির্ভয়-চিত্তে থাকিতে পারিলেন না। চারি দিক্ বিপদাকীর্ণ দেখিয়া তখন তাঁহার হৃদয়-মধ্যে সাতিশয় ভয় উপস্থিত হইল। তখন তিনি বন্ধু-বাক্য অবহেলন করিয়া আসিয়াছি বলিয়া মনে মনে যৎপরোনাস্তি অনুতাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন আর অনুতাপ করিলে কি হয়! তখন ঐ প্রান্তর পার না হইলে আর উপায় নাই এই ভাবিয়া পুনর্ব্বার পদচালনা করিলেন। দীপ্ততর প্রভাকরের কিরণোত্তপ্ত সিকতা রাশির তাপে চরণ যেন অগ্নিতে দগ্ধ হইতে লাগিল। উত্তপ্ত পবন আসিয়া সর্ব্বশরীর যেন ভাজিতে আরম্ভ করিল, ক্ষুধায় হস্তপদাদি অবশ হইল, পিপাসায় কণ্ঠ এক বারে কাষ্ঠবৎ শুষ্ক হইয়া গেল। তখন ভাবিলেন অদ্য এই মরুভূমিতে প্রাণত্যাগ করিয়া প্রণয়-ব্রতের দক্ষিণান্ত করিব। কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করা সহজ কর্ম্ম নহে। সুতরাং এক এক পা করিয়া

অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপ অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া ঐ প্রান্তরের মধ্যবর্ত্তী এক ন্যগ্রোধ বৃক্ষের তল-ভাগে উত্তীর্ণ হইলেন।

ঐ বটচ্ছায়ায় প্রবিষ্ট হইয়া উপবেশন করিবামাত্র আপাততঃ তাঁহার সর্ব্বশরীর শীতল বোধ হইল। কিন্তু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় উত্তপ্ত বায়ুরাশি চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া গাত্রস্পর্শ করাতে সে শীতলতা অধিক কাল রহিল না। তখন অন্যান্য ক্লেশ অনেক অপগত হইয়া পিপাসাযন্ত্রণাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। উহার প্রভাবে হৃদয় অবধি তালু পর্য্যন্ত সমুদয় শুখাইয়া গেল। বোধ হইতে লাগিল যে, আর ক্ষণমাত্র জল না পাইলে প্রাণবিয়োগ হয়, কিন্তু সে যে স্থান, তথায় সমস্ত দিন ভ্রমণ করিলেও বিন্দুমাত্র জল পাইবার সম্ভাবনা নাই। নিকটবর্ত্তী যে সকল নিম্নভূমিতে জল পাইবার আশয়ে অন্বেষণ করিতে গেলেন তাহা শুষ্কোদক হইয়া রবিকরে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তিনি বিহ্বলের ন্যায় ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ঐ ন্যগ্রোধ তরুরই অতি সমীপে একটী গুল্মাবৃত স্থান দর্শন করিলেন। তাঁহার শুনা ছিল যে, প্রান্তরমধ্যে কূপসকল ঐরূপ গুল্মাচ্ছাদিতই থাকে। সুতরাং তিনি

ঐ স্থানকে কূপ বোধ করিয়া লোলুপ-লোচনে ও সত্বর-পদে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং উঁহার একটী মাত্র গুল্ম অপসারিত করিয়া যেমন দেখিলেন অমনি এক শয়ান প্রকাণ্ড শার্দ্দূলের জ্বলন্ত অঙ্গার-সদৃশ লোচনোপরি লোচন-পাত করিলেন। ব্যাঘ্র তাঁহাকে দেখিবামাত্র পদচতুষ্টয়ের উপর ভর দিয়া উপবেশনপূর্ব্বক লাঙ্গুল সঞ্চালন করিতে লাগিল; তাহার গাত্রলোম ও কর্ণদ্বয় উন্নত হইয়া উঠিল, এবং রক্তবর্ণ মুখবিবর হইতে লালা নিঃসৃত হইতে লাগিল। এই ব্যাপার দর্শনমাত্র রঞ্জনের আত্মাপুরুষ একেবারে শুষ্ক হইয়া গেল, এবং হৃদয় ছিন্ন-কণ্ঠ কপোতের ন্যায় ধড়্ ফড়্ করিতে লাগিল। তখন তিনি ইতি-কর্ত্তব্যতা-বিমূঢ় হইয়া ব্যাঘ্র-নয়ন হইতে নয়ন অপসারিত করিতে না পারিয়াই প্রতীপ-পাদে পশ্চাদ্ভাগে গমন করিতে লাগিলেন কিন্তু ক্ষণমাত্র পরে যেমন নয়ন নামিত করিয়া ঐ বট-বিটপীর মূলভাগে যাইবেন অমনি শার্দ্দূল গভীর গর্জনসহকারে লম্ফপ্রদান করিয়া তাঁহার উপরে আক্রমণ করিল; কিন্তু নিম্ন-মুখ একটা বিটপে প্রতিহত হওয়াতে সে আক্রমণ কোন কার্য্যকারী হইল না। প্রাণসংশয় বিপদে চতুর্গুণ বলাধান হয়। রঞ্জন যে, তাদৃশ ক্ষীণবল হইয়া গতি-শক্তি-রহিত-প্রায়

হইয়াছিলেন তথাপি ব্যাঘ্রকে এক বার অকৃতকার্য্য হইতে দেখিয়া সেই অবসরে উক্ত বৃক্ষের এক স্থূল-তর শিকাসংঘাত অবলম্বন করত নিমেষমধ্যে উহার উপরিভাগে আরোহণ করিলেন। শার্দ্দূল এই রূপে ভ্রষ্ট-লক্ষ্য হইয়া উক্ত বৃক্ষের মূলদেশে আগমন করত মহাক্রোধ সহকারে এরূপ গর্জ্জন করিতে লাগিল যে, তৎশ্রবণে প্রাণিমাত্রেরই শরীর অবশ হইয়া পড়ে। সে অগ্রবর্ত্তী পদদ্বয় দ্বারা এক এক বার ভূমি কর্ষণ করিতে লাগিল, এক এক বার বৃক্ষের স্কন্ধদেশ ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিল এবং এক এক বার তাঁহাকে ধরিবার আশয়ে উল্লম্ফন প্রদান আরম্ভ করিল। তাহার শরীরস্থ কণ্টকিত প্রতি লোম হইতে যেন বহ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। সে বারম্বার বৃক্ষের মূলদেশ বেষ্টন করিয়া ক্লান্তি বোধ হওয়াতে রক্তবর্ণ রসনা বহির্গত করত এক স্থানে উপবিষ্ট হইয়া ব্যাদত্ত-মুখে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। অনন্তর দীর্ঘ দীর্ঘ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অতিদূরে গমন করিয়া এক ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিল। রঞ্জন সেই দূরগত শব্দশ্রবণে, ব্যাঘ্র তাঁহাকে না পাইয়া পরিত্যাগ করিয়া গেল জানিয়া যেমন অবতরণ করিতেছিলেন অমনি সে নক্ষত্র-

বেগে পুনর্ব্বার দৌড়িয়া আসিয়া পূর্ব্ববৎ বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। তিনি পুনর্ব্বার উচ্চতর শাখায় উঠিয়া বসিলেন। এই রূপে সে বারম্বার অতি দূরে গমন, তথায় শব্দকরণ এবং পুনর্ব্বার দ্রুতবেগে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিবার কতই চেষ্টা করিল। কিন্তু তিনি একবার শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আর কিছুতেই প্রতারিত হইলেন না।

ক্রমে দিবাবসান হইল। চতুর্দ্দিকের বনমণ্ডলীস্থ পতত্রি-গণ কোলাহল করিয়া উঠিল। রজনী উপস্থিত। ক্রমে অন্ধকার সূচি-ভেদ্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া চতুর্দ্দিক্ আবৃত করিল। ভীষণাকার ভৈরব-রব ক্রূর-চেষ্টিত সহস্র সহস্র শ্বাপদ সকল চারিদিকে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। এই সর্ব্বভূত-ভয়ঙ্কর সময়ে রঞ্জন সেই গহন-বেষ্টিত প্রান্তরের মধ্যবর্ত্তিনী-ন্যগ্রোধ-শাখায় একাকী আরূঢ়। সমস্ত দিন বেগে দৌড়িয়াছিলেন, কণামাত্র ভোজন বা বিন্দুমাত্র জল পান করিতে পান নাই। তিনি এইরূপ বিষম বিপদে পড়িয়া মনে করিলেন যে, যৌবন কি বিষম কাল! ইহার অধিকারে পতিত হইলে ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ন্যায়ান্যায় চিন্তা-

থিত কিছুই বোধ থাকে না। "আমি যতদিন প্রত্যাগমন না করি ততদিন এই স্থানে থাকিবে" বন্ধু আমাকে এইরূপ প্রতিশ্রুত করাইয়া গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি মত্তের ন্যায় হইয়া আগমনকালে তাঁহার সেই বাক্য একবার মনেও করি নাই। হা সখে! পাপ করিলেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। তোমার ন্যায় অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু জগতে আর আমার কেহ নাই, আমি যখন তোমার বাক্য অবহেলন করিয়াছি তখন আমার আর কি পাপ করিতে বাকী আছে? একণে প্রাণত্যাগরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সেই পাপ হইতে মুক্ত হই। হায়! যে সময়ে আমার জীবন-নাশ অন্যের প্রার্থনীয় হইয়াছিল, যদি তখন মরিতাম তাহা হইলে আমার মরণও এক জনের তুষ্টিকর হইত, কিন্তু একণে সেই জীবন নিরর্থক অপগত হইল! হা তাত! সর্ব্বদা তোমার হৃদয় রঞ্জন করিতাম বলিয়া তুমি আমার নাম রঞ্জন রাখিয়াছিলে অদ্য তোমার সেই রঞ্জন এই ঘোরা বিভাবরীতে প্রান্তরে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করে একবার, আসিয়া দেখিয়া যাও। আমার উদর পূর্ণ থাকিলেও তুমি নানাবিধ সুখাদ্য আনিয়া সর্ব্বদাই আমাকে ভোজন করাইবার চেষ্টা করিতে কিন্তু অদ্য সারাদিন খাই নাই, পিপাসায়

বুক ফাটিয়া যায় কিন্তু এমত কেহ নাই যে বিন্দু-মাত্র জলদিয়া জীবনরক্ষা করে। যে আমার মুখ ঈষৎ মলিন দেখিলে তোমার বুক বিদীর্ণ হইত, আজি সেই আমি ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল-মুখে পতিত হইয়া হাহাকার করিতেছি তুমি ইহার কিছুই জানিতেছনা! যে আমি ক্ষণকাল তোমার নেত্রের অন্তরাল হইলে বিহ্বল হইয়া বেড়াইতে, অদ্য সেই আমি জন্মের মত বিদায় হইতেছি সংবাদও জাননা! মাতঃ! এপর্য্যন্ত তুমি জীবিতা থাকিলে আজি তোমার কি দুর্দ্দশাই ঘটিত! হা প্রিয়ে! আমি তোমার নাম ধাম কিছুই জানিনা; কেবল সেই অনুরাগসূচিকা মোহিনী মূর্ত্তি নিরন্তর অনুধ্যান করি। আমি যে, এই বিপদে পড়িয়াছি তুমিই কি ইহার নিদান নহ? তুমি কি আমাকে এরূপ বিপদে পাতিত করিয়া সুখিনী আছ? হায়! যদি মরণকালে একবার দেখা হইত অথবা তোমারই জন্য আমি এই জন-শূন্য প্রান্তরে পড়িয়া শার্দ্দূল-বদনে জীবন বিসর্জ্জন করিতেছি যদি ইহা একবার জানিতেও পারিতে, তাহা হইলেও আমি আ-ত্মাকে চরিতার্থ মনে করিতাম। যাহাহউক, এখন ত আমি এ জন্মের মত বিদায় হইলাম যেন জন্মান্তরেও তোমার সেই বিকচ রাজীব-সদৃশ মুখমণ্ডল অন্ততঃ একবারও

নিরীক্ষণ করিতে পাই! হা জগদীশ্বর! তোমার মনে কি এই ছিল?

রঞ্জন সেই বৃক্ষশাখায় উপবেশন করিয়া এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতেই বিভাবরী অবসন্না হইল। তারাগণ তাঁহার দুঃখদর্শনে অসমর্থ হইয়াই যেন একে একে অন্তর্দ্ধান করিতে লাগিল, পাদপগণ তদ্দুঃখে ব্যথিত-হৃদয় হইয়াই যেন বিহগ-কোলাহলরূপ আর্ত্তরব সহকারে পত্র-লগ্ন-তুষার-বর্ষণ-চ্ছলে রোদন করিতে লাগিল, কমলিনী-নায়ক ব্রহ্মবধোদ্যত শার্দ্দুলের দণ্ড বিধানার্থই যেন গগনমণ্ডলে উদিত হইয়া ক্রোধে লোহিত বর্ণ ধারণ করিলেন। ক্রমে দুই তিন দণ্ড বেলা হইল। ব্যাঘ্র সমস্ত রজনীই সেই তরুতলে গমনাগমন করিয়াছিল কিন্তু এবারে অতি প্রত্যুষে গমন করিয়া এপর্য্যন্ত আর ফিরিয়া আসিল না, ইহা দেখিয়া রঞ্জন কম্পান্বিত কলেবরে তরু হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং ব্যাঘ্র যে দিকে গমন করিয়াছিল তাহার বিপরীত দিক্ লক্ষ্য করিয়া অবিশ্রান্ত দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বদিন সেইরূপ ক্লেশ, সেইরূপ ভয় ও সেইরূপ অনশন গিয়াছে তথাপি প্রাণের ভয় এমনি যে, তিনি তাহাতেও অবশাঙ্গ না হইয়া কয়েক দণ্ডমধ্যেই সেই প্রান্তরের

অপর প্রান্তে উপস্থিত হইলেন এবং উপস্থিত হইয়া এক-বার পশ্চাদ্ভাগে অনেকদূর পর্যন্ত দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক শার্দ্দূলের কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর কিঞ্চিৎ বীত-ভয় হইয়া কিয়দ্দূর গমন করত দ্রবীভূত রজত-বর্ণ তোয়প্রবাহে প্রবহমাণ একটী ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী অবলোকন করিলেন। অনন্তর তাহাতে অবগাহন করিয়া সন্নিহিত নানাবিধ তরু হইতে সুস্বাদু অনেক প্রকার ফল আনয়ন পূর্ব্বক ভোজন ও সেই নদীর জল পান করিলেন। ক্রমে শরীর স্নিগ্ধ বোধ হইল। সে দিন আর অধিক দূর যাইতে পারিলেন না। রজনী উপ-স্থিত হইলে তত্রত্য কোন বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া উষ্ণীষ বস্ত্রে পৃষ্ঠের অবলম্বন-শাখায় শরীর বন্ধন-পূর্ব্বক কথঞ্চিৎ নিদ্রানুভব করিলেন।

পূর্ব্ব দিনের ক্লেশ ভয় ও চিত্তের বৈক্লব্য প্রযুক্ত রঞ্জন কোন্ দিকে গমন করিলে ময়ূরাক্ষী প্রাপ্ত হইবেন তদ্বিষয়ে ভ্রান্ত হইয়া ছিলেন সুতরাং এক দিন এ দিক্ এক দিন ও দিক্ এইরূপ করিয়া বনচরের ন্যায় বন্য ফল মূল ভোজন ও নগনদীজলপান পূর্ব্বক অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই রূপে প্রায় এক মাস অতীত হইল। একদা প্রভাত সময়ে

তিনি বৃক্ষোপরি শরীর রক্ষা পূর্ব্বক নিদ্রা যাইতেছেন এমত সময়ে সহসা জাগরিত হইয়া দেখেন যে, সেই বৃক্ষের মূল অবধি অগ্র পর্য্যন্ত সমুদয় কাঁপিতেছে, পরিণত পত্র ও পক্ক ফল সকল ঝর্ঝর শব্দে পড়িতেছে এবং তাঁহার আপাদ মস্তক সর্ব্ব শরীর দোলায়মান হই-তেছে। বায়ুর লেশমাত্র নাই তথাপি এরূপ ব্যাপার ঘটিতেছে কেন? এই অনুসন্ধানের জন্য তিনি ইতস্ততঃ দত্ত-দৃষ্টি হইয়া নিম্ন ভাগে দেখিলেন এক প্রকাণ্ড অজগর সেই তরুর মূল অবধি বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত উঠিতেছে। আর হস্তচতুষ্টয় মাত্র উঠিতে পারিলেই তাঁহাকে কবলিত করে। এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া তাঁহার জীবনাশা একবারে নিরস্ত হইল কিন্তু তৎকালোৎপন্ন সুমতিপ্রভাবে উত্ত-রীয় বস্ত্র গাত্র হইতে উন্মোচন পূর্ব্বক কুণ্ডলীকৃত করিয়া ভুজঙ্গমের ব্যাদত্ত আনন মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। ভুজগরাজ তাদৃশ ক্ষুদ্র কুণ্ডল অনায়াসেই গ্রাস করিতে পারিত কিন্তু উহার দশা সকল তাহার বিকটাকার দশন-মধ্যে সংলগ্ন হওয়াতে উহা উদ্গিরণ বা নিগীলন করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইতে লাগিল। রঞ্জন সেই সময়ের মধ্যেই দূরবর্ত্তী শাখান্তর অবলম্বন করিয়া লম্ফে লম্ফে

তরু হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং অবতীর্ণ হইয়াই ক্রত-বেগে এক দিকে দৌড়িয়া চলিলেন। আততায়ীরা তুরঙ্গ লক্ষ্যের কিছুই করিতে পারে না সুতরাং সে কিয়ৎক্ষণ গর্জ্জনমাত্র করিয়াই নিবৃত্ত হইল।

এ দিকে রঞ্জন কিয়দ্দূর গমন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন আমি কি নিমিত্ত ভুজগ-মুখ হইতে পলায়ন করিয়া আসিলাম? আমার আর জীবনের প্রয়োজন কি? কি সুখে আর প্রাণ ধারণ করিতে অভিলাষ হয়? প্রায় এক মাস অতীত হইল আমি বন্য জন্তুর ন্যায় বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। ক্ষুধা হইলে কটু তিক্ত ফল মূল ভোজন করি ও নিদ্রো-কর্ষণ হইলে বৃক্ষে উঠিয়া নিদ্রা যাই। পরম প্রেমাস্পদ প্রণয়ি-জনের সাক্ষাৎকার লাভ দূরে থাকুক মানব মাত্রের সহিত সমাগম নাই। বোধ হয় শরীর এরূপ একাকার ও ভ্রষ্ট-শ্রী হইয়াছে যে, পরিচিত লোকেরাও এখন দেখিলে সহসা চিনিতে পারেন না। পুনর্ব্বার জননী-স্বরূপা জন্মভূমির মুখাবলোকন করিব, পুনর্ব্বার স্নেহ-ময় জনক মহাশয়ের চরণ বন্দনা করিব, পুনর্ব্বার সেই সুহৃদের কণ্ঠধারণ করিয়া স্নেহালাপ করিব, পুনর্ব্বার সেই মনোরথ-প্রিয়ার তামরস-তুল্য বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ

করিব, স্বপ্নেও আর এরূপ আশা করিতে পারি না। এখন যে কয়েক দিন জীবিত থাকিব কেবল অসহ্য যন্ত্রণানল ভোগ করিতে হইবে। এক্ষণে শীঘ্র মৃত্যুই আমার পরম প্রার্থনীয়। অতএব আর অন্য চিন্তার প্রয়োজন নাই; এক দিক্ লক্ষ্য করিয়া অনবরত গমন করিতে থাকি; পথিমধ্যে নদ নদী বা সাগর উপস্থিত হয় তাহাতে নিমগ্ন হইব, শৈলাবলী দেখিতে পাই তাহাতে আরোহণ করিয়া অধঃপতিত হইব, ব্যাঘ্র ভল্লূকাদি হিংস্র জন্তু সম্মুখে সমাগত হয় তাহাদের মুখবিবরে প্রবেশ করিব।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই তিনি এক দিক্ লক্ষ্য করিয়া অবিশ্রামে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর যাইলেই সম্মুখ ভাগে এক নীলবর্ণ নবীন মেঘাবলী অবলোকন করিলেন। ভাবিলেন গমনের নিবৃত্তি করা হইবে না; হয়ত এতন্নিঃসৃত বৃষ্টি বা করকাঘাতে অদ্যই যন্ত্রণাশেষ হইবে। আরও কতকদূর গমন করিলে পর সেই মেঘমালামধ্যে দুই একটী শৃঙ্গ ও ক্রমে ক্রমে দুই একটী বৃক্ষ দৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন স্থির করিলেন উহা ঘনাবলী না হইয়া শৈলশ্রেণী হইবে। অনন্তর বেলা নিঃশেষ হইয়াছে এমত সময়ে সেই শৈল-

সমীপে উত্তীর্ণ হইয়া আরোহণ করিবার পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। একে বন তাহাতে শৈলাবৃত, সুতরাং দিনমণির অস্তগমনসময়কালেই এরূপ প্রগাঢ় অন্ধকার আবির্ভূত হইল, যে, কোনরূপ বস্তুও দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব তিনি বিবিধ চেষ্টা করিয়াও শৈলারোহণের পথ স্থির করিতে পারিলেন না।

ক্রমে রাত্রির আরণ্য জন্তু সকল স্ব স্ব স্থান হইতে বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে শব্দ করিতে লাগিল। জীবিত-তৃষ্ণা কি সহজে বর্জ্জন করিতে পারা যায়? রত্নার্জ্জনের নিমিত্ত যে, তাদৃশ কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন তথাপি অরণ্যের তাৎকালীন ভাব অবলোকন করিয়া তাঁহার মনোমধ্যে সাতিশয় শঙ্কা উপস্থিত হইল। সুতরাং নিকটবর্ত্তী এক বৃক্ষোপরি আরোহণ পূর্ব্বক যামিনী-যাপনের মানস করিলেন। কিন্তু ঐ বৃক্ষের কতক দূর আরোহণ করিয়াই সম্মুখস্থ শৈলের নাতিউচ্চ সানুপ্রদেশে একটী আলোক দর্শন করিলেন। অত্যন্ত দুঃখের পর সুখপ্রাপ্তির স্থলে পণ্ডিতেরা অন্ধকারে দীপদর্শনের উপমা দিয়া থাকেন, সুতরাং এই অন্ধতমসাবৃত নিবিড় অরণ্যমধ্যে তাদৃশ দীপালোকদর্শনে রত্নদের আহ্লাদের সহিত আর কি দিয়া উপমা দেওয়া যাইবে? তিনি

জীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহাদিগকে দেখিয়া আমার মনঃ এত ব্যাকুল হইতেছে কেন? দেখিতেছি ইঁহাদের উভয়েরেই নবীন বয়স, উভয়েরই সর্ব্ব শরীর স্থূল বল্কল দ্বারা আবৃত। এই হাম্বা কি তপস্বীরই সন্তান? না কোন অনির্ব্বচনীয় কারণ বশতঃ সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া অপ্রাপ্তবয়স্ক-দশাতেই এইরূপ তাপসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন? যাহা হউক জিজ্ঞাসা করিয়া ইঁহাদের সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে হইবে।

তিনি মুখাসীন হইয়া মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতেছেন এমত সময়ে প্রথম তাপসকুমার তাঁহার প্রতি বহু ক্ষণ দৃষ্টিপাত করিয়া প্রত্যভিজ্ঞাতের ন্যায় বোধ করত হৃদয়মধ্যে কি যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় ঋষিযুবক সহচরের প্রতিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক মধুর বচনে সম্বোধিয়া কহিলেন “মহাশয়! অতিথির নাম ধাম জিজ্ঞাসা করা রীতি নাই। কিন্তু এ যেরূপ স্থান, এখানে কাহাকেও এরূপ অবস্থায় উপস্থিত হইতে দেখিলে অবশ্যই তাঁহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিবার জন্য মনোমধ্যে অনিবার্য্য কৌতূহল জন্মে। আকার দেখিয়া আপনাকে যেমন কোন প্রধান বংশোদ্ভব মহাপুরুষ বোধ হইতেছে, সেই

রূপ অচিরাৎ যে, কোন বিপৎসাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন তাহাও গোপিত থাকিতেছে না। আপনি কোন্ দেশে, এবং কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন্ নাম অলঙ্কৃত করিয়াছেন? কি নিমিত্ত বিদেশ-পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? কোন্ কোন্ স্থানে গমন করিয়াছিলেন? কি প্রসঙ্গেই বা এই দীর্ঘারণ্যে প্রবেশ করিয়া অদ্য এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন? যদি বলিবার কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক না থাকে তবে এই কয়েকটী কথার যথাযথ উত্তর প্রদান করিলে আমরা পরম অনুগৃহীত হই।" রঞ্জন এই কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন আমি যেমন ইহাঁদের বৃত্তান্ত জানিবার জন্য কৌতুকী হইয়াছি, আমার বৃত্তান্ত জানিতেও ইহাঁদের সেইরূপ কৌতূহল দেখিতেছি। যাহা হউক এক্ষণে আত্মবিবরণ বর্ণন না করিয়া আর উহাদের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায় না। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি স্ববৃত্তান্ত বর্ণন করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমত সময়ে প্রথম তাপসকুমার সহচরকে সম্বোধন করিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে কহিলেন সখে! উহাঁর বৃত্তান্ত জানিবার জন্য আমাদের যৎপরোনাস্তি কৌতূহল হইয়াছে যথার্থ বটে, কিন্তু অদ্য উহাঁকে অতিশয় ক্লান্ত দেখিতেছি অতএব কেবল আমাদিগের কৌতু-

জল পূরণের জন্য আর উঁহাকে কষ্ট দেওয়া উচিত হইতেছে না। অতএব আমার মতে অদ্য উনি বিশ্রাম করুন, কল্য প্রভাতে সকল কথা শ্রবণ করা যাইবে। তাঁহার যুক্তিযুক্ত এই বচন শ্রবণ করিয়া সকলেই সম্মত হইলেন এবং সকলেই এক এক শিলাতলে শয়ন করিয়া নিশাবসান করিলেন।

রোমাবতী।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস।

রজনী প্রভাত হইলে সকলে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক এক এক শিলাতলে উপবেশন করিলে রঞ্জন তাপসদ্বয়কে স্ববৃত্ত শ্রবণে সমুৎসুক দেখিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কহিলেন ঋষি-কুমার: আমি নিতান্ত হতভাগ্য, আমার জীবনবৃত্তান্ত কেবল ক্লেশময়, উহা শুনিয়া কিঞ্চিন্মাত্র সুখ নাই, তথাপি আপনাদের আজ্ঞা অবহেলন করিতে পারি না এই নিমিত্তই সংক্ষেপে বলিতে আরম্ভ করিলাম শ্রবণ করুন।

ভাগীরথীর তীরভাগে চম্পা নামে এক রমণীয় নগরী আছে। বীরশেখর নামক মহাপ্রভাব মহীপাল তথায় আধিপত্য করেন। মহাকুলপ্রসূত অশেষবিদ্যাবিশারদ আমার পিতা বিশ্বদেব তাঁহার প্রধান অমাত্য। রাজা

অমাত্যের প্রতি এরূপ বিশ্বস্তচিত্ত যে, সন্ধিবিগ্রহাদি সমুদায় রাজকার্য্যের ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিয়া স্বয়ং বিষয়বাসনা চরিতার্থ করিয়া থাকেন। পিতাও এরূপ বুদ্ধিমত্তা ও এরূপ সদ্বিবেচনা দ্বারা সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করেন যে, তাঁহার কোন কার্য্যে কেহ কখন অসন্তোষ প্রকাশ করিতে পারে না। সুতরাং তাঁহারও রাজার ন্যায় প্রভুতা ও রাজার ন্যায় সম্ভ্রম হইয়া উঠে। অতএব ভূপাল আপনি যেরূপ বিষয় ভোগ করিতেন প্রিয় সচিবকে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ন্যূন করিতে দিতেন না। পিতা ব্রহ্মচারীবেশে গুরুগৃহে বাস করত সমুদায় বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া কিঞ্চিৎ অধিক বয়সে দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার প্রৌঢ়াবস্থার মধ্যভাগে তাঁহার প্রথম পুত্ররূপে আমার জন্মগ্রহণ হয়। শুনিয়াছি রাজনন্দন জন্মিলে সমুদয় নগর যেরূপ উৎসবময় হয়, আমার জন্মদিবসেও তাহার কোন অংশে ন্যূনতা হয় নাই। আমি বর্ষমাত্রবয়স্ক হইলেই পিতা সর্ব্বদাই আমাকে ক্রোড়ে লইয়া রাজসভায় গমন করিতেন। নরপতি প্রভৃতি আস্থান-গত সমুদয় লোকেই আমাকে লইয়া ক্রীড়া-কৌতুক করিতেন। আমি তখন অলৌকিক রূপলাবণ্য ও নব নব বুদ্ধিচাতুর্য্য প্রকাশ দ্বারা

সকলের হৃদয়রঞ্জন করিতাম এই জন্য তাঁহারা আমাকে রঞ্জন বলিয়া ডাকিতেন। তদবধি রঞ্জনই আমার নাম হইয়াছে।

এই রূপে আমি বালিকাদিগের পুত্তলিকার ন্যায় ভৃত্যবর্গের ক্রোড়ে ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া পিতার মধ্যমাঙ্গুলির অবলম্বন হইয়া এবং জননীর অঞ্চলের নিধি হইয়া চতুর্থ বৎসরে প্রবৃত্ত হইলাম, এমত সময়ে অকস্মাৎ অকালজ্ঞ কাল আসিয়া জননীকে উদরসাৎ করিল। পরিবারের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই তাঁহার শোকে শোকাকুল হইলেন। কিন্তু তখন আমার শোক অদ্ভুত-প্রকার। শুনিয়াছি, আমি জননীর মরণসময়ে কিছুই বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু পশ্চাৎ সকলকেই বিষণ্ণ ও রোরুদ্যমান দর্শনে একবার ইহার মুখ, একবার উহার মুখ তাকাইয়া বিহ্বলরূপে বেড়াইতে লাগিলাম এবং জননীকে না দেখিতে পাইয়া মধ্যে মধ্যে ক্রন্দন আরম্ভ করিলাম। তখন সকলেই আমাকে ক্রোড়ে লইয়া অন্যমনস্ক করিয়া সান্ত্বনা করিবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমাকে কি দিয়া সান্ত্বনা করিবেন? আমি সর্ব্বদাই জননীর অন্বেষণে একবার বহির্ব্বাটীতে যাই,

একবার অন্তঃপুরে আসি, একবার গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হই কিন্তু কোথাও সেই সুধা-সোদর বদনমণ্ডল দর্শন করিতে না পাইয়া পুনর্ব্বার কাঁদিয়া উঠি। জনক মহাশয় তখন প্রিয়তমা জায়ার শোক সংবরণ করিয়া আমাকেই সান্ত্বনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি রজনীতে আমাকে ক্রোড়ে লইয়া শয়ন করিতেন, কিন্তু নিদ্রা ভঙ্গ হইলেই আমি সমুদায় শয্যায় জননীকে অন্বেষণ করিতাম এবং পরিশেষে তাঁহার কোন চিহ্ন না পাইয়া কাঁদিয়া উঠিতাম। আমি মধ্যে মধ্যে পিতাকে রোদন করিতে দেখিলে "পিতঃ! কান্দ কেন? কি হইয়াছে?" এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার অশ্রু-প্রবাহ দ্বিগুণিত করিয়া দিতাম। যাহা হউক, কাল সকলই সহাইয়া দেয়। ক্রমে আমি সেই জননীর মুখ-সুধাকরও বিস্মৃত হইতে লাগিলাম। কিন্তু তখন পিতাই আমার সকল সুখের অবলম্বন, সকল পরামর্শের জিজ্ঞাসাস্থান এবং সকল দুঃখের অভিযোগ-পাত্র হইয়া উঠিলেন। তৎকালে আমাদের উভয়ের এইরূপ ভাব দণ্ডায়মান হইল যে, আমি ক্ষণমাত্র তাঁহাকে না দেখিলে থাকিতে পারি না এবং তিনিও মুহূর্ত্তমাত্র আমি নেত্রের অন্তরাল হইলে বিহ্বল হইয়া পড়েন।

এইরূপে কিয়দ্দিন অতীত হইল। পরিশেষে প্রতিবাসিগণেরা পিতাকে কিঞ্চিৎ বিগত-শোক দেখিয়া পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহের পরামর্শ দিতে আরম্ভ করিল। তিনি পূর্ব্বপত্নীর গুণাবলীতে এরূপ মুগ্ধ ছিলেন যে, পত্ন্যন্তর-পরিগ্রহের কথা হইলেও প্রথমতঃ বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। কিন্তু অনবরত তাঁহাদের নানারূপ প্রবর্ত্তনা দ্বারা ক্রমশঃ তাঁহার সে ভাব অপগত হইয়া বিবাহ করিতে অভিলাষ জন্মিল এবং দ্বাদশবর্ষবয়স্কা এক সুরূপা ব্রাহ্মণকন্যার পাণি গ্রহণ করিলেন। বিমাতা গৃহে আগমন করিলে প্রতিবাসিনীগণ "রঞ্জন! তোমার মা আসিয়াছে" বলিয়া আমাকে তাঁহার ক্রোড়ে অর্পণ করিল। আমি তাহাদের কথায় বিশ্বস্ত হইয়া জননীর মুখদর্শনাভিলাষে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম কিন্তু সেই স্নেহময় মুখমণ্ডল আর কোথায় দেখিতে পাইব? যাহা হউক, আমি সকলের শিক্ষাদানানুসারে ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিয়া তাঁহাকেই মাতৃসম্বোধনে আহ্বান করিতে লাগিলাম এবং তিনিও আমাকে পুত্রবৎ স্নেহসহকারে লালন পালন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পঞ্চমবর্ষে বিদ্যারম্ভ হইলে আমি উপাধ্যায়-সমীপে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলাম। আমার

মেধা সাতিশয় প্রখর ছিল। উপাধ্যায় মহাশয় যাহা দুই এক বার বলিয়া দিতেন তাহা আর প্রায় ভুলিতাম না। সুতরাং অচিরকাল মধ্যেই বর্ণপরিচয় সমাপন করিয়া ব্যাকরণ সাহিত্যাদি অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলাম। আমি যে সকল সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত একদা পাঠারম্ভ করিয়াছিলাম, বিদ্যাবিষয়ে তাহারা আমার বহু দূর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পড়িল, কেবল শ্রীধর নামে এক ব্রাহ্মণকুমার প্রায় আমার ন্যায় বুদ্ধি-মেধা-সম্পন্ন হওয়াতে আমার সহাধ্যায়িরূপে চলিতে লাগিলেন। তন্মূলক সেই অবধিই তাঁহার সহিত আমার অকপট প্রণয় জন্মিল। তদবধি আমরা দুইজনে এরূপে একত্র অবস্থানাদি করিতে লাগিলাম যে, লোকে আমাদিগকে দেখিয়া রাম লক্ষ্মণ বা অশ্বিনীকুমার দ্বারা উপমা দিতে লাগিল। যাহা হউক উপাধ্যায় মহাশয় আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি দ্বারা অপর্য্যাপ্ত পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া নগরের সর্ব্বত্রই আমাদের যশোঘোষণা আরম্ভ করিলেন; তদনুসারে সর্ব্ব সমাজেই আমরা রত্নযুগল বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিলাম। জনক মহাশয় যখন যখন আমার এই সুখ্যাতিবাদ শ্রবণ করিতেন, তখনই তাঁহার আহ্লাদের আর সীমা থাকিত না। কিন্তু সংযোজিত প্রস্তর

কত কাল দৃঢ়বদ্ধ থাকে? বিমাতা এত দিন আমার প্রতি পুত্রভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু এক্ষণে আমার ঐ সকল খ্যাতিবাদ শ্রবণে ক্রমশঃ ক্লেশানুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার বয়োবৃদ্ধি সহকারে ঈর্ষ্যা ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যাহাতে তাঁহার সন্তোষ জন্মে আমি সর্ব্বদাই সেইরূপ কার্য্য করিতাম, কিন্তু তিনি আমার সকল কার্য্যেই অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাঁহার নিকট ভোজ্য প্রার্থনা করিলে তিনি বিরক্ত হইয়া বিরস-বদনে যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করিয়া আমাকে নিকট হইতে বিদায় করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া তখন বোধ হইল যে, আমার জননী নাই। জননী ব্যতিরেকে কে প্রফুল্ল-মুখে পুত্রের প্রার্থনা পূরণ করিয়া থাকে? কে বা পুত্রের ক্ষুধা তৃষ্ণা বুঝিয়া ভোজ্য পানীয় প্রদান করিতে পারে?

যাহা হউক, এই রূপে কিছু কাল অতীত হইলে পর বিমাতার একটী পুত্র জন্মিল। পিতা তাহার নাম ললিত রাখিলেন। আমি ললিতকে সাতিশয় ভাল বাসিতাম, সর্ব্বদা তাহার সহিত ক্রীড়া কৌতুক করিতাম এবং সর্ব্বদা তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া বেড়াইতাম। কিন্তু অভ্যাসজ দ্বারা পাছে ললিত আমার প্রতি

সানুরাগ জন্য এই ভয়ে মাতা তাহা দেখিতে পারিতেন না। আমি তাহাকে ক্রোড়ে লইলেই তিনি বিরক্ত হইতেন এবং তাহার অনিষ্ট সম্ভাবনা করিতেন। একদা তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া নৃত্য করাইতে করাইতে হঠাৎ সে আমার হস্তস্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। মাতা ইহা দেখিবামাত্র "সপত্নীসুত রঞ্জন ঈর্ষ্যা প্রযুক্ত আমার পুত্রকে হত্যা করিল" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার রোদন ধ্বনিতে প্রতিবেশিগণ সসম্ভ্রমে আমাদের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দেখিয়া আমার প্রতি নানারূপ দোষারোপ পূর্ব্বক উপস্থিত ব্যাপার অবগত করাইলেন, কিন্তু সকলেই আমার চরিত্র অবগত ছিলেন এবং ভূমি-পতিত হওয়াতেও ললিতের কিছু মাত্র অনিষ্ট হয় নাই দেখিয়া একে একে প্রস্থান করিলেন। তদবধি মাতা গূঢ়দ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকাশ্যভাবেই আমার প্রতি বৈরিতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর আমি মা বলিয়া ডাকিলে আর তিনি উত্তর দিতেন না। আমি সম্মুখে গমন করিলে বিবৃত্ত-মুখ হইয়া বসিতেন এবং রঞ্জনের মা বলিয়া কেহ তাঁহাকে সম্বোধন করিলে ক্রোধে জ্বলিয়া

যাইতেন। পিতা বিবাহ করিয়া অবধি পাছে ভার্য্যার পরামর্শে আমি তাঁহার পর হইয়া যাই, সর্ব্বদা এই শঙ্কা করিতেন। তিনি মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, রঞ্জন কখনও জননীকে স্মরণ করিয়া যাহাতে দুঃখানুভব না করে সতত সেই চেষ্টা করিব, রঞ্জনের চক্ষুর জল কখনও দেখিতে পারিব না, এবং উহার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা কহিলে তাহাতে কর্ণপাত করা দূরে থাকুক ভর্ৎসনা করিয়া অপবাদককে দূরীকৃত করিব। কিন্তু সপত্নীসুতের প্রতি বৃদ্ধ পতির বিরাগোৎপাদন করা যুবতী পত্নীর কত কাল অসাধ্য থাকে? পিতা প্রথমতঃ স্বীয় ভার্য্যামুখে আমার নিন্দাবাদ শ্রবণ করিলে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইতেন, এবং তন্মূলক কলহ করিয়া দুই চারি দিন তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেরূপ ভাব অপগত হওয়াতে পরিশেষে প্রেয়সীর পক্ষই অবলম্বন করিলেন। তিনি যদিও আন্তরিক স্নেহবশতঃ আমার প্রতি সমধিক রূক্ষ ভাব প্রদর্শন করিতে পারিতেন না কিন্তু বিমাতা আমার প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিতেছেন দেখিয়াও তাহাতে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে লাগিলেন। প্রকৃত স্নেহের অল্পমাত্রও স্খলন হইলে কি সহ্য করা যায়?

পিতার এই স্বপামাত্র ভাবান্তর দেখিয়া আমার মনে অত্যন্ত বিরাগ উপস্থিত হইল; তখন মনে করিলাম আমি কি হতভাগ্য! জননী কি পদার্থ জানিতে না জানিতেই তাঁহাকে হারাইলাম। যে পিতাকে অবলম্বন করিয়া সমুদয় শোক বিস্মৃত হইয়াছিলাম এক্ষণে তিনিও এরূপ বিরূপ হইলেন। আর কাহার নিকট দুঃখ নিবেদন করি? আর আমার বাঁচিয়াই বা ফল কি? যাহা হউক আমার এইরূপ মনোবেদনা যার তার সমীপে প্রকাশ করিতাম না, কেবল পূর্ব্বোক্ত প্রিয়সুহৃৎ মাধবের নিকটে মধ্যে মধ্যে দুঃখের দ্বার উদ্ঘাটন করিতাম। আমার দুঃখের কথা শুনিবার সময়ে সুহৃদের বক্ষঃস্থল নেত্রজলে ভাসিয়া যাইত। তিনি আমাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত কতই চেষ্টা করিতেন কিন্তু কি বলিয়া সান্ত্বনা করিবেন তাহার কিছু না পাইয়া বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইতেন।

এই সময়ে আমার উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হইয়াছিল এবং আমি যৌবনপদবীতে পদার্পণ করিয়াছিলাম। পিতার আন্তরিক অভিলাষ ছিল যে, আমার বিবাহ দিয়া পুত্রবধূমুখ দর্শন করেন কিন্তু পত্নীর ভয়ে তাহা প্রায় প্রকাশই করিতে পারিতেন না। অনন্তর মাতা, স্বজন

আপন স্বামীর ঐ অভিলাষ অবগত হইলেন তখন তাঁহার ঈর্ষ্যানল আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তদবধি তিনি বিধিমতে আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কি আশ্চর্য্য! আমি চিরকাল জননীর ন্যায়ই তাঁহার প্রতি ব্যবহার করিয়াছি, দাসের ন্যায় তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছি এবং সহোদরের ন্যায় তাঁহার পুত্রটীকে লালন পালন করিয়াছি, তথাপি কি জন্য যে, আমার প্রতি তাঁহার এরূপ দ্বেষভাব জন্মিল, তাহা এই অদ্ভুত বিশ্বসৃষ্টির বিধাতা বিধাতাই জানেন। যাহা হউক আমার বিবাহের কথোপকথন হইতেছে এমত সময়ে এক দিন আমি কার্য্যান্তরে গমন করাতে পিতা অগ্রে ভোজন করিয়া রাজভবনে গমন করিলে পর আমি বাটী আসিয়া ভোজন করিতে বসিলাম। আমার অর্দ্ধাশন হইয়াছে এমত সময়ে মাতা এক পাত্র দুগ্ধ আনয়ন পূর্ব্বক সাদরসম্ভাষণে উহা পান করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার অভিলাষ ছিল যে, সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াই আমাকে উহা পান করান কিন্তু আত্ম-সমাধের কোন কার্য্যান্তর উপস্থিত হওয়াতে কিয়ৎ ক্ষণের নিমিত্ত তাঁহাকে তথা হইতে যাইতে হইল। আমি তাঁহার এইরূপ ভাব দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন

হইলাম। ভাবিলাম এ কি ; বিধাতা আমার প্রতি কি জন্য এত সদয় হইলেন? বোধ হয় মাতা আমার অনেক প্রতিকূলতা করিয়াও কোন রূপে আপনার প্রতি আমার চিত্ত-বিকার জন্মাইতে পারিলেন না দেখিয়া লজ্জিত হইয়াছেন এবং তন্নিমিত্ত এইরূপ স্নেহপ্রকাশ দ্বারা পূর্ব্ব-ভাব অবলম্বন করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। আমি অন্যমনস্ক হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছি এমত সময়ে আমার সেই বিমাতৃজ ললিত সেই স্থানে আসিয়া সেই দুগ্ধ পান করিবার অভিলাষ করিল। আমি তাহাকে আদর পূর্ব্বক অঙ্কে স্থাপন করিয়া সেই দুগ্ধ নিঃশেষে পান করাইলাম ; কিন্তু পান করিবামাত্র সে বিচেতন হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। আমি ইতি-কর্ত্তব্যতা-বিমূঢ় হইয়া মাতাকে আহ্বান করিবার উপক্রম করিতেছি এমত সময়ে তিনি সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং সেই ব্যাপার অব-লোকন করিয়া "রঞ্জন আমার পুত্রহত্যা করিল" বলিয়া চীৎকার পূর্ব্বক শিরে করাঘাত করত ভূমিতে লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। তখন আমি বুঝিলাম মাতা এই গরল পান করাইয়া আমাকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন. কিন্তু পরের অনিষ্ট করিতে গেলেই

অগ্রে আপনার অনিষ্ট হয়; ঈশ্বরের কৌশলে ইহারই স্ব-নিক্ষিপ্ত শর নিজ হৃদয়ই বিদীর্ণ করিল। যাহা হউক অতঃপর আমার এস্থান হইতে পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ। এই ভাবিয়া সেই উচ্ছিষ্ট-হস্তেই দ্রুতবেগে বন্ধুর আবাসে গমন করিলাম এবং তাঁহাকে পূর্ব্বাপর সমস্ত অবগত করাইয়া কহিলাম সখে! হতভাগিনী যে ব্যাপার ঘটাইয়াছে ইহাতে লোকে আমার চরিত্র সবিশেষ অবগত থাকিলেও শঙ্কা করিতে পারে! প্রকৃত বিষয় সকলের হৃদয়ঙ্গম করান কঠিন কর্ম্ম। বিশেষতঃ পিতা এই বিষয় অবগত হইয়া পুত্রশোকে বিহ্বল হইবেন, সুতরাং তত্ত্বাবধারণে অসমর্থ হইয়া অবশ্যই আমার দোষ সম্ভাবনা করিয়া একবারে স্নেহশূন্য হইবেন, অতএব এরূপ লোকাবগীত সুখ-ক্লেশ-শূন্য সংসারে আর ক্ষণকাল থাকিব না; নয়নদ্বয় যে দিকে পথ প্রদর্শন করে সেই দিকেই গমন করিব। সখে! তোমার সহাবস্থান-সুখ আমার ফুরাইল, আইস একবার গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া জন্মের মত বিদায় হই! দেখিও, পিতা রহিলেন; তিনি আমার নিমিত্ত অত্যন্ত কাতর হইলে এক এক বার নিকটে যাইয়া সান্ত্বনা করিয়া আসিও।

এই বলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার

প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই কাঁদিতে কাঁদিতে নগরী হইতে বহির্গত হইলাম। সরিৎস্রোতঃ বেগে প্রবহমাণ হইলে তদারূঢ় কাষ্ঠখণ্ড কি স্থির থাকিতে পারে? বন্ধুও আমার বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে করিতে, আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। পাছে নগরীর কেহ আসিয়া আমার গমনের প্রতিবন্ধকতা করে এই ভয়ে আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতেছিলাম সুতরাং সুহৃৎ আমাকে অনেকক্ষণ ধরিতে পারেন নাই। পরিশেষে প্রায় দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া এক স্থানে উভয়ে মিলিত হইলাম। তখন বন্ধু নানারূপ প্রবোধবচনে পুনর্ব্বার নগরী প্রত্যাগমনের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন কিন্তু আমার মন এত রুক্ষ হইয়াছিল যে, কিছুতেই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিলাম না। পরিশেষে তিনিও ভূয়ো ভূয়ঃ অনুরোধ উল্লঙ্ঘন করিয়া আমার চিরদুঃখের সহচর হইবার জন্য অনুগমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আহা! এতাদৃশ প্রিয়-সুহৃদের সংসর্গ কে পরিত্যাগ করিতে বাসনা করে? অনন্তর দুই জনেই পশ্চিমাভিমুখ হইয়া ক্রমশঃ চলিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর গমন করিয়া রজনী উপস্থিত হইলে এক গৃহস্থের ভবনে আতিথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক

অবস্থান করিলাম। পরদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া পুনর্ব্বার চলিতে আরম্ভ করিলাম। এইরূপে গ্রাম হইতে গ্রাম, নগর হইতে নগর এবং নদী হইতে নদী উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে বিংশতি দিবসের পর পাটলিপুত্র নগরে উপস্থিত হইলাম। সেই নগরের শোভাদি সন্দর্শন করিবার অভিলাষে এক ব্রাহ্মণভবনে আবাস গ্রহণপূর্ব্বক কতিপয় দিবস অবস্থান করিতে লাগিলাম।

পাটলিপুত্রে প্রবরাঃ নামে এক পরম ধার্ম্মিক সুবিচারক গুণগ্রাহী মহীপাল আছেন। নগরবাসীদিগের প্রমুখাৎ অহরহঃ তাঁহার নানাবিধ গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া সাক্ষাৎকারবাসনায় আমরা দুই বন্ধুতে উপর্য্যুপরি দুই দিবস রাজসভায় গমন করিলাম। তৃতীয় দিবসে আমাদের প্রতি মহারাজের দৃষ্টিপাত হইল। তিনি আমাদিগকে দেখিবামাত্র সমীপে আহ্বান করিয়া নাম ধাম জাতি ব্যবসায়াদি সমুদয়ের পরিচয় লইলেন। তাঁহার অনুমতিক্রমে প্রত্যহই আমরা রাজসভাতে গমন করিতে লাগিলাম। ক্রমে আমাদের বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তা সবিশেষ প্রকাশিত হওয়াতে তিনি সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া আমাদের দুই জনকেই দুই সদস্য-পদে বরণ করিতে অভিলাষ করিলেন। আমরাও ভাবিলাম

অত্র তত্র নিরর্থক ভ্রমণ করা অপেক্ষা সম্মানসহকারে কিছুকাল এস্থানে অবস্থান করা অযুক্ত নহে। অতএব আমরা রীতিমত সদন্যকর্ম্মে ব্রতী হইয়া আন্তরিক অনুরাগ সহকারে নরপালের হিতচিন্তায় প্রবৃত্ত হইলাম। দর্শনাবধিই আমার প্রতি মহারাজের অকারণস্নেহ জন্মিয়াছিল, সুতরাং তিনি সর্ব্বদাই আমাকে নিকটবর্ত্তী রাখিতে ভাল বাসিতেন, সকল কার্য্যেই আমার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন এবং সকল বিষয়েই আমাকে বিশ্বাস করিতেন। আমি তাঁহার এই অকপট বাৎসল্য অনুভব করিয়া পিতাকে প্রায় বিস্মৃত হইলাম। তিনি পিতার ন্যায়ই হইয়া আমাকে লালন পালন ও কর্ত্তব্যোপদেশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অনুগ্রহে ক্রমে আমি প্রধান মন্ত্রি-পদে অধিরূঢ় হইলাম।

রাজার সন্তানাদি ছিল না কেবল অনঙ্গবতী নামে এক পরম রূপবতী যুবতী মহিষী ছিল। যে বিধাতা নিশাকরে কলঙ্করেখা, পদ্মনালে কণ্টকাবলী, বিদ্যুদ্দামে চঞ্চলতা ও সাগরে লবণতা যোগ করিয়াছিলেন বুঝি সেই বিধাতাই এতাদৃশ পুরুষ-প্রবরের সহিত ঈদৃশী যোষিদধমার পরিণয় সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন। আমি প্রধান সচিব হইয়া অবধি নরপালের শুদ্ধান্ত-

দেশেও গমনাগমন করিতাম। রাজা অপত্য-নির্ব্বিশেষে আমাকে স্বীয় মহিষীর সমীপেও মধ্যে মধ্যে লইয়া যাইতেন। তিনি আমার প্রতি পুত্রভাব প্রকাশ করিতেন বলিয়া আমিও তাঁহার প্রতি পিতৃভাব ও তৎপত্নীর প্রতি মাতৃভাব অবলম্বন করিয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিলাম কিন্তু দুষ্টা মহিষী অচিরাৎ আমার সেই সুখের মূলোচ্ছেদ করিল। তাহার সহিত আলাপ পরিচয় হইবার কিয়দ্দিবস পরেই সে আমার প্রতি বিরুদ্ধ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিল। তাহার বাক্‌চাতুরী অঙ্গভঙ্গী ও নয়নবিভ্রমাদি দর্শনে আমি নিশ্চয়ই বুঝিলাম যে, এ নীচস্বভাবার অভিপ্রায় ভাল নহে। সুতরাং তদবধি আমি আর ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্তঃপুরে গমন করিতাম না। কিন্তু ভূপতি অতি উদারপ্রকৃতি ছিলেন তিনি আমার অন্তঃপুরপ্রবেশের অনিচ্ছার কারণ অনুসন্ধান না করিয়াই বলপূর্ব্বক আমাকে তথায় লইয়া যাইতেন এবং মহিষীও নানা কার্য্যের ছল করিয়া সর্ব্বদাই আমাকে সমীপে আহ্বান করিত। যাহা হউক সে যখন আমাকে অন্যকোন প্রকারে পাপাসক্ত করিবার সুবিধা বোধ না করিল তখন আমাকে ইঙ্গিতানভিজ্ঞ মূঢ় বিবেচনা করিয়া একদা স্পষ্টাভিধানে

কহিল, রঞ্জন! তুমি অতি নির্ব্বোধ পুরুষ! তোমার এই নবযৌবন ও এই সৌন্দর্য্যরাশি কি বিবেচনায় অনর্থক ক্ষয়িত করিতেছ? এতাদৃশ অসামান্য রূপ-লাবণ্যবতী যুবতী রাজ-মহিষী তোমার রূপের এরূপ পক্ষপাতিনী হইয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিতেছ না? এবং তজ্জন্য আপনার সৌভাগ্য মানিতেছ না? হায়! তাহারা কি হতভাগ্য, যাহারা নামমাত্রাবশিষ্ট অলীক পরলোকের ভয় করিয়া সংসারসারভূত বিষয়-ভোগে বঞ্চিত হইয়া থাকে। তুমি যদি রাজার শঙ্কা করিয়া থাক, তাহা করিবার আবশ্যকতা নাই, কারণ রাজা আমার প্রতি এরূপ বিশ্বস্ত ও এরূপ মুগ্ধ যে, কখনই তিনি আমাকে অন্যবিধা অনুমান করিতে পারিবেন না। আর বিবেচনা করিয়া দেখ, আমার ন্যায় রূপবতী যুবতী অঙ্গনা কি কখনও তাদৃশ স্থবির পতিতে বদ্ধভাবা হইয়া থাকিতে পারে? আমি ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া এপর্য্যন্ত কখনও পরপুরুষের প্রতি সানুরাগ নয়নপাত করি নাই কিন্তু তোমাকে দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত অধীর হই-য়াছে সুতরাং দর্শনাবধি তোমার হস্তে মনঃ প্রাণ দেহ সমুদয় সমর্পণ করিয়াছি, এক্ষণে তোমার যাহা কর্ত্তব্য কর, আর আমি অধিক কি বলিব।

আমি তাহার এইরূপ পাপাসক্তি ও এইরূপ নির্লজ্জতা দর্শন করিয়া একবারে যেন বজ্রাহত হইলাম, ভয়ে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, ভাবিলাম এরূপ পাপীয়সী নারী ত কখন দৃষ্টিগোচর করি নাই। উদার-স্বভাব নরপাল ভুজিতালতাভ্রমে এই বিষবল্লরীকে হৃদয়োদ্যানে স্থানদান করিয়াছেন। যাহা হউক অন-ন্তর আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনীতবচনে কহিলাম রাজ-মহিষি আপনি কিরূপ আজ্ঞা করিতেছেন? রাজা প্রজাসাধারণের পিতাস্বরূপ সুতরাং আপনি জননী-স্বরূপা; বিশেষতঃ মহারাজ আমার প্রতি যেরূপ বাৎসল্যভাব প্রদর্শন করেন তাহা আপনি অনবগত নহেন। আমি কি সেই বাৎসল্যের এই রূপে প্রতিদান করিব? আপনি কি স্ত্রীধর্ম্ম কখনও শ্রবণ করেন নাই? বৃদ্ধ হউক, কুরূপ হউক, রোগী হউক, জড় হউক, ভর্ত্তাই স্ত্রীজাতির পরমারাধ্য ও পরম গুরু। যে নারী স্বামীকে অশ্রদ্ধা করিয়া অন্য পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, নর-কেও কি তাহার স্থান হয়? জগদীশ্বর মনুষ্যজাতিকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতলে প্রেরণ করিয়া-ছেন, ইহা তাহাদের সুখভোগের স্থান নহে। যে মানব ধর্ম্মপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে সেই চরমে অনন্ত-

পরমসুখ ভোগ করিতে পায় কিন্তু যে নরাধম ক্ষণমাত্র স্থায়ী ঐহিক সুখে বিমুগ্ধ হইয়া অনন্তকালের নিমিত্ত সেই অবিনশ্বর সুখলাভে বঞ্চিত হয় তাহার ন্যায় হতভাগ্য আর কে আছে? আপনি ধর্ম্মসংস্থাপয়িত্রী রাজমহিষী, আপনি এরূপ অধর্ম্মপথে পদার্পণ করিলে সংসারের কি গতি হইবে? প্রজারা ধর্ম্মবিষয়ে রাজার ও রাজপরিবারেরই অনেক অনুকরণ করিয়া থাকে, কিন্তু সেই অনুকার্য্য পদার্থ এরূপ কলুষিত হইলে অনুকারকেরা যে, কিরূপ মলিনাশয় হইবে তাহা আপনিই চিন্তা করিয়া দেখুন। বিশেষতঃ আপনিই কহিতেছেন যে, মহারাজ আপনার উপর অপর্য্যাপ্ত বিশ্বাস করিয়া থাকেন কিন্তু সেই বিশ্বাসতরুর কি এই বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে? পৃথিবী সর্ব্বংসহা হইয়াও কি বিশ্বাসঘাতকের ভর সহিতে পারেন? অতএব দেবি! এ কুপ্রবৃত্তিকে আর মনোমধ্যে স্থান দিবেন না। এক্ষণে অবিচলিতভক্তিসহকারে ভর্ত্তার সেবা করুন, শাস্ত্রোদিত ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করুন এবং পুত্রভাবে প্রজাদিগের প্রতিপালন করুন, সেইই আপনার পরম ধর্ম্ম এবং সেইই আপনার পরম কর্ম্ম।

আমি এই কথা বলিয়া তাহার প্রত্যুক্তির অপেক্ষা

না করিয়াই অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলাম। ভাবিলাম হয় ত এই তিরস্কারগর্ভক উপদেশেই রাণীর চৈতন্যোদয় হইবে কিন্তু নিম্নগা কি কখন ঊর্দ্ধপথে গমন করিতে পারে? সেই নীচাশয়া তাদৃশ ভর্ৎসনাতেও আপনার অসদধ্যবসায় পরিত্যাগ করিল না, সুযোগ পাইলেই প্রলোভন দ্বারা আমাকে পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অহো! পরাভিলাষিণী পত্নী পতির সাক্ষাৎ কৃতান্ত! সে আমাকে এক দিন বিজনে পাইয়া এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল যে, যদি আমি তাহার মনোরথ সম্পাদনে বিমুখ না হই তবে সে রাজাকে বিনষ্ট করিয়া আমাকে রাজ্যেশ্বর করিতে প্রস্তুত আছে। আমি তাহার এই অনাকর্ণনীয় নৃশংস অভিলাষ অবগত হইয়া সাতিশয় কুপিত হইলাম এবং ভ্রূকুটী বন্ধন পূর্ব্বক তিরস্কার করিয়া কহিলাম আঃ পাপীয়সি! দুষ্ট রাক্ষসি! তোর অসাধ্য কর্ম্ম কি আছে? তুই অকিঞ্চিৎকর বিষয়বাসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত পতিহত্যারও ভয় করিস্ না? তোর মুখাবলম্বন করিলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। তুই আমাকে সৌন্দর্য্যে বিলোভিত করিবি কি? তোকে দেখিলে আমার ঘৃণা হয়। আহা! উদার-চিত্ত মন্ত্রী

পাল ভার্য্যাবোধে কালসর্পীকে গৃহে পুষিয়াছেন! আমি অদ্য তোর সমুদয় গর্ব্ব খর্ব্ব করিব, অদ্য মহারাজকে বলিয়া তোকে দেশ হইতে বহিষ্কৃতা করিব এবং অদ্য মহারাজের পলায়নোন্মুখী রাজলক্ষ্মীকে চিরস্থায়িনী করিব। আমি মহারোষ-সহকারে এইরূপ তর্জ্জন গর্জ্জন করিলে পর সেই দুশ্চারিণী ত্বরিত-পদে আমার নেত্রান্তিক হইতে অপসৃতা হইল। তখন আমি ভাবিলাম, আমি এ দেশের অচিরাগত আগন্তুক। আমার কথায় নরপাল যে, বিশ্বস্ত পত্নীর প্রতি বিরক্ত হইবেন তাহার সম্পূর্ণ আশা করা যায় না। হয়ত আমি বলিতে গেলে বিরুদ্ধ হইয়া উঠিবে। বিশেষতঃ মহারাজ আমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ করেন, আমি কিরূপে তাঁহাকে এতাদৃশ অপ্রিয় শ্রবণ করাইব। আর কি রূপেই বা জানিয়া শুনিয়া এতাদৃশী কালভুজঙ্গীর গ্রাস হইতে তাঁহার পরিত্রাণের উপায় চেষ্টা না করিব? আমি এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মন্দ-মন্দ-গমনে রাজ বাটী হইতে বহির্গত হইয়া আবাসভবনে গমন পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়াছি এমত সময়ে দেখি যে, দুই জন রক্ষি-পুরুষ আমার সেই প্রিয় মিত্র মাধবকে পশ্চাবাহুবদ্ধ করিয়া আনিতেছে এবং কৃতান্তসম ভীমাকার অপর দুই জন পাশহস্তে

দ্রুতবেগে আমার দিকে আগমন করিতেছে। আমি সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া এই ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে না করিতে সেই পরুষ-ভাষী পুরুষদ্বয় আমাকে পাশবদ্ধ করিল এবং অবিলম্বেই আমাদের দুই জনকে এক কারাগারে লইয়া গিয়া অবরুদ্ধ করিল।

তখন আমরা কি বিষম বিপদে পড়িলাম! বন্ধু এই দুরবস্থাঘটনের কোন কারণ অবগত ছিলেন না সুতরাং তিনি আকস্মিক বজ্রপাতসদৃশ এই ভয়ঙ্কর অবস্থাতে পতিত হইয়া বিহ্বলপ্রায় হইলেন কিন্তু আমি তাঁহাকে সুস্থ করিবার অভিলাষে কহিলাম সখে! জগদীশ্বর মনুষ্যের অবস্থাকে চক্রনেমির ন্যায় কখন উন্নত কখন বা অধোনত করিয়া থাকেন। আমরা সম্ভ্রান্তকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কিয়ৎ কাল পরম সুখেই অতিবাহন করিয়াছি। অনন্তর বিমাতার প্রতিকূলতাবশতঃ কিছু-দিন যৎপরোনাস্তি কষ্টও ভোগ করিয়াছি। পরে যে ঈশ্বরের অনুগ্রহে এই রাজার প্রিয় পাত্র হইয়া এতাবৎ কাল সুখ ভোগ করিলাম, এক্ষণে তাঁহারই ইচ্ছায় আবার এরূপ দুঃখ-সাগরে পতিত হইতে হইয়াছে, যদি তাঁহার প্রতি আমাদের অবিচল ভক্তি থাকে তবে অবশ্যই আমরা এই বিপজ্জাল হইতে মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার সুখ-

মুখ দর্শন করিতে পাইব সন্দেহ নাই। সখে! তুমি ইহার পূর্ব্বাপর কিছুই অবগত নহ; প্রভুর গৃহকক্ষ আমি এরূপ গোপনে রাখিয়া ছিলাম যে, এতাবৎকাল পর্য্যন্ত তোমার নিকটেও কিছুমাত্র ব্যক্ত করি নাই, এক্ষণে শ্রবণ কর; এই বলিয়া মহিষী-গত সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করাইয়া কহিলাম মিত্র! স্ত্রীজাতির সৌন্দর্য্যের প্রতি অনাদর করিলে তাহারা যেরূপ অবমাননা বোধ করে অন্য কিছুতেই সেরূপ করে না। মহিষী অতিশয় রূপ-গর্ব্বিতা; আমি আজি বাক্য এবং কার্য্য দ্বারা তাহার সেই রূপের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছিলাম, বোধ হয় তাহাতেই সে কুপিতা হইয়া মহারাজের নিকট আমার বিরুদ্ধে কিছু বলিয়া থাকিবে। স্থবিরের তরুণী পত্নী প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তরা; সুতরাং তিনিও তাহার অমৃতাচ্ছাদিত গরলময় বাক্যে বিমুগ্ধ হইয়া তথ্যানুসন্ধান না করিয়াই আমার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুরতা প্রয়োগ করিয়াছেন। তুমি আমার অভিন্ন-হৃদয় সুহৃৎ এই জন্যই বোধ হয় তোমাকেও এই বিপদে পতিত হইতে হইয়াছে! যাহা হউক এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। সম্প্রতি ইহাই বিধাতার পরম অনুগ্রহ বলিতে হইবে যে, তিনি আমাদিগকে

এরূপ বিপদে পাতিত করিয়াও পৃথক্ স্থানে অবস্থাপিত করেন নাই। এইরূপ নানাবিধ কথোপকথন দ্বারা সে দিবস অতিবাহিত হইল।

দুষ্ট লোকে কোন প্রকারেই স্বার্থ ত্যাগ করিতে চাহে না। পরদিন প্রভাতে রাজ্ঞী এক অনুচরী দ্বারা বলিয়া পাঠাইল "রঞ্জন! তুমি যাহার ভয়ে ও যাহার মুখাপেক্ষা করিয়া আমার আজ্ঞা অবহেলন করিয়াছিলে, এক্ষণে বুঝিয়া দেখ, আমি তোমার উপর তাহারই কোপোৎপাদন করিয়াছি এবং মনে করিলে তাহারই দ্বারা তোমার জীবন নাশ করিতে পারি, অতএব এখনও যদি দুর্ম্মতি পরিত্যাগ কর তাহা হইলেও ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছি"। আমি এই দূতীবাক্যে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর করিলাম না, কিন্তু আমি তাহাতে যে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলাম বোধ হয় আমার অঙ্গভঙ্গী দ্বারা সে তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিল। যাহা হউক সেই অবধি আমি আরও ভীত হইলাম, কারণ দুশ্চারিণীর অসাধ্য কি আছে? সে যে কপট প্রবন্ধে আমাদের প্রাণবিনাশ করাইতে পারে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যাহা হউক সেই সময় অবধি তথা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিবার বহুবিধ চেষ্টা দেখিতে লাগিলাম কিন্তু কয়েক

দিন অতীত হইল মুক্তিলাভের কোন উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না।

পাপকথা কদিন ছাপা থাকে? মহিষীর সেই কুৎসিত আচরণের বিষয় ক্রমে দুই এক জন করিয়া নগরীর অনেক লোকেই অবগত হইল। অখন্ এক দিন কারারক্ষী আমাদিগের নিকট আসিয়া বিনয়বচনে কহিল "মহাশয়! আপনারা পরম ধার্ম্মিক সাধুশীল মহাত্মা; রাণীর দুষ্টতায় নিরপরাধে কারারুদ্ধ হইয়াছেন তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি, বোধ হয় অল্প কালের মধ্যেই মহারাজও প্রকৃত বিবরণ অবগত হইয়া দুশ্চারিণীর কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করিবেন এবং আপনাদিগকেও মুক্ত করিয়া গৌরব সহকারে পুনর্ব্বার স্বপদস্থ করিবেন সন্দেহ নাই। সুতরাং এক্ষণে আপনাদিগকে যন্ত্রণা-চ্যুত করিয়া সুখে রাখিতে পারিলে আমারও অভ্যুদয়ের আশা থাকে কিন্তু ইতি মধ্যেই রাণী পাছে স্বাপবাদ-বিলোপ বাসনায় আপনাদের কোন অনিষ্টোৎপাদন করেন, সেই ভয়ে রাখিতে ইচ্ছা হইতেছে না। যাহা হউক এক্ষণে যদি আপনারা এ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া একবারে পলায়ন করিতে পারেন তাহা হইলে আমি আপনাদিগকে মুক্ত করিয়া

দিই।" আমরা সেই মহাপুরুষের অনাকাঙ্ক্ষিত এই অনুগ্রহবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কৃতজ্ঞতারসে একেবারে আর্দ্র হইলাম এবং নানাবিধ স্তুতি বিনতি সহকারে তদ্দণ্ডেই তাঁহার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করিলাম। তিনিও তখনই আমাদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়া, অজ্ঞানবশতঃ বিনাপরাধে এতাবৎকাল আমাদিগকে যে কষ্ট দিয়াছিলেন, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আমরা হর্ষাশ্রুনয়নে ভূয়োভূয়ঃ তাঁহাকে বন্দনা করিয়া গোপন ভাবে নগর হইতে বহির্গত হইলাম। পূর্ব্বসঞ্চিত কিঞ্চিৎ অর্থ আমাদের ছিল, তাহাও লইলাম এবং অর্থসত্ত্বে শারীরিক কষ্ট স্বীকার করা অবিধেয় বোধ করিয়া যানযোগে কোন পুণ্যতীর্থ গমনে সমুৎসুক হইলাম। প্রথমেই কৈলাসনাথ দর্শনে আমার অত্যন্ত বাঞ্ছা হইল। সুতরাং ভাগীরথীতে এক তরণিগ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে গমন করত কৌশিকী সরিতে উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। অনন্তর কত দেশ কত নদী কত বন কত পর্ব্বত অতিক্রম করিলাম, তাহার সংখ্যা করা যায় না। পরিশেষে এক দিন ময়ূরাঙ্গীনাম্নী রমণীয় নগরীসমীপে উত্তীর্ণ হইলাম।

ময়ূরাঙ্গী-প্রবেশই আমার কাল হইয়া উঠিল। এই

বর্দিগৃহে রঞ্জন, ময়ূরাক্ষীতে বন্ধুসহিত ইন্দ্রজাল ক্রীড়া-দর্শনার্থ গমন, তদবসরে অজ্ঞাত-নাম-ধাম রমণীরত্ন দর্শন, তৎপ্রতি আপনার আকস্মিক অনুরাগ সঞ্চার, তদপ্রাপ্তিবোধে বিরহ যন্ত্রণা, মাধবকর্ত্তৃক প্রবোধন, নৌকা পরাবর্ত্তিত করিয়া দক্ষিণাভিমুখে কিয়দ্দূর গমন, মাধবের ময়ূরাক্ষী উদ্দেশে যাত্রা, তাহার পুনরাগমনের অপেক্ষা না করিয়াই আপনার তদ্দিশাভিমুখে গমন, দীর্ঘারণ্য-প্রবেশ, তথায় ব্যাঘ্রমুখে পতন, ভুজঙ্গম গ্রাস হইতে বিমুক্তি এবং পরিশেষে সেই পর্ব্বতের পর্য্যন্ত-দেশে আগমন পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন তাপস-কুমার! আমার জীবনবৃত্ত সমুদয় অবগত হইলে। জগদীশ্বর কেবল দুঃখানুভব করাইবার নিমিত্তই আমাতে চৈতন্য প্রদান করিয়াছিলেন। হায়! আমি যেরূপ বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়া আপনাদের আশ্রয় পাইয়াছি, বন্ধু, বোধ হয় তাদৃশ কোন বিপদে পড়িয়া কোন্ প্রান্তর-মধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন! হায়! আমি কি মূঢ়-চেতাঃ! আমি মৃণ্ময় কলসের বালুকা-রন্ধ্র-পিধানের নিমিত্ত দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খকে চূর্ণ করিলাম! আমি এক কামিনীর লালসায় তাদৃশ মিত্ররত্নকে বিসর্জ্জন দিলাম?

হায়! সেরূপ সম-দুঃখ-সুখ সুহৃৎ আর আমি কোথায় পাইব? আমি এক কামিনীরূপ মৃগতৃষ্ণিকায় মুগ্ধ হইয়া আপনিও মরিলাম বন্ধুকেও বধ করিলাম! তপোধনকুমার! আমার এ দুঃখ রাখিবার কি স্থান আছে যে, আমি যাহার অনুরাগে মুগ্ধ হইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি সেই পাষাণ-হৃদয়া এ বিষয়ের বার্ত্তামাত্রও অবগত নহে!

রঞ্জন এই বলিয়া পূর্ব্বদুঃখ সকল যুগপৎ হৃদয়-মধ্যে সমুদিত হওয়াতে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগি-লেন। তাঁহার বক্ষঃস্থল অশ্রুপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তপোধনকুমারেরা চিত্রলিখিতের ন্যায় এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতেছিলেন, তাঁহাদেরও নয়ন হইতে অবিচ্ছিন্ন বাষ্পবারি প্রবাহিত হইতেছিল। রঞ্জনের দুঃখবর্ণনা সমাপ্ত হইবার সময়ে প্রথম তাপসকুমার শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, সহচর জলপ্রদানাদি দ্বারা তাঁহার মোহাপনয়ন করিয়া আশ্বাস বাক্যে কহি-লেন সখে! তপঃসিদ্ধির উপক্রম সময়ে তপস্বীর মুগ্ধ হওয়া উচিত নহে। অনন্তর তিনি কোন অনির্ব্বচনীয় হর্ষোদয়হেতু জড়ীভূত-হস্তে জল দ্বারা রঞ্জনের মুখপ্রক্ষা-লন করিয়া দিয়া বাষ্পগদ্গদস্বরে কহিলেন মহাভাগ!

এরূপ ধার্ম্মিক পুরুষের মনোরথ কখন বিফল হয় না। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি অবশ্যই আপনার অভীষ্ট লাভ হইবে। আপনি যে ললনার প্রতি সাভিলাষ হইয়াছেন তিনি কে? তাঁহার নাম কি? এবং তিনি এক্ষণে কোথায় বা কিরূপ অবস্থায় আছেন, প্রণিধান দ্বারা তৎসমুদয় অবগত হইয়া আমি আপনাকে কহিতে পারি, কিন্তু অদ্য অধিক বেলা হইয়াছে সে কথাও অধিক এবং আপনাকেও অত্যন্ত কাতর দেখিতেছি অতএব এক্ষণে আহারাদি করুন, ভোজনান্তে আপনাকে সমস্ত অবগত করাইয়া যাহাতে আপনার মনোরথ সিদ্ধ হয় তাহার উপায় করিয়া দিব। অনন্তর দিবসব্যাপার সমাধানের নিমিত্ত কথোপকথন ভঙ্গ করিয়া সকলে গাত্রোত্থান করিলেন।

রোমাবতী।

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস।

মধ্যাহ্ন ব্যাপার সমাহিত হইলে পর রঞ্জন প্রিয়তমার সংবাদ শ্রবণাভিলাষে সাতিশয় সমুৎসুক হইলেন। ঋষিদ্বয়ের বৃত্তান্ত শুনিবার নিমিত্ত পূর্ব্বে তাঁহার কৌতূহল জন্মিয়াছিল কিন্তু এক্ষণে সে কৌতুক অপগত হইল। ঋষিকুমারমুখে বল্লভার বার্ত্তা শ্রবণের পূর্ব্বে তাঁহার এক এক মুহূর্ত্ত এক এক দিনের ন্যায় দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল। তিনি এক শিলাতলে উপবেশন করিয়া তাপসদ্বয়ের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। এই সময়ে প্রথম মুনিতনয় রঞ্জনের নেত্রপথ হইতে অপসৃত হইয়া কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া বসিলেন; দ্বিতীয়, রঞ্জনকে নিতান্ত ব্যাকুল দেখিয়া তাঁহার সমীপস্থ অপর এক শিলাতলে উপবেশন পূর্ব্বক কোকিলকূজিতের ন্যায় কহিতে আরম্ভ করিলেন।

"প্রিয়সুহৃৎ রঞ্জন! আমি দিব্য-নয়নে দেখিতেছি তুমি ময়ূরাঙ্গীতে যে অঙ্গনাকে অবলোকন করিয়া ঈদৃশাবস্থ হইয়াছ তিনি ময়ূরাঙ্গীপতি রাজা পুরঞ্জয়ের একমাত্র কন্যা, নাম রোমাবতী। তুমি তাঁহার অনুরাগে মুগ্ধ হইয়া অনেক ক্লেশ ভোগ করিয়াছ যথার্থ বটে কিন্তু তোমার সে অনুরাগ অপাত্রে বিন্যস্ত হয় নাই। তিনিও তোমার নিমিত্ত পিতা মাতা বন্ধু ও অসীম ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক লোকলোচনের অগোচর হইয়া পতিব্রতাধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া আছেন। বোধ হয় তোমাদের জন্মান্তরীণ হৃদয়বন্ধন কোন ভাব ছিল, নচেৎ একবার দর্শনমাত্রেই উভয়েই কেন উন্মাদিত হইবে? যে রোমাবতী স্বয়ম্বর-সমাগত ভূমণ্ডলস্থ সমুদয় রাজগণকে বিমাননা করিয়াছিলেন, অজ্ঞাতকুলশীল এক আগন্তুক যুবকের প্রতি তাঁহার তাদৃশ প্রীতিসঞ্চার হওয়া অবশ্যই আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে। তোমার প্রতি তাঁহার সেইরূপ অনিবার্য্য প্রেমভাব অবলোকন করিয়া সহচরী মাধবিকা তোমার অন্বেষণে অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইল কিন্তু কোথাও তোমার অনুসন্ধান পাইল না। পরে নগরমধ্যে জনরব উঠিল যে, রোমাবতী কোন

অলীক পুরুষ দর্শনে তদাসক্তচিত্তা হইয়া সমুদয় সাংসারিক কার্য্য বিসর্জ্জন করিয়াছেন। রাজা ও রাজ-মহিষীর এই ব্যাপার শ্রবণে, কন্যা চিরদুঃখিনী হইল ভাবিয়া মনোমধ্যে যে, কিরূপ শোকভার উপস্থিত হইল তাহা বুঝিতেই পারিতেছ। তাঁহারা রোমাবতীকে এই অসদধ্যবসায় হইতে বিনিবৃত্ত করিয়া পাত্রান্তরে সমর্পিত করিবার নিমিত্ত নানা প্রকারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু রোমাবতী সেরূপ কন্যা নহে যে, এক-জনের প্রতি প্রদত্ত হৃদয় পুনর্ব্বার প্রত্যাহরণ করিয়া অপরকে দান করে। সুতরাং তাঁহাদের সমুদয় যত্ন বিফল হইল। পিতা মাতা কি সন্তানের দুঃখ দেখিয়া স্থির থাকিতে পারেন? তাঁহারা বারম্বার বিফলপ্রযত্ন হইয়াও চেষ্টা করিতে বিরত হইলেন না; সখী পরি-চারিকা প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ প্রলোভিত করিতে লাগিলেন। তখন রোমাবতী বিবেচনা করি-লেন যে, প্রলোভনে মুগ্ধ না হয় এরূপ মনুষ্য অতি বিরল। এখানে থাকিলে পুনঃ পুনঃ প্রলোভন পাইয়া যদি কোন প্রকারে মনের গতি অন্যথা হয়, তাহা হইলে ইহকাল পরকাল উভয়ই নষ্ট হইবে। অত-এব এ স্থানে অবস্থান করা আর কর্ত্তব্য নহে। কোন

নির্জ্জন প্রদেশে গমন পূর্ব্বক প্রিয়সমাগমলাভে কৃতসংকল্প হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। এই ভাবিয়া তিনি রাজভবন হইতে বহির্গত হইবার নিমিত্ত নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু কয়েক দিন পর্য্যন্ত কোন রূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

কিয়দ্দিনানন্তর বসন্তোৎসব উপস্থিত হইল। রোমাবতী উৎসব রসে সকলকে নিমগ্ন দেখিয়া একদা নিশীথ সময়ে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া রত্নালঙ্কার পরিত্যাগ ও মলিন বসন পরিধান পূর্ব্বক রাজভবন হইতে নিঃসৃতা হইলেন। এই সময়ে মাধবিকা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, তিনি কোথায় গমন করেন জানিবার জন্য অলক্ষিত-রূপে সঙ্গে সঙ্গে গমন করিল। তৎকালে উৎসবনিবন্ধন রাজভবনে স্থানে স্থানে নৃত্য গীতাদি আরম্ভ হওয়াতে অনবরত সর্ব্বপ্রকার জনগণের গমনাগমন হইতেছিল সুতরাং তাঁহাদিগকে কেহই চিনিতে পারিল না বা নিবারণও করিল না। রোমাবতী রাজভবন পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে সমুদয় নগরী অতিক্রম করত তোরণ দ্বারে না যাইয়া একবারে কৌশিকীতীরে উপস্থিত হইলেন এবং যে অশোকমূলে ইন্দ্রজাল সময়ে জীবিতে-

শ্বরকে অবলোকন করিয়াছিলেন সেই স্থানে কিয়ৎকাল দণ্ডায়মান হইয়া বিহ্বলার ন্যায় চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরেই পুনর্ব্বার ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই অশোক মূলকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া তীরের দিকে ধাবমান হইলেন এবং জলোপান্তে এক খানি ক্ষুদ্র তরণি বদ্ধ আছে দেখিয়া তদুপরি আরোহণ পূর্ব্বক পর পারে যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

মাধবিকা এতক্ষণ গোপনভাবেই ছিল কিন্তু এখন আর সেরূপ থাকিতে না পরিয়া মহা ভয় ও সম্ভ্রম সহকারে চীৎকার পূর্ব্বক দৌড়িয়া নৌকা ধরিল। রোমাবতী মাধবিকাকে দেখিয়া প্রথমতঃ ক্ষণকাল বিরক্তা হইলেন, পরে কিয়ৎক্ষণ ধ্যানাবলম্বিতের ন্যায় স্তম্ভিত থাকিয়া তাহাকেও নৌকায় উঠিতে আদেশ দিলেন। মাধবিকা ইতি-কর্ত্তব্যতা-বিমূঢ়া হইয়া অগত্যা নৌকারোহণ করিল। অনন্তর তরণি পরপারে যায় এমত সময়ে সে ভয়বিহ্বলা হইয়া বাষ্প-গদ্গদস্বরে 'কোথায় যাও' জিজ্ঞাসা করিলে পর রোমাবতী তাহাকে অভয় প্রদানে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন প্রিয়সখি! তোমাকে পূর্ব্বেই কহিয়াছিলাম যে, ঈশ্বরোপাসনা ব্যতিরেকে

অভীষ্ট সিদ্ধি হওয়া কঠিন। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, এস্থানে থাকিয়া তাহা সম্পাদন করিতে কোনরূপেই সমর্থ হইব না, অতএব কোন নির্জ্জন স্থানে গমন পূর্ব্বক জগদীশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইব। তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, এই নিমিত্ত তোমার নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিলাম। এক্ষণে তুমি বাটী গিয়া, পিতা মাতা আমার জন্য যাহাতে অধিক শোকাকুল না হয়েন তাহার উপায় করিতে যত্নবতী হও কিন্তু দেখিও, আমি কোথায় যাইলাম কি করিলাম এ কথা যেন কোন রূপে প্রকাশিত না হয়। যদি ঈশ্বর কৃপা করেন তবে অবশ্যই পুনর্ব্বার আমরা পরস্পর দর্শনসুখ লাভ করিতে পারিব।

মাধবিকা প্রিয়সখীর এইরূপ বচনাবলী শ্রবণ করিয়া রওশনরোনাক্তি কাতর হইল এবং গৃহে অবস্থিত হইয়াই ঈশ্বরোপাসনা করিবার জন্য নানারূপ প্রবোধবচনে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল কিন্তু কর্ত্তব্যার্থে স্থির-নিশ্চয় মনঃ বা নিম্নাভিমুখ জলকে প্রতিকূল দিকে প্রবর্ত্তিত করা কাহার সাধ্য? মাধবিকা কোনরূপেই তাঁহার অধ্যবসায় ভঙ্গ করিতে পারিল না। অনন্তর সে সাতিশয় কাতর বচনে নিবেদন করিল,

রাজনন্দিনি! যদি নিতান্তই তোমার যাইতে অভিলাষ হইয়া থাকে তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকেও সঙ্গে লইতে হইবে। বিবেচনা কর আমি জন্মাবধি ছায়ার ন্যায় তোমার অনুবর্ত্তিনী হইয়া আছি। আমি সামান্য পরিচারিকা বই নহি, কিন্তু তুমি কৃপা করিয়া প্রিয়সখী বলিয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া থাক, অতএব আমি তোমাকে না দেখিয়া কোন প্রকারেই জীবন ধারণ করিতে পারিব না। বিশেষতঃ তুমি রাজার এক মাত্র দুহিতা, কখনও ক্লেশের মুখ অবলোকন কর নাই। অপরিচিত বিজন স্থানে গমন করিলে নানা-রূপ কষ্ট পাইবার সম্ভাবনা আছে কিন্তু সেই সেই স্থলে আমি সহচারিণী থাকিলে অনেক সহায়তা করিতে পারিব। অতএব রাজপুত্রি! এ দাসী প্রাণা-ন্তেও তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। রোমাবতী প্রথমে তাহাকে সমভিব্যাহারিণী করিতে কোন রূপেই চাহিলেন না কিন্তু এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, এখন আর তাহাকে পরিত্যাগ করিলে আপ-নার বিষয় ব্যক্ত হইয়া পড়িবে, অতএব তাহার অনু-গমনে আর প্রতিবন্ধকতা করিলেন না।

অনন্তর নৌকা পরপারে পৌঁছিলে উভয়ে তীরে

উত্তীর্ণ হইয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। তৎ-কালীন তাঁহাদের ক্লেশের কথা কি কহিব? যে রাজ-কুমারী মণিময় হর্ম্ম্যাঙ্গণে পদচারণা করিয়াও ক্লেশা-নুভব করিতেন তিনি তখন্ অন্ধকার সময়ে পাষাণ-বিষম অজ্ঞাত পথে ধাবমান হইলেন। তাঁহার যে অঙ্গ দিনকরও কখন দর্শন করিতে পান নাই, সেই অঙ্গ রাত্রিচর আরণ্য জন্তু সকল লোলুপ-নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। যে ভীরু রজনীকালে অবরোধ মধ্যেও একাকিনী গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারিতেন না, তখন তিনি সখী মাত্র সমভিব্যাহারে সাহসিক জনেরও অগম্য পথের পথিক হইলেন। হায়! যে মাধবিকা প্রিয়সখীকে রত্নরাজিতে বিভূষিত করিয়াও নয়নের তৃপ্তি লাভ করিত না, সে তাঁহার তাদৃশ উন্মাদিনী-বেশ দর্শন করিয়া কি হৃদয় ধারণ করিতে পারে! সে শোকে অধীরা হইয়া অবিরল অশ্রু বারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। আহা প্রিয় সুহৃৎ রঞ্জন! তাঁহারা এইরূপ গমন করিয়া নিশার অবসান হয় এমত সময়ে, তুমি ময়ূরাঙ্গী গমনে যাত্রা করিয়া যে দীর্ঘারণ্যের দক্ষিণ প্রান্তে প্রবেশ করিয়াছিলে, বোধ হয়, তাঁহারাও উহারই উত্তর প্রান্তে

উপস্থিত হইলেন। অরণ্যে প্রবেশ করিয়া কিয়দ্দূর গমন করিলে পর রজনী প্রভাত হইয়া সূর্য্যোদয় হইল। তখন তাঁহারা ধৃত হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া বিশ্রামার্থ এক তরুমূলে উপবেশন করিলেন। উপবিষ্ট হইলে পর মাধবিকা প্রিয়সখীর শরীরোপরি নয়ন পাত করিয়া দেখে যে, তাঁহার দুই চরণ হইতে অনর্গল রুধির-ধারা বিনির্গত হইতেছে; কেশপাশ বিগলিত-বন্ধ হইয়া পৃষ্ঠোপরি পতিত হইয়াছে; ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে, মুখমণ্ডল শরন্মেঘাবৃত নিশামণির ন্যায় হীন-কান্তি হইয়াছে; অঙ্গ-যষ্টি কর-সম্মর্দ্দিত মৃণালিনীর ন্যায় ম্লান ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং সর্ব্ব শরীর হইতে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম-জল বিনিঃসৃত হইতেছে। মাধবিকা এই ব্যাপার দর্শনে অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা করিয়া উদ্‌ভ্রান্ত নয়নে চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতেছে এমত সময়ে মূর্চ্ছা অজ্ঞাতসারে আসিয়া রোমাবতীর চেতনা হরণ করিল। মাধবিকা সসম্ভ্রমে প্রিয়সখীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া দেখিল যে, তাঁহার সর্ব্বশরীর হীন-প্রভ ও অবশ হইয়া গিয়াছে। তখন সে উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া কহিল হা নরনাথ পুরঞ্জয়! তোমার কি সর্ব্বনাশ হইল! হা রাত্রি! তুমি অন্ধ-

যের নিধি হারাইলে! হা সখীজন! তোমরা এ জন্মের মত রোমাবতীর মুখ-সুধাকর দর্শনে বঞ্চিত হইলে। হা রোমাবতী-হৃদয়-রঞ্জন! তুমি কি অকৃত-পুণ্য হত-ভাগ্য! যে এতাদৃশ রত্ন পাইয়াও হৃদয়ে ধারণ করিতে পাইলে না। হা প্রিয়সখি! তোমার অলোক-সামান্য রূপ লাবণ্যের কি এইরূপ পরিণতি হইল! হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল?

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে সে রোমাবতীর নিশ্বাস-পবন প্রবহমাণ অনুভব করিয়া ব্যাকুলভাবে তাঁহাকে ভূতলে শায়িত করিল, এবং ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া সলিলানয়ন পূর্ব্বক তাঁহার নয়নে জলোচ্ছ্বাস প্রদান করিয়া নব পল্লব জীবন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ শুশ্রূষার দ্বারা রোমাবতীর চৈতন্যোদয় হইল। তখন তিনি শনৈঃ শনৈঃ নেত্রোন্মীলন করিয়া মেঘোন্মুক্ত শশি-বিম্বের ন্যায় নিজ নৈসর্গিক শোভা পরিগ্রহ করত উপবেশন করিলেন। মাধবিকা তাঁহাকে প্রত্যাগতাসু দেখিয়া দেহে যেন প্রাণ পাইল, এবং তাঁহার চরণ ধারণ পূর্ব্বক নগরে ফিরিয়া যাইবার জন্য কাতর-স্বরে ভূয়োভূয়ঃ প্রার্থনা করিতে লাগিল। রোমাবতী কহিলেন প্রিয়সখি! শ্রেয়স্কর

কার্য্যে অনেক বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। অতএব আমাদের এই কার্য্য যে, সম্পূর্ণ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে তাহা কোন প্রকারেই সম্ভাবিত নহে। নীচাশয় লোকেরা বিঘ্ন ভয়ে কোন কার্য্য আরম্ভ করিতেই পারে না, মধ্য-বৃত্তেরা আরম্ভ করিয়া বিঘ্ন দর্শন মাত্রে তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় কিন্তু উত্তম প্রকৃতি মানবগণ বিঘ্ন-কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ প্রতিহত হইয়াও প্রারব্ধ কার্য্য কখন পরিত্যাগ করেন না। অতএব মাধবিকে! এই অকিঞ্চিৎকর বিঘ্ন দর্শনে অভীষ্ট সাধন হইতে পরাঙ্মুখ হওয়া আমাদের কোন প্রকারেই উচিত নহে। এক্ষণে পুনর্ব্বার গাত্রোত্থান কর—আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে।

এই বলিয়া রোমাবতী ক্লেশকে ক্লেশ বোধ না করিয়া মাধবিকা সমভিব্যাহারে সেই অরণ্যমধ্যে পুনর্ব্বার গমন করিতে লাগিলেন। কিছু দূর গমন করিয়াই দেখিলেন এক প্রকাণ্ড-কায় ভীষণাকার ব্যাধ তাঁহাদের অভিমুখে আগমন করিতেছে। তাহার কেশ-পাশ লতাজালদ্বারা বদ্ধ, কর্ণে রুদ্রাক্ষের কুণ্ডল, কণ্ঠে অস্থিমালা, বাম হস্তে ধনুঃ, দক্ষিণ হস্তে শর, পৃষ্ঠে দুই তূণীর এবং পরিধান পূতিগন্ধি ব্যাঘ্রচর্ম্ম। তাহাকে

দেখিয়া রোমাবতীর কিছু মাত্র ভয় হইল না, তিনি ভাবিলেন ভালই হইল, এক্ষণে মনুষ্য দর্শন পাইলাম, ইহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিব যদি নিকটে কোন পর্ব্বতাদি থাকে তথায় আরোহণ করিয়া প্রাণবল্লভের সমাগম কামনায় যোগানুষ্ঠান আরম্ভ করিব। তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমত সময়ে ব্যাধ তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তাদৃশ জন-সমাগম-শূন্য বিজন মধ্যে সৌবর্ণ প্রতিমার ন্যায় সেই কামিনীকে অবলোকন করিয়া একবারে চমৎকৃত হইল এবং বলিয়া উঠিল একি অদ্ভুত পদার্থ! এরূপ স্ত্রীত কখন দেখি নাই, বোধ হয় পশুপতি আমার বল বিক্রমে প্রসন্ন হইয়া পারিতোষিক স্বরূপ এই রত্নদ্বয়কে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, নচেৎ এতাদৃশ নিবিড় অরণ্য মধ্যে ইহাদের আসিবার সম্ভাবনা কি? যাহা হউক অনন্তর সে আপনার রূপ গুণ শৌর্য্য বীর্য্যাদির বিষয় প্রকাশ করিয়া অগ্রে তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিবার অভিলাষে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিল অঙ্গনে! তোমরা কে? কি জন্য এই নির্জ্জন বনে আগমন করিয়াছ? আহা! তোমাদের রূপ দেখিয়া চক্ষুর পাপ যায়। আমি তোমাদিগকে

দেখিয়া যে, কিরূপ আনন্দিত হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক, তোমাদিগকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত দেখিতেছি, অতএব আর এখন চলিবার আবশ্যকতা নাই, কিয়ৎক্ষণ এই স্থানে বিশ্রাম কর, পরে আমার আবাসে গমন করিবে।

মাধবিকা ব্যাধের দুষ্টাভিসন্ধি বোধ করিয়া সভয়ে কহিল, ভদ্র! তোমার আবাসে যাইতে আমাদিগের অভিলাষ নাই, নিকটে যদি কোন পর্ব্বত বা তপোবন থাকে, বলিয়া দাও, আমরা তথায় গমন করিব। ব্যাধ এই কথা শ্রবণ করিয়া কোপ-রক্ত-নয়নে উত্তর করিল, প্রমদে! পৃথিবীতে এমত নারী কে আছে, যে আমার রূপ ও গুণে বিমোহিত না হয়, এবং আমার প্রেমপাত্র হইবার অভিলাষ না করে? আমার রূপ প্রত্যক্ষই দেখিতেছ, ইহার বিষয়ে আর কি বলিব? গুণ ও বিক্রমের কথা শ্রবণ কর—আমি প্রাতঃকালে মৃগয়ায় নির্গত হইয়া শশক শৃগাল মেষ মৃগাদি কত পশু ও কত পক্ষীর যে প্রাণ বিনাশ করি, তাহার সংখ্যা করা যায় না; সমস্ত দিন অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিলেও আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ হয় না; যে বৃক্ষে বানরেরাও উঠিতে সঙ্কুচিত হয়, আমি তাহাতে

দুরারোহ বৃক্ষেও অবলীলাক্রমে উঠিতে পারি, সুতরাং সকল বৃক্ষের ফল এবং সকল বৃক্ষের শাখাগ্রস্থিত কুলায় হইতে পক্ষিশাবক আনয়ন করা আমার অতীব সহজ কর্ম্ম; আমার চরণ ও গাত্রচর্ম্ম এমত কঠিন যে, পাষাণ-কীলক ও সুদৃঢ় কণ্টকে বারম্বার অভিহত হইয়াও বিদীর্ণ হয় না, মৃগয়া-লব্ধ মাংসদ্বারা আমার গৃহ সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকে; আমার কুটীরের চতুর্দ্দিকে অস্থিরাশি ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না; পাঁচ ছয়টা কুকুর আমার মৃগয়া-সহচর ও গৃহরক্ষক-স্বরূপ নিযুক্ত আছে; দশ খান বেণুময় চাপ, সহস্র তীক্ষ্ণ শর ও বিংশতিটা শরধি আমার গৃহে সর্ব্বদা সংস্থাপিত থাকে। অতএব, সুন্দরি! এরূপ রূপ-গুণ-বিভব-শালী পুরুষের প্রেম-পাত্র হওয়া কি সামান্য সৌভাগ্যের কর্ম্ম! স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ নির্ব্বোধ, তাহারা স্বতঃ কোন শ্রেয়স্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না; যাহা হউক, যদি তোমরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমার অনুগামিনী না হও, তবে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব, কেহই তাহা নিবারণ করিতে পারিবে না।

ব্যাধবাক্য শ্রবণে রোমাবতীর প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি ভাবিলেন একি বিষম বিপদ! এ দুরাত্মা কোথা

হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল? মাধবিকার কথা শুনিয়া কেন ফিরিয়া গেলাম না। এক্ষণে এ পাপিষ্ঠ যদি কোন রূপ বল প্রয়োগ করে, তবে ত সর্ব্বনাশ হইল।— অথবা সর্ব্বনাশই কি? দুরাচারকে গাত্র স্পর্শ করিতে উদ্যত দেখিলেই, যে কোনরূপে হউক, প্রাণত্যাগ করিয়া পতিব্রতাধর্ম্ম রক্ষা করিব। হা জগদীশ্বর! রোমাবতীকে আত্ম-ঘাতিনী করাই কি তোমার উদ্দেশ্য ছিল। এই জন্যই কি তুমি ইন্দ্রজাল সময়ে সেই মহাত্মাকে অবলোকন করাইয়া ইহাকে উন্মাদিনী করিয়াছিলে? এই জন্যই কি বিজনে গমন করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে রোমাবতীকে প্রবৃত্তি দিয়াছ? হা তাত! হা মাতঃ! তোমাদের আদেশ লঙ্ঘনের ফল অদ্য সম্পূর্ণ ফলিল। হা প্রাণেশ্বর! পত্নী রক্ষা করা পতির কর্ম্ম, তুমি যে হও, আমি তোমাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি; এক্ষণে তোমার সেই ধর্ম্মপত্নী কৃতান্তদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়াছে, তুমি কিরূপে এবং কোথায় নিশ্চিন্ত হইয়া আছ? হা ধর্ম্ম! তোমাকে অবলম্বন করিলে কি এই ফল হয়!

রোমাবতী বিহ্বলার ন্যায় সাশ্রুনয়নে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, মাধবিকা তাঁহার স্কন্ধে হস্ত প্রদান করিয়া

সজলনেত্র-নেত্রে কাঁপিতেছে, এমত সময়ে এক কর্দ্দম-লিপ্ত প্রকাণ্ড-কায় বরাহ মুস্ত-প্ররোহ খনন করিতে করিতে পুরোভাগে দৃশ্যমান হইল। ব্যাধ বরাহ দর্শন মাত্র ঘোর-রবে গর্জ্জন ও আস্ফালন করিয়া "প্রেয়সি! আমার বল বীর্য্য দেখ" এই বলিয়া শরাসনে শর সন্ধান পূর্ব্বক তাহার সম্মুখীন হইল। সেও ব্যাধকে জিঘাংসু দেখিয়া সটাচ্ছটা উন্নত করত ভয়ঙ্কর গর্জ্জন সহকারে আক্রমণ করিল। কিরাত বিলক্ষণ শিক্ষিত-হস্ত ছিল, সুতরাং তৎপ্রহিত তীক্ষ্ণ শরজাল-দ্বারা ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ হইয়া বরাহ অচিরাৎ প্রাণত্যাগ করিল। দৈবের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! গুণনিধি রঞ্জন! বরাহের ভূমি-পাত হইতে না হইতেই, তুমি যেরূপ শার্দ্দুলের কথা বর্ণন করিয়াছ, অবিকল সেই রূপ এক ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল কিরাতকে লক্ষ্য করিয়া বন-জঙ্গল হইতে বহির্গত হইল। তখন কিরাতের পলায়ন পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করাই উচিত ছিল, কিন্তু কামিনী-দ্বয়কে পৌরুষ প্রদর্শন করিতে গিয়া বিপদে পতিত হওয়া মূর্খদিগের সাহজিক ধর্ম্ম। পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিলে পাছে পূর্ব্বোক্ত তরুণীদ্বয়ের সম্মুখে আপনার কাপুরুষতা প্রকাশ হয়, এই জন্য কিরাত

সেই ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রের সহিতও সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু সাক্ষাৎ কৃতান্তহইতে আত্মরক্ষা করা কাহার সাধ্য? শার্দ্দূল দুই চারি বাণাঘাত প্রাপ্ত হইয়াও এক লম্ফে ব্যাধের উপরিভাগে পতিত হইয়া তাহাকে স্কন্ধে করিয়া বনমধ্যে চলিয়া গেল, রোষাবতী ও মাধবিকা ভয়ে সঙ্কুচিত-গাত্র হইয়া তরুপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল না।

এই আকস্মিক বিপৎপাত অতিক্রান্ত হইলে তাঁহারা বৃক্ষপার্শ্বহইতে বহির্গতা হইলেন, এবং ধর্ম্ম তাঁহাদের রক্ষা করিলেন ভাবিয়া দ্রুত-পদে তথাহইতে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া মাধবিকা কহিল, ভর্তৃদারিকে! আমরা এই অরণ্যমধ্যে কোথায় যাই? যাইবার উদ্দেশ্য স্থান কিছুই দেখি না। এ স্থানে এমত মনুষ্য কেহ নাই, যাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কিছু জানা যায়। সম্প্রতি যে ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে দেহ প্রাণ ধর্ম্ম সমুদায়ই বিনষ্ট হইত। কেবল জগদীশ্বরের অনুকম্পায় তাহা হইতে মুক্ত হওয়া গেল। এই ভীষণ অরণ্যানীমধ্যে যে, সেইরূপ বিপদ্ আর ঘটিবে না, তাহারই বা

যৌবন! কি? অজ্ঞাত-ধর্ম্ম কিরাতাদির কথা দূরে থাকুক, তোমাকে গজেন্দ্র-গমনে গমন করিতে দেখিলে মুনিজনেরও মানস চঞ্চল হয়। এরূপ রত্ন দৃষ্টি-গোচর হইলে কে না আত্মসাৎ করিতে যত্ন করিয়া থাকে? অতএব সুলোচনে! আর আমি তোমার এরূপ গমনে অনুমোদন করিতে পারি না। এক্ষণে স্থির-চিত্তা হইয়া অগ্রে গন্তব্য স্থান স্থির কর, পশ্চাৎ গমন করিবে। মাধবিকার কথা শ্রবণ করিয়া রোমা-বতী কহিলেন প্রিয়সখি! তুমি যে কথা কহিতেছ, সে বিষয়ে আমি কোন চিন্তা করিতেছি না, এমত নহে। এ ভয়ঙ্কর গহনমধ্যে বিপদ্ ঘটিবার অসম্ভাবনা কি? কিন্তু শুনিয়াছি যে, মধুরাজীর দক্ষিণে অরণ্যমধ্যে মেঘ-নীল নামে এক শৈল আছে; বোধ হয়, আমরা তাহার অতি সন্নিধানেই উপস্থিত হইয়াছি। ঐ দেখ, তরুশাখার অধর দিয়া নবীন নীরদের ন্যায় সেই মহীধর লক্ষ্য হই-তেছে। ঐ শৈলে আরোহণ করিয়া তপশ্চর্য্যা আরম্ভ করিলেই আর আমাদের কেহ সন্ধান পাইবে না, অতএব চল ঐ স্থানে গমন করা যাউক। কিন্তু নারী-বেশ বিপদের আকর! এ বেশে যেখানে যাইব, সেই-খানেই বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব এই দণ্ডেই

ইহা পরিত্যাগ করিয়া পুরুষ-পরিচ্ছদ পরিগ্রহ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অতএব আইস, আমরা এ বেলা এই স্থানেই অবস্থান করিয়া পুরুষপরিচ্ছদের আয়োজন করি। অপরাহ্নে, শৈলসানুতে আরোহণ করা যাইবে। এই বলিয়া উভয়ে এক প্রকাণ্ড বনস্পতির মূলদেশে যাইয়া উপবেশন করিলেন।

তখন বেলা প্রায় দুই প্রহর হইয়াছিল। মাধবিকা ইতস্ততঃ অন্বেষণ করত নানাবিধ সুস্বাদ বন্য ফল আহরণ করিয়া রাজনন্দিনীকে ভোজন করাইল, এবং তাঁহার অনুরোধে আপনিও ভোজন করিল। ভোজন সমাপন হইলে সে রাজতনয়ার আদেশে নারিকেল, রুদ্রাক্ষফল, বল্কল, শুক্কেক্ষন প্রভৃতি যোগী সাজিবার নানাবিধ উপকরণ সমাহরণ করিয়া তাঁহাকে সাজাইতে বসিল। আহা! রোমাবতীর যে কেশপাশ পূর্ব্বে বিচিত্র কবরী-বন্ধন ও শিরোরত্নে শোভিত হইত, এক্ষণে মাধবিকা সেই কেশ বিনাইয়া অপূর্ব্ব জটাজুট প্রস্তুত করিয়া দিল। যে শরীর অগুরু, কুঙ্কুম, গন্ধসার প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যে সুবাসিত থাকিত, এক্ষণে সেই স্বর্ণ-অঙ্গে দারুঘর্ষণজ-বহ্নি-ভস্ম লেপিত হইতে লাগিল। যিনি সর্ব্বদা অপূর্ব্ব কৌষেয় বসন পরিধান করিতেন, তিনিই

এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বল্কল সকল সংযোজিত করিয়া গাত্র
আচ্ছাদন করিলেন। যে পীনোন্নত পয়োধরে অপূর্ব্ব
রত্নহার বিরাজিত হইত, সম্প্রতি সেই স্থানে অভিনব
রুদ্রাক্ষমালা সমর্পিত হইল। যে পাণি কমল বা কুসুম-
স্তবকে সর্ব্বদা সুশোভিত থাকিত, অধুনা সেই পাণিতে
নারিকেল-নির্ম্মিত কমণ্ডলু লম্বমান হইল। যে নিতম্ব
মুক্তাময় সারসনে অলঙ্কৃত হইত, এক্ষণে তথায় তৃণময়ী
মেখলা সমাবদ্ধ হইল। আহা! সে রূপের
শোভা আর কি বর্ণন করিব! তৎকালে উহা কেবল
ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি, মেঘান্তরিত শশিবিম্ব ও পাংশু-লিপ্ত
মহামণির ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। যাহা হউক,
তিনি স্বয়ং এইরূপ অপূর্ব্ব যোগিবেশ ধারণ করিয়া
অন-মাধবিকাকেও আপনার ন্যায় সাজাইয়া দিলেন। অন-
ন্তর, তাঁহারা দুই জনে সর্ব্ব-জন-মোহনাকার দুই তাপস-
কুমার হইয়া সেই মেঘনীল শৈলের সন্নিধানে গমন
করিলেন। অনন্তর এক বন্ধুর পথ অবলম্বন করিয়া
উহার এক রমণীয় প্রস্থদেশে আরোহণ পূর্ব্বক সে
রাত্রি তথায় যাপন করিলেন।

পর দিন প্রভাতে তাঁহারা নীলাম্বু প্রস্রবণে স্নান
করিয়া পূর্ব্ব দিনের ন্যায় বেশভূষা সমাধা করিলেন।

অনন্তর রোমাবতী প্রাণবল্লভ সমাগমে সঙ্কল্প করিয়া হিমাংশু-শেখরের নিমিত্ত হৈমবতীর ন্যায় যোগানুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন। মাধবিকা তাঁহার তপঃসাধনোপযোগী উপচার সকল আহরণ করিয়া দিয়া আপনিও দেবারাধনায় প্রবৃত্তা হইল। বেলা তৃতীয় যাম অতীত হইলে তাঁহারা গাত্রোত্থান করিয়া সমীপস্থ তরু হইতে ফল মূল এবং প্রস্রবণ হইতে জল আনয়ন করিয়া ভোজন ও পান করিলেন। অনন্তর পত্র বল্লী, গুল্ম প্রভৃতি সংগ্রহ করত দুই জনের দুইখানি কুটীর প্রস্তুত করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।—হে রোমাবতী-জীবিতেশ্বর রঞ্জন। তুমি যাঁহার নিমিত্ত তাদৃশ কষ্ট ভোগ করিয়াছ সেই রোমাবতী তোমার নিমিত্ত কিরূপ অবস্থাপন্না হইয়াছেন তাহা শ্রবণ করিলে? তিনি ত্বদেকাধীনজীবিতা হইয়া জনক জননী রাজ্য বিভব প্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া সখীমাত্র সমভিব্যাহারে বনবাসিনী হইয়া তোমার সমাগমাভিলাষে তপস্বিবেশে তপঃসাধন করিতেছেন। হায়! আর কত কাল তিনি সেরূপ অবস্থায় কালক্ষেপ করিবেন? তাঁহার কোমল জীবনে আর কত ক্লেশ সহ্য হইবে? দেবতা আর কত কাল অপ্রসন্ন থাকিবেন? আর তোমার উপেক্ষা করা

উচিত নহে। এক্ষণে যাহাতে তাঁহার জীবন রক্ষা হয় সত্বর তাহার উপায়বিধান কর।”

রঞ্জন তাপসমুখে প্রিয়তমার এই সকল বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মুক্তকণ্ঠে কান্দিয়া কহিলেন হা জীবিতেশ্বরি রোমাবতী। এক্ষণে তোমার নামগ্রহণ করিয়াও চরিতার্থ হইলাম। হা প্রিয়তমে। তুমি আমার নিমিত্ত কি জন্য এরূপ ক্লেশ ভোগ করিতেছ? রত্নকেই সকলে প্রার্থনা করে; রত্ন কখন গ্রহীতাকে অন্বেষণ করে না। হা রাজিরাজ্ঞি! তোমাকে বনবাসিনী ও তপস্বিনী শ্রবণ করিয়া কি রূপে হৃদয় ধারণ করিলাম! মুনিবর! আপনি আমার প্রিয়তমার বার্ত্তা শ্রবণ করাইয়া মুমূর্ষু দেহে জীবনদান করিলেন কিন্তু এক্ষণে তিনি কোথায় আছেন, এবং কি রূপে আমি তথায় যাইব, কি প্রকারেই বা তাঁহাকে চিনিতে পারিব এ সমস্ত বৃত্তান্ত শীঘ্র না বলিয়া দিলে প্রাণ বিয়োগ হয়। আহা! যদি আমি পক্ষী হইতাম তবে, তিনি যেখানে আছেন আপনি বলিবামাত্র তথায় উড়িয়া গিয়া তাঁহার করতলে উপবেশন করিতাম। যাহা হউক, আর আমার বিলম্ব সহে না; শীঘ্র বলুন! শীঘ্র বলুন!

দ্বিতীয় তাপস রঞ্জনের এই রূপ অধীরতা

দর্শন করিয়া সত্বরপদে কুটীরে প্রবেশ পূর্ব্বক বিচেতন-প্রায় ধূলিধূষর অশ্রুমুখ সহচরের করাকর্ষণ করিয়া কুটীর হইতে বাহির করিলেন এবং রঞ্জনকে সম্বোধিয়া কহিলেন প্রিয়সখ! আর তোমার উদ্বেগের বিষয় নাই, রোমাবতীর তপঃসিদ্ধি হইয়াছে, দেবতা-প্রসন্ন হইয়াছেন। তুমি যে মেঘনীল পর্ব্বতের কথা শ্রবণ করিলে এ সেই পর্ব্বত, তোমার প্রিয়তমা ও তাহার সখী যে দুই কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ঐ সেই কুটীর, তোমার প্রিয়তমার যে সহচরীর কথা শ্রবণ করিলে আমিই সেই মাধবিকা এবং ইনিই তোমার হৃদয়রঞ্জিতা রোমাবতী!!! রঞ্জন এই কথা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়োদ্ভ্রান্ত নয়নে তাঁহার প্রতি নেত্রপাত করিয়া দেখেন যে তিনি তখন তপস্বিভাব পরিত্যাগ করিয়া অপূর্ব্ব তপস্বিনী ভাব অবলম্বন করিয়াছেন এবং তাঁহার সর্ব্বাবয়বে ইন্দ্রজালসায় দৃষ্ট সেই সমুদায় সৌন্দর্য্য লক্ষিত হইতেছে। যাহা হউক তৎকালে তিনি দেখিলেন যে তাঁহার মুখমণ্ডল ঈষৎ লোহিত বর্ণ হইয়া ব্রীড়ায় অবনত হইয়া রহিয়াছে; কপোল দেশে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মোদয় হইয়াছে; নেত্রযুগল হইতে অজস্র অশ্রুধারা নিপতিত হইয়াছে, অকৃত্রিম-রাগ অধরদল ঈষৎ স্ফুরিত হইতেছে; শরীরের সৌবর্ণ বর্ণ

অপাঙ্গদিগকে লুক্কায়িত করিতেছে; সমুদায় গাত্রযষ্টি ঈষৎ কম্পমান হইতেছে এবং তাহাতে খরতর রোমাঞ্চ আবির্ভূত হইয়াছে।

তৎকালে সেই প্রণয়ি-যুগলের মনোমধ্যে যে কিরূপ অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল তাহা বর্ণনাতীত। তখন তাঁহারা কি লৌহত্ব পরিত্যাগ করিয়া স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইলেন! কি ভূমি হইতে স্বর্গে আরোহণ করিলেন! কি মরণানন্তর পুনর্জীবন লাভ করিলেন! তাহার কিছুই বলা যায় না। তখন উভয়েই উভয়ের প্রতি নিশ্চল দৃষ্টিপাত করিয়া উন্মত্তের ন্যায়, মূকের ন্যায়, বিহ্বলের ন্যায় জড় ও নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, কাহারও মুখহইতে কিছুমাত্র বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। অনন্তর মাধবিকা সাশ্রুনয়নে পরিহাস পূর্ব্বক কহিল রাজতনয়ে! সেরূপ ব্যাকুলতার পর এরূপ তুষ্ণীম্ভাব কি ভাল দেখায়? যাঁহার জন্য তত কষ্ট স্বীকার করিয়াছ এবং যাঁহাকে না পাইলে প্রাণত্যাগ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে এক্ষণে সেই জনকে সম্মুখে এরূপ কাতর দেখিয়া এক বার মধুরবচনে সান্ত্বনা করাও কি উচিত হয় না? লজ্জা কি প্রিয়তম অপেক্ষা বড় হইল? যাহা হউক সম্প্রতি আর এরূপ করিয়া থাকা ভাল হইতেছে না,

এক্ষণে কুশল প্রশ্নাদি দ্বারা পরস্পর পরস্পরের সম্ভাষণা কর, পরস্পরের দুঃখ শ্রবণে পরস্পর কাতর হও এবং পরস্পর পরস্পরের নিকট হৃদয়কপাট উদ্ঘাটন করিয়া দাও। রোমাবতী তখন আর কি উত্তর করিবেন? প্রাণনাথকে পর্ব্বতে সমাগত দেখিয়াই তিনি চিনিতে পারিয়াছিলেন সুতরাং তদবধি মনঃ প্রাণ দেহ কিছুই তাঁহার নিজের আয়ত্ত ছিল না। সুতরাং লজ্জাবনত-মুখে তূষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিলেন। রঞ্জন কহিলেন প্রিয়সখি! সম্ভাষণাদি দ্বারা প্রণয় প্রদর্শন করিবার আর আবশ্যকতা নাই। উভয়েই উভয়ের হৃদয়গত ভাব বিলক্ষণ অবগত হইয়াছি, অতএব সে বিষয়ের নিমিত্ত আর প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমি জিজ্ঞাসা করি, তুমি আদ্যোপান্ত সমস্ত অবগত আছ, বিলক্ষণ বুদ্ধিমতীও বট, অতএব এক্ষণকার কর্ত্তব্য কি? কিরূপ করিলে সকল দিক্ বজায় থাকে তাহা বল। আমাকে যাহা কহিবে তাহাতেই প্রস্তুত আছি।

রঞ্জনের এই কথা শ্রবণ করিয়া মাধবিকা জিজ্ঞাসু-নয়নে রাজতনয়ার প্রতি নেত্রপাত করিলে তিনি বহু-ক্ষণের পর নম্রবদনে ও লজ্জাজড়িতবচনে কহিলেন "প্রিয় সখি! গান্ধর্ব্ব বিধানে বরকন্যা স্বয়ং পরিণীত হইলে

রঞ্জন কর্ত্তৃক দানের অপেক্ষা করে না যথার্থ বটে কিন্তু সেই পরিণয় তাঁহাদিগের অনুমোদিত হইলেই ভাল হয়।" তখন মাধবিকা কহিল "তবে আমার মতে কল্য প্রভাতে সর্ব্বসমেত ময়ূরাঙ্গী গমন করা যাউক। রাজা ও রাজ্ঞী আমাদের নিমিত্ত অত্যন্ত শোকাকুল আছেন তাঁহারা আমাদিগকে দেখিতে পাইলে যে অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইবেন এবং আমাদিগের মনোরথ সম্পাদন করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিবেন তাহার কোন সংশয় নাই।" অনন্তর এই প্রস্তাবই সকলের যুক্তি যুক্ত বলিয়া বোধ হইল এবং প্রভাত হইলেই ময়ূরাঙ্গী গমন করিবেন বলিয়া সকলেই সমুৎসুক রহিলেন।

এই সময়ে দিবাবসান হইল। দিনমণি বারুণী সেবায় রত হইয়া অবসন্নকর ও রক্তবর্ণ হইলেন এবং ক্রমশঃ তেজোহীন হইয়া অম্বর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলাইতে লাগিলেন। তাঁহারা মধ্যাহ্নের অব্যবহিত পরেই একত্র সমাগত হইয়া কথোপকথন আরম্ভ করিয়াছিলেন। ক্রমে দিবার চতুর্থ যাম অতীত হইয়া সন্ধ্যা উপস্থিত; এপর্য্যন্ত তাঁহাদের সংজ্ঞা ছিল না। তখন মাধবিকা পরিহাস করিয়া রঞ্জন ও রোমাবতীকে

কহিল তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে আর ধর্ম্মা-চরণের প্রয়োজন নাই কিন্তু আমাকে ত সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে হইবে। অতএব ক্ষণকালের জন্য আলাপের বিশ্রাম দাও। রঞ্জন উত্তর করিলেন সখি! তুমিও যাহাতে এই রূপ চেতনা শূন্য হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিস্মৃতা হও তাহারও চেষ্টা করা যাইবে। এইরূপ পরিহাসের পর সকলে গাত্রোত্থান করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিলেন এবং পুনর্ব্বার একত্র হইয়া এক এক শিলাতলে উপবিষ্ট হইলেন। নানাবিধ কথা প্রসঙ্গে রজনীর বহুভাগই অতীত হইল অনন্তর রোমা-বতী ও মাধবিকা এক কুটীরে এবং রঞ্জন অপর কুটীরে শয়ন করিলেন। শয়ন করিয়া রোমাবতী মনে মনে চিন্তা করিলেন যে যাঁহার প্রতি সকলেরই ইন্দ্রজাল-দর্শিত অলীক পুরুষ বলিয়া ভ্রম ছিল এবং কখন কখন আমারও যাঁহাকে তাদৃশ রূপেই বোধ হইত, দৈবানুগ্রহে তিনি যথার্থই আমার জীবিতেশ্বর হইলেন। আমি ত এখন চরিতার্থ হইলাম। কিন্তু মাধবিকা আমার সহিত যে, এতাদৃশ ক্লেশভোগ স্বীকার করিল তাহার ফল কি হইল? প্রিয়তমের সেই সহচরের প্রতি উহার অনু-রাগ সঞ্চার বিলক্ষণ লক্ষিত হইয়াছে এবং বোধ হয় সেই

অভীষ্টসিদ্ধি লাভ ও উহার তপশ্চর্য্যার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতিবশতঃ আমার নিকট স্পষ্ট-রূপে ব্যক্ত করে নাই। যাহাহউক যে ব্যক্তি আমার দুঃখে দুখিনী হইয়া সংসারসুখ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অরণ্য-বাস আশ্রয় করিয়াছে তাহাকে অসুখিত রাখিয়া আমার বিবাহামোদে প্রবৃত্ত হওয়া কিরূপে উচিত হয়? বোধ হয় ময়ূরাঙ্গী গমন করিলেই সেই প্রিয়সুহৃদের দর্শন পাওয়া যাইবে অতএব এক্ষণে আর অন্যমতের আবশ্যকতা নাই, অগ্রে সেই স্থানেই গমন করা যাউক, বোধ হয় দৈব এত অনুকূলতা প্রদর্শন করিয়া আর প্রতিকূল হইতে পারিবেন না। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কথঞ্চিৎ তাঁহার নিদ্রাবেশ হইল।

—●○○●—

রোমাবতী।

সপ্তম উল্লাস।

রজনীর শেষ যামেই রঞ্জনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি রোমাবতী সংক্রান্ত নানা বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ভাবিলেন, বন্ধু তাঁহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া প্রিয়তমার উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার কথা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক বহির্গত হইয়া সেই ভয়ঙ্কর পথে যে যে বিপদে পড়িয়াছিলাম, বন্ধুরও তদ্রূপ বিপদে পতিত হওয়া অসম্ভাবিত নহে। সম্প্রতি আমি সেই সকল বিপজ্জাল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রিয়তমা-সমাগমে সুখভোগে প্রবৃত্ত হইতেছি, কিন্তু বন্ধু কোথায় আছেন? কি করিতেছেন? জীবিত আছেন? কি সংসারলীলা সম্বরণ করিয়াছেন? তাহার কিছুই মনে করিতেছি না। আমি কি কৃতঘ্ন! কি পামর! যে ব্যক্তি কেবল আমার

প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া সমুদয় স্বজন ও স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুঃখোদধিতে অবগাহন করিয়াছে, আমি তাহার চিন্তায় একবারও চিন্তাকুল হইতেছি না এবং তাহার অনিষ্টাপাত সম্ভাবনা করিয়াও আপনার ইষ্টলাভ সম্পাদনে সযত্ন হইতেছি! আমার ন্যায় স্বার্থপর নির্লজ্জ লোক আর কে আছে? যাহা হউক প্রভাতে ময়ূরাক্ষী গমনের অবধারণ হইয়াছে যথার্থ বটে; কিন্তু তথায় গমন করিয়া যাবৎ প্রিয়সুহৃদের দর্শন না পাইব অথবা কোনরূপে তাঁহার শারীরিক কুশল সংবাদ প্রাপ্ত না হইব তাবৎ কখনই বিবাহামোদে মত্ত হইব না। তাদৃশ মিত্রহীন হইয়া সুখলাভেরই আশা কি? জীবনেরই বা প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ আমি পিতার পরমস্নেহাস্পদ ছিলাম; আমি সেইরূপে তথা হইতে পলায়ন করিয়া আসিলে তিনি কিরূপ অবস্থায় আছেন এ পর্য্যন্ত তাহার বার্ত্তামাত্র প্রাপ্ত হইলাম না। তিনি অসুখিত থাকিতে আমার সুখভোগে লিপ্ত হওয়া কিরূপে হইতে পারে? যাহা হউক অগ্রে ময়ূরাক্ষী গমন করি, পরে যেরূপ কর্ত্তব্য হয় করা যাইবে।

রঞ্জন মীলিত-নয়নে এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে বিভাবরী প্রভাত হইল। বিধাতার

কার্য্য কি বিচিত্র? এই সময়ে কুমুদবন শোভাহীন, কমলবন প্রফুল্ল, উলূকের হর্ষক্ষয়, চক্রবাকের প্রীতি, নিশানাথের অস্তগমন ও প্রভাকরের উদয়প্রাপ্তি হইল। রোমাবতী ও মাধবিকা গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিলে রঞ্জনও শয্যাপরিত্যাগ পূর্ব্বক দিনাদি-কার্য্য সকল সমাধান করিলেন। অনন্তর রোমাবতী তত্রত্য বনস্পতি বনদেবী প্রভৃতি সকলকে পৃথক্ পৃথক্ বন্দনা এবং সকলের সমীপে আত্মাপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ভবন গমনাভিলাষে প্রিয়তম ও প্রিয়-সখীর সমীপে আগমন করিলেন। পরে ময়ূরাক্ষী গমনের যাত্রা হইল। অগ্রে রঞ্জন পশ্চাৎ মাধবিকা ও মধ্যে রোমাবতী এইরূপ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তাঁহারা পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর অবতীর্ণ হইয়া ভূমিতে পাদনিক্ষেপ করিতেছেন এমত সময়ে চতুর্দ্দিক্ হইতে এক ভয়ঙ্কর কোলাহল শ্রুতি-গোচর হইল। রোমাবতী ও মাধবিকা, সেই কলরব শ্রবণমাত্র সভয়ে গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। রঞ্জন চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ ভল্লুক গণ্ডার মহিষ মৃগ প্রভৃতি আরণ্য জন্তু সকল ভয়বিহ্বল হইয়া নৈসর্গিক বৈরিতা পরিত্যাগ

পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে। তরুগণ তাহাদের গাত্রঘর্ষণে ত্বকশূন্য ভগ্ন ও উৎপাটিত হইতেছে এবং মনুষ্যের কল কল ধ্বনিতে বন ও গিরিভূমি যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। কোথা হইতে এই লোক সঙ্ঘের সমাগম হইল? কি নিমিত্ত ইহাঁরা এখানে আসিল? তিনি মনে মনে এই রূপ আন্দোলন করিতেছেন, এমত সময়ে কতিপয় শস্ত্রপাণি সৈনিক পুরুষ দ্রুতপদে আসিয়া তাঁহাদের গতিরোধ করিল, এবং কহিল মহাশয়! আমাদের সেনাপতি এই অরণ্যের প্রান্তভাগে আছেন তাঁহার আদেশ এই যে, এই অরণ্য-মধ্যে কি স্ত্রী কি পুরুষ মনুষ্য দেখিলেই তাহাকে রুদ্ধ করিয়া তাঁহার নিকট সমর্পণ করিব। অতএব আপনাদিগকে তথায় যাইতে হইবে।

তাহাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই মনে মনে চিন্তা করিলেন বিধাতার বুঝি যন্ত্রণা দিবার অভিলাষ এখনও চরিতার্থ হয় নাই; নচেৎ এতাদৃশ সময়ে কেন আমার গমনের এরূপ প্রতিবন্ধকতা করিবেন? যাহা হউক রঞ্জন বিনয়বচনে কহিলেন, "ভদ্র! দেখিতেছ, ইঁহারা দুই জন তপস্বী, আমি উঁহাদের অনুচর। এতাদৃশ নিরীহ ও শিবিরবাদী লোক লইয়া

তোমাদের প্রভুর কি অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে? অতএব আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য লোকের অনুসন্ধান কর।' সৈনিক পুরুষেরা তাঁহার এইরূপ বিনয়োক্তি শ্রবণ করিয়াও কিছুতেই তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিল না কিন্তু কাহারও গাত্রস্পর্শ না করিয়া কেবল বিনয় বচনে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। তখন রঞ্জন, রোমাবতী ও মাধবিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ইঙ্গিতে কহিলেন তোমার যে, তপস্বিভাব পরিত্যাগ কর নাই ইহাই এখনকার সৌভাগ্য মনে করিতে হইবে। যাহা হউক ইহারা অজ্ঞ, ইহাদের নিকট আপনাদের তপস্বিতা দর্শাইয়া মুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই কিন্তু বোধ হয় ইহাদের সেনাপতির নিকট কাতরোক্তি করিয়া অবশ্যই কৃতকার্য্য হইতে পারিব। অতএব চল, সেই স্থানেই গমন করা যাউক। পরে বিধাতার মনে যাহা আছে তাহাই হইবে।

এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া তাঁহারা অগত্যা গমনে সম্মত হইলে সৈনিকগণ তাঁহাদিগকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া সেনাপতি সন্নিধানে লইয়া চলিল। যাইবার সময়ে তাঁহাদের মনোমধ্যে যে কিরূপ ভয় কিরূপ ব্যাকু-লতা ও কিরূপ অনিষ্টশঙ্কা উদ্ভূত হইতে লাগিল তাহা

বর্ণনাতীত। যাহা হউক তাঁহারা কিয়দ্দূর গমন করিয়া শুনিলেন যে, সেনাপতি এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া আছেন। রঞ্জন তাঁহার সমীপে গিয়া আপনাদের মুক্তি প্রার্থনা করিবার অভিলাষে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখেন যে, তাঁহার চিরন্তন সুহৃৎ মাধবই সেনাপতি-পদে বৃত হইয়া করতলে কপোলবিন্যাস পূর্ব্বক দুর্ব্বিগাহ চিন্তায় মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। রঞ্জন তাঁহাকে দেখিবামাত্র “সখে! জীবিত আছ?” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। তিনিও আবাল্যপরিচিত কণ্ঠস্বর শ্রবণে উন্মুখ হইয়া রঞ্জনকে অবলোকন করত লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর উভয়ে উভয়ের কণ্ঠ ধারণ পূর্ব্বক রোদন আরম্ভ করিলেন। আনুযাত্রিকগণ দেখিয়া তত্ত্বপরিজ্ঞানাভাবে বিস্ময়াপন্ন হইল এবং বহু যত্নে তাঁহাদিগকে সান্ত্বিত করিয়া আসনে উপবেশন করাইল। অনন্তর রঞ্জন বহুক্ষণে আত্মাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া প্রিয়সুহৃদের সমক্ষে আপনার নৌকা হইতে পলায়ন অবধি রোমাবতী প্রাপ্তি ও ময়ূরাক্ষী যাত্রাপর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। মাধব সমুদয় শ্রবণ করিয়া গদ্গদস্বরে কহিলেন সখে! তবে আর শোক কি? তবেত অপার আনন্দের সময়

উপস্থিত। ক্লেশকর কার্য্যের ফল জন্মিলে তাহাকে আর ক্লেশ বলিয়া বোধ হয় না। আমরা যে রত্নের নিমিত্ত এত যত্ন ও এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি, যখন্ তাহাকেই প্রাপ্ত করিলাম তখন্ সে সমুদায় ক্লেশ দূরগত হইয়াছে। বন্ধো! তোমার হৃদয়হারিণী রাজবালা স্বভবন হইতে কোথায় পলায়ন করিয়াছেন আমি ময়ূরাক্ষী গমন পূর্ব্বক মহারাজ পুরঞ্জয়ের নিকট এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া সাতিশয় কাতর হইলাম এবং কিরূপে ও কোথায় বা তাঁহার অনুসন্ধান পাই এই বিষয়ে অনবরত চিন্তা করিতে লাগিলাম। অনন্তর রাজার আদেশক্রমে এই সকল আনুযাত্রিকগণ সমভিব্যাহারে প্রথমতঃ তোমার অন্বেষণে গমন করিলাম কিন্তু তথায় গমন করিয়া শুনিলাম যে তুমি সকলের অজ্ঞাতসারে কোথায় পলায়ন করিয়াছ। তখন্ মনে হইল যে তুমি একাকী অন্য কোন স্থানে গমন করিবে না, অসহিষ্ণু হইয়া ময়ূরাক্ষীর দিকেই ধাবমান হইয়া থাকিবে, আমি ময়ূরাক্ষী গমনের সময়ে এই দীর্ঘারণ্যের ভয়ঙ্করতা সমুদয় অবগত ছিলাম সুতরাং ইহার অভ্যন্তর দিয়া গমন সময়ে তোমার বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে এই ভাবিয়া ব্যাকুলচিত্তে তোমার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই-

নায়। মহারাজ রোমাবতীর অন্বেষণের নিমিত্ত সর্ব্ব প্রথমেই যে সকল চর দেশে দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহারাও অকৃতকার্য্য হইয়া এই সময়ে ক্রমে ক্রমে আমাদিগের সহিত মিলিত হইতে লাগিল, আমি তাহাদের সমুদয়কেই সমভিব্যাহারে গ্রহণপূর্ব্বক সেই অবধি অদ্য পর্য্যন্ত আহার নিদ্রা রহিত হইয়া এই অরণ্য মধ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু কোথাও তোমাদের অনুসন্ধান পাই নাই। অদ্য বিধাতা প্রসন্ন হইয়াছেন, অদ্য তোমাদের দুইজনকেই একেবারে প্রাপ্ত হইলাম। আমি মহারাজের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিলাম যে তোমাদের দুইজনকে সম-ভিব্যাহারে না পাইয়া ময়ূরাক্ষী প্রবেশ করিব না, অদ্য আমার সে প্রতিজ্ঞা সফল হইল, অদ্য সমুদয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল!!

দুই সুহৃৎ একত্র সমাগত হইলে তাঁহাদের স্বকীয় ও পরকীয় নানা কথা হইয়া থাকে। রঞ্জন ও মাধব বহুদিনের পর একত্র সমাগত হইয়াছিলেন অতএব তাঁহাদের পরস্পরের নিকট পরস্পরের হৃদয়কবাট উদ্ঘাটিত হওয়াতে কতই যে আন্তরিক কথা সকল প্রকাশিত হইতে লাগিল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

এই সকল প্রণয়ালাপমধ্যে রঞ্জন মাধবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন প্রিয়সুহৃৎ! মিত্রকে আপনার তুল্য সুখী করিতে না পারিলে মিত্রের সুখই বৃথা। তুমি উদাসীনবৎ সংসারসুখে অব্যাপৃত থাকিতে আমার রোমাবতী লাভ করিয়া সুখভোগে নিরত হওয়া কিরূপে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? অতএব আমার ইচ্ছা যে, তুমিও আমার ন্যায় এক অনুরূপ পত্নীর প্রণয়াধার হও। ঐ যে তেজস্বী দ্বিতীয় তাপসকুমারটী দেখিতেছ উনিই রোমাবতীর প্রিয়সখী মাধবিকা। উহার ন্যায় সুশীলা বুদ্ধিমতী নারী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না, অতএব আমার অভিলাষ এই যে, তুমি উহার পাণি গ্রহণ করিয়া আমাদের পরস্পরের সৌহৃদ্যভাবকে সর্ব্বতোমুখে দৃঢ়ীকৃত কর। সখে! আমি কখন কোন বিষয়ের নিমিত্ত তোমার নিকট এরূপ নির্ব্বন্ধ সহকারে অনুরোধ করি নাই অতএব আমার এই অনুরোধ তোমাকে অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে, এই বলিয়া তিনি সুহৃদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, যে তিনি সানুরাগনয়নে এক দৃষ্টিতে মাধবিকার প্রতিই নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছেন এবং অদূরবর্ত্তিনী মাধবিকাও অপাঙ্গ-প্রসারিত নয়নাঞ্জলি দ্বারা তাঁহার রূপোদধি পান করিতেছে, এই

ব্যাপারে দর্শন করিয়াই সপ্রেম বাক্য করিয়া কহিলেন সখে! তবেত আমি বড় অনুরোধই করিতেছি। তুমি মাধবিকায় প্রোক্তচক্ষু হইয়া আমার সকল কথাই ত শুনিলে! তুমি চিত্তজ্ঞ সুহৃৎ কি না? আমার ভবিষ্যৎ অনুরোধ বুঝিতে পারিয়াই তদনুসারেই কার্য্য করিতেছ। যাহা হউক দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম। মাধব ঈষৎ লজ্জান্বিত হইয়া স্মিতমুখে উত্তর করিলেন সখে! অগ্রে তোমার ত সাপের মুখে বাঘের মুখে পতিত হইবার ফল লাভ হউক, পরে আমার যাহা হয় হইবে, তজ্জন্য তোমার এত অনুরোধের প্রয়োজন নাই। এই রূপে উভয়ের নানাবিধ পরিহাস আরম্ভ হইলে মাধব রোমাবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন সখে! এখন পর্য্যন্তও আর প্রিয়সখীকে তপস্বিবেশ স্বীকাররূপ ক্লেশ ভোগ করিতে দেওয়া আমাদের উচিত হইতেছে না। এই বলিয়া বহুমূল্য আভরণ ও অপূর্ব্ব কৌষেয় বসন আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাদিককে উত্তম রূপে সুসজ্জিত করাইয়া দিলেন। এই সকল ব্যাপারেই দিবসের অধিক ভাগ অপগত হইল। অনন্তর তাঁহারা দিনমধ্যব্যাপার সমস্ত সমাপন করিয়া সমুদয় আনুযাত্রিক সমভিব্যাহারে মহানন্দ সহকারে মহারাজীর

অন্তঃপুরে যাত্রা করিলেন। সোমাবতী ও মাধবিকা শিবিকারোহণে সেই জনতার মধ্যভাগে গমন করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দূর গমন করিলে পর কতিপয় আনুযাত্রিক সত্বরপদে আগমনপূর্ব্বক রঞ্জন ও মাধবকে নিবেদন করিল মহাশয়! মলিনবেশা চীরবসনা পরমসুন্দরী এক যুবতী স্ত্রী ঐ দূরবর্ত্তী তরুমূলে উপবেশন করিয়া জলধারাকুললোচনে রোদন করিতেছে। শুনিবামাত্র তাঁহারা কৌতুকাক্রান্ত হইয়া তাহাকে সমীপে আন-য়ন করিবার আদেশ করিলেন, কিন্তু আনুযাত্রিকেরা কোন প্রকারেই তাহাকে তথাহইতে উঠাইয়া আনিতে পারিল না। অনন্তর রঞ্জন মাধবকে মাত্র সমভিব্যা-হারে লইয়া তথায় গমনপূর্ব্বক সেই কামিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন ভদ্রে! তুমি কে? কি নিমিত্ত এরূপ স্থানে বসিয়া রোদন করিতেছ? কি জন্য তোমার এরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে? তোমার আকার প্রকার দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, তুমি সামান্য কুলজা নহ! যাহা হউক এখানে আর অপর কেহ নাই তুমি আমাদের নিকট সবিশেষ পরিচয় দাও, যদি আমাদের দ্বারা তোমার কোন রূপ উপকার হইবার সম্ভাবনা থাকে

তবে তাহা অবশ্য করিব সন্দেহ নাই। সীমন্তিনী এই সকল কথা শ্রবণে রঞ্জনের প্রতি কিয়ৎক্ষণ দৃষ্টিপাত করিয়া করযুগলে বদনাবরণ করত উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া কহিল বৎস রঞ্জন! তুমি এ দুরাচারিণীর মুখ আর অবলোন করিও না, হা কৃতান্ত! তুমি কি পাপীয়সী বলিয়া আমাকে স্পর্শ করিতে ঘৃণা করিতেছ? হা নিলজ্জতে! এখন কি তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হয় নাই? হা বৎস। যাহার জুগুপ্সিত নিষ্ঠুরাচরণে তুমি কারাবাসক্লেশও সহ্য করিয়াছ সেই পাপাচারিণীর প্রতি তোমার কি সদয়তা প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত হয়? রঞ্জন যুবতীর এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ ও তাহার আকার প্রকার দর্শন করিয়া অচিরাৎ চিনিতে পারিলেন যে, তিনি পাটলিপুত্রাধিপ মহারাজ প্রবরার রাজমহিষী সেই অনঙ্গবতী। তখন তিনি তাঁহার এরূপ দুরবস্থার কারণ স্বয়ংই বুঝিতে পারিয়া প্রণতিপূর্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন দেবি! আর অতীত বিষয়ের অনুশোচনা করিয়া খিদ্যমান হইবার প্রয়োজন নাই, আমরা আপনকার আশীর্বাদে নানা বিপজ্জাল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, এক্ষণে সুখাধিরোহিণীতে পদার্পণ করিয়াছি। কিন্তু এমত সময়ে আপনাকে এরূপ বিপদাপন্ন

দেখিয়া আমাদের অত্যন্ত মনোবেদনা উপস্থিত হই-তেছে। আপনি না বলিলেও বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, মহারাজ ভিন্ন অন্য কাহারও কর্ত্তৃক আপনার এ বিপৎপাত উপস্থিত হয় নাই। যাহা হউক সে কথায় আর প্রয়োজন নাই; মহারাজকে আমি পিতার ন্যায় অবলোকন করিতাম তৎসম্বন্ধে আপনি আমার জননীস্বরূপা; সুতরাং আপনি ঈদৃশাবস্থাতে কাহারও নয়নগোচর হয়েন তাহা আমি কোন মতেই অভিলাষ করি না। আমার ইচ্ছা যে, কতিপয় বিশ্বস্ত লোক সমভিব্যাহারে অনুরোধ পত্র সমেত আপনাকে মহা-রাজের নিকট পাঠাইয়া দিই। মহিষী লজ্জা ও ঘৃণায় মৃতপ্রায় হইয়া অধোবদনে উত্তর করিলেন বৎস! তুমি যথার্থই অনুমান করিয়াছ। কারাবাসাবস্থায় আমি তোমার নিকট যে দাসীকে প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহা-রই দ্বারা ক্রমে ক্রমে সকল কথা ব্যক্ত হইয়া পড়ে। পরিশেষে উহা যখন মহারাজের কর্ণগোচর হইল তখন তিনি প্রথমতঃ তোমাদিগকে অন্বেষণ করিলেন কিন্তু তোমরা তথা হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়াছ শুনিয়া বৎপরোনাস্তি কাতর হইলেন; এমন কি সেই অবধি তাঁহার আহার নিদ্রা প্রায় বন্ধ হইবার উপক্রম

হইল। তিনি সর্বদা নির্জনে বসিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু এপর্য্যন্ত আমাকে কিছুমাত্র বলেন নাই। অনন্তর এক দিবস মৃগয়া করিবার উদ্দেশে আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া ভাগীরথীর পরপারে আগমন করিলেন এবং এ দেশ ও দেশ নানা দেশ অতিক্রম করিয়া পরিশেষে সকলের অজ্ঞাত-সারে এই নির্জনে আমাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্র সূর্য্য ও ধর্ম্ম সাক্ষী আমি কখন অসৎপথে পদার্পণ করি নাই, তথন কি জন্য যে আমার ভর্তার কুমতি জন্মিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক আর আমি পাটলি-পুত্রে গমন করিয়া এ মুখ দেখাইবার অভিলাষ করি না, আর আমার এ ঘৃণাকর জীবন রক্ষার প্রয়োজন নাই, অতএব ত্বরায় যাহাতে আমার প্রাণ বিয়োগ হয় তাহার উপায় করিয়া কৃতার্থ কর। ব্রাহ্মণ তাঁহার দুঃখ শান্তিশয় দুঃখিত হইলেন এবং কহিলেন মাতঃ! আপনি কখন অসৎ পথে পদার্পণ করেন নাই এই জন্যই জগদীশ্বর এতাদৃশ বিপৎকালে আপনাকে আমার সমক্ষে উপস্থিত করিয়াদিয়াছেন। যাহা হউক আর ও সকল দুঃখকর কথার আন্দোলনে প্রয়োজন

নাই, আপনি রাজধানী গমন করিয়া একান্ত মনে ব্যাধি-শুশ্রূষায় নিরত হইলেই সকল দুরিত দূরগত হইবে। আমি পাঠাইয়াদিলে মহারাজ অবশ্যই আপনাকে গ্রহণ করিবেন এবং লোকেও প্রকৃত বিষয় অবগত হইতে পারিবে না অতএব আমি সেই স্থানেই আপনাকে পাঠাইয়া দিই আপনি আর অন্যমত করিবেন না। এই বলিয়া মাধবের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রথমতঃ বস্ত্রাভরণাদি আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাকে সাজাইয়া দিলেন পরে শিবিকারোহিত করিয়া কতিপয় বিশ্বস্ত আনুযাত্রিক সমভিব্যাহারে পাটলিপুত্রে প্রেরণ করিলেন। তাঁহাকে পুনর্গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করিয়া মহারাজ পুরঞ্জয়কে এক পত্রও লিখিয়া দিলেন। কিন্তু আনুযাত্রিকেরা প্রায় সকলেই জানিল যে, 'পাটলি পুত্রেশ্বর মৃগয়ায় আগমন করিয়া অরণ্যমধ্যে রাজমহিষীকে হারাইয়া গিয়াছিলেন তাঁহার ধর্ম্মপুত্রেরা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক রাজার নিকটে প্রেরণ করিলেন।' যাহা হউক স্ত্রীলোকসংলাপে স্ত্রীলোকবিষয়িণী গুপ্ত কথা রক্ষা করা বড় কঠিন কর্ম্ম। রঞ্জন ও মাধব প্রকৃত বিষয় যে এক গোপনে রাখিয়াছিলেন তথাপি রোমাবতী ও মাধবিকা পুষ্পামঞ্জরী

অনুসন্ধান করিয়া সমুদয় অবগত হইলেন। কিন্তু সে অবগতিও তাঁহাদের প্রিয়তমের প্রতি অনুরাগের উদ্দীপিকাই হইল।

অনন্তর গমন আরম্ভ করিয়া যাইতে যাইতে বেলার অবসান হইয়াছে এমত সময়ে নগরী দৃষ্টি গোচর হইল। মহারাজ পুরঞ্জয় তাঁহাদের আগমনের পূর্ব্বেই দূতদ্বারা সমস্ত সমাচার অবগত হইয়া আনন্দনীরধিতে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি অমাত্য পুরোহিত সভাসৎ প্রভৃতি সকলকে সমভিব্যাহারে লইয়া কৌশিকীর তীর পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রত্যুদ্গমন করিতে আগমন করিলেন। অনন্তর উভয়দল সম্মুখীন হইলে নরপাল সকলকে সস্নেহ সম্ভাষণ ও গাঢ়ালিঙ্গন করিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। তাঁহারাও যথাযোগ্য বন্দনাদি দ্বারা মহারাজের সম্বর্দ্ধনা করিলেন! রোমাবতী সাশ্রুমুখ পিতার অঙ্কদেশে উপবিষ্ট হইয়া কেবল নেত্রবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অজ্ঞাতসারে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যে অবাধ্যতাচরণ করিয়াছিলেন তন্নিমিত্ত লজ্জা ও ভয়ে জড়প্রায় হইলেন কিন্তু মহারাজ তাঁহার আচরিত কার্য্যের যথোচিত অনুমোদন করিয়া সে লজ্জা অপ-

নীত করিয়া দিলেন। অনন্তর সকলে একত্রিত হইয়া পুরমধ্যে প্রবেশ করিলে সমুদয় নগরী যেন আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল; চারিদিক্ হইতেই জনগণের আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল এবং সকল লোকেই তাঁহাদের দর্শনাভিলাষে রাজপুরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। অধিক কি এই ব্যাপারের নিমিত্ত কয়েক দিন পর্য্যন্ত নগরী যেন মহোৎসবময়ী হইল।

এই রূপে কয়েক দিন অতীত হইলে একদা প্রভাত সময়ে রাজা পুরঞ্জয় সভামণ্ডপে উপবেশন পূর্ব্বক অমাত্য ও পুরোহিতের সহিত মন্ত্রণা করিয়া রঞ্জনকে রোমাবতী প্রদানের শুভদিন নির্দ্ধারিত করিতে বসিয়াছেন এমত সময়ে এক মুণ্ডিত-মুণ্ড নিরুপবীত রক্তবাসা কমণ্ডলুধারী পরমহংস আসিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সভাশুদ্ধ সমুদয় লোকে দণ্ডায়মান হইয়া প্রণিপাত করিলেন। পরমহংস "নারায়ণ! নারায়ণ!" বলিয়া রাজদত্ত বিচিত্র কম্বলাসনে উপবেশন পূর্ব্বক রঞ্জন ও মাধবকে দেখিবার অভিলাষ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, সে যোগী অপর কেহ নহে, রঞ্জনের পিতা বিশ্বদেবই তাদৃশ অপূর্ব্ব বেশ ধারণ করি-

য়াছেন। রঞ্জন যে সন্নিবেশ পিতাকে দেখিবামাত্র ভূমিতে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। বিশ্বদেব সত্বর পদে সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অঙ্কে স্থাপন করিয়া অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন, কিয়ৎক্ষণ কাহারও বাক্‌নিষ্পত্তি হইল না। সভাস্থ সমস্ত লোকে দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। অনন্তর রাজা স্বয়ং স্বকীয় উত্তরীয়াঞ্চল দ্বারা তাঁহাদের অশ্রুজল বিমোচন করিয়া দিয়া সান্ত্বনা সহকারে স্ব স্ব আসনে উপবেশন করাইলে বিশ্বদেব গম্ভীর প্রকৃতি বশতঃ শোকাবেগ সংবরণ করিয়া নরপতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন মহারাজ! ভার্য্যার মরণ হইলে পুত্রসত্ত্বে ভার্য্যান্তর পরিগ্রহ করায় যে কি ফল হইতে পারে তাহা আমি বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছি; বৎস রঞ্জন! তুমি সেই রূপে চম্পানগরী হইতে পলায়ন করিয়া আসিলে পর আমি ভবনে প্রত্যাগমন করিয়া সমস্ত ব্যাপার অবগত হইলাম। তৎকালে পুত্রশোকে আমার মনঃ এতাদৃশ বিহ্বল হইয়াছিল যে, গৃহিণী যাহা যাহা বুঝাইয়া দিলেন তাহাতেই বিশ্বাস জন্মিল। তোমার চরিত্র সবিশেষ অবগত থাকিলেও, তুমি যে বিমাতৃক বিনাশের অণুমাত্র কারণ নহ, তাহা কোন প্রকারেই

বুঝিতে পারিলাম না। সুতরাং তখন নিষ্ঠুর অধার্ম্মিক বলিয়া তোমার প্রতি যে দ্বেষভাব উৎপন্ন হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ফলতঃ সেই দ্বেষবশতই তুমি পলায়ন করিয়া আসিলেও তোমার অন্বেষণে যত্নবান হইলাম না। লোকে কোন উৎকট পাপ করিলে অন্যের নিকট তাহা গোপন করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু আপনার অন্তরাত্মার নিকট তাহা করিতে না পারাতে নিরন্তর তৎকৃত তিরস্কার-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় এবং সেই যন্ত্রণা ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া উঠিলে কোন বি-চিকিৎস্য ব্যাপার ঘটিয়া উঠে। এ স্থলেও তাহাই হইল—গৃহিণী প্রথম দুই এক দিন আমাকে বুঝাইবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে তোমার নানা রূপ দোষোদ্ঘোষণ করিত, কিন্তু ক্রমশঃ তাহা পরিত্যাগ করিল—তখন তাহাকে কখন উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে, কখন তুষ্ণী-ম্ভূত হইয়া থাকিতে, কখন শূন্য গৃহের সহিত পরামর্শ করিতে, কখন তোমার দোষোদ্ঘাটন করিতে, কখন তোমার গুণকীর্ত্তনে মগ্ন হইতে, কখন যে পাত্রে সেই হতভাগ্য বিষমিশ্রিত দুগ্ধ পান করিয়া মরিয়াছিল, সেই পাত্র নিরীক্ষণ করিতে, কখন বা অকারণে বাটীর অভ্য-ন্তরে সবেগে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে দেখিতে লাগি-

লায়। ফলতঃ এই সকল ব্যাপার অবলোকন করিয়া তাহার চিত্তভ্রংশ হইয়াছে, বিলক্ষণ বোধ হইল।

অনন্তর এক দিন আমি গৃহমধ্যে শয়ান আছি, এমত সময়ে সে উন্মাদিনী বেশে আমার নিকট আগমন করিয়া কহিল "নাথ! এ দুরাচারিণী একবার জন্মের মত তোমার চরণ দর্শন করিয়া লউক। তুমি রঞ্জনের কোন দোষ সম্ভাবনা করিও না, সে যথার্থই আমার প্রতি জননীভাব প্রকাশ করিত, আমি কেবল সপত্নী-সুত বলিয়া তাহার যথেষ্ট অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছি; আমিই তাহাকে বিষ মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিতে দিই কিন্তু দৈব তাহা সহ্য করিবেন কেন! সোদরজ স্বয়ং যাইয়া উহা পান করে। যাহা হউক, আর আমি এ পাপের ভরা বহন করিতে পারি না। আর আমার এ অন্তর্দাহ সহ্য হয় না। ইহকালে যাহা হইবার হইল, আশীর্ব্বাদ করিও যেন পরকালে নিরয় যন্ত্রণার কিছু নিবৃত্তি হয়" এই বলিয়া অঞ্চল মধ্য হইতে এক খরধার অস্ত্র বাহির করত সবেগে কণ্ঠোপরি নিক্ষেপ করিল, আমি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া পলাঙ্ক হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক ধরিয়া দেখি যে, তাহার কণ্ঠের অর্দ্ধ ভাগ ছিন্ন হইয়াছে, যন্ত্রোত্থিত জলের ন্যায় রুধিরধারা নির্গত

হইতেছে, এবং হস্তপদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল আস্ফালিত হইতেছে। এই ব্যাপার দেখিবামাত্র কিয়ৎক্ষণ আমি চেতনাশূন্য হইলাম। পরে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে দেখিলাম যে, গৃহিণী একবারে গতাসু হইয়াছেন। তখন আমার মনঃ যে, কিরূপ হইয়া গেল তাহার কিছুই ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারি না। ভাবিলাম বৃদ্ধাবস্থায় বিবাহ করিয়া সুখ লাভ ত বিলক্ষণই হইল। বিমাতা ও সপত্নীসুতের বিবাদ নিবন্ধন চিরকালই অসুখে গেল। প্রাণ-সম কৃতবিদ্য পুত্রকে কোথায় বিসর্জ্জন দিলাম। স্ত্রী ও পুত্র দুই মহা প্রাণীর অপমৃত্যুর কারণ হইলাম। সংসার সুখ একবারে উদযাপিত হইল। অতএব আর আমার এখানে থাকিবার প্রয়োজন কি? এক্ষণে যাহাতে পরকালে নিস্তার পাই তাহার উপায় করি, এইরূপ চিন্তা করিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া তদ্দণ্ডেই গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম এবং পুণ্যধাম বারাণসী গমন পূর্ব্বক সংসারাপরক্ত জনের আশ্রয়ে এই পবিত্র ভিক্ষু আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া কিয়ৎকাল অবস্থান করিতে লাগিলাম।

তৎকালে আমি যে পথে পদার্পণ করিলাম তাহাতে পুত্র কলত্রাদি সংসার চিন্তা কোন প্রকারেই আমার

পথ্য নহে। কিন্তু তাহা হইলেও বৎস! তোমার চিন্তা আমাকে সর্ব্বক্ষণ ব্যাকুল করিতে লাগিল। তুমি কোথায় গেলে? কি করিলে? জীবিত আছ কি অকারণে আমার কিঞ্চিৎ অনাদর দেখিয়া দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছ, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতেই আমার কালাতিপাত হইতে লাগিল। তখন স্থির করিলাম একবার তোমাকে দেখিয়া বা তোমার সংবাদ লইয়া না আনিলে আমার মনের এই পারিপ্লবতা কোন রূপেই অপগত হইবে না। এত দিন তুমি চম্পায় আগমন করিয়া থাকিবে অথবা তথায় যাইলেই তোমার কোনরূপ সংবাদ পাইব এই সম্ভাবনা করিয়া তদভিমুখেই যাত্রা করিলাম কিন্তু পথিমধ্যে পাটলিপুত্র নগরে ইতস্ততঃ তোমার গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া এবং তথাকার রাজসংসারে তুমি কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়াছিলে এই সংবাদ অবগত হইয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎকার করিলাম। মহারাজ প্রবয়াঃ তোমার অদর্শনে যে কি পর্য্যন্ত কাতর আছেন তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না। তাঁহার মুখেই শুনিলাম তুমি ময়ূরাক্ষী রাজের জামাতা হইবে এরূপ সম্ভাবনা হইয়াছে। অনন্তর তথা হইতে আমার এস্থানে আসিবার সময়ে রাজা বলিয়া দিলেন মহাশয়! রঞ্জনকে কহিবেন যে

"আমি তাঁহার কথা কোন রূপে অন্যথা করিতে পারি না। তিনি যাহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন আমি তাঁহার কথাপ্রামাণ্যে তাঁহাকে ভবনমধ্যে স্থান দান করিয়াছি। যদি অতঃপরও আর কোনরূপ বিঘ্ন উপস্থিত না হয় তাহা হইলে তাঁহার অনুরোধ সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিব।" অনন্তর আমি তথা হইতে বহির্গত হইয়া নানা নগনদী উত্তরণপূর্ব্বক এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, এই বলিয়া তিনি মাধবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন বৎস মাধব! তোমার জনক বা জননী যদি বিদ্যমান থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহারাও আমার ন্যায় উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইয়া এই স্থানে উপস্থিত হইতেন কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তোমার আগমনের পূর্ব্বেই তাঁহারা পরলোক প্রস্থান করিয়া পুত্রবিরহযন্ত্রণা ভোগ করিতে পান নাই। যাহা হউক বৎস! সুহৃদের প্রতি সুহৃদের কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা তুমি বিলক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছ, এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি তোমরা যাবজ্জীবন এইরূপ অবিযুক্ত থাকিয়া পরম সুখে কাল যাপন কর, অধিক কাল তোমাদের সংসর্গে থাকিলে পুনর্ব্বার আমাকে মায়াচ্ছন্ন হইতে হইবে, অতএব আর বিলম্বের প্রয়ো-

[illegible] এক্ষণে আমি নির্ব্বৃত্ত মনে তীর্থ যাত্রার গমন করি।

এই বলিয়া বিশ্বদেব গাত্রোত্থান করিবার উপক্রম করিলে রঞ্জন ও মাধব কান্দিয়া অস্থির হইলেন। তখন নরপাল প্রভৃতি সভাস্থ সমস্ত লোক সাতিশয় ব্যগ্রতা প্রকাশ পূর্ব্বক, অন্ততঃ রঞ্জনের বিবাহ ক্রিয়া নির্ব্বাহ পর্য্যন্ত তাঁহাকে তথায় অবস্থান করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি কোন রূপেই সেই নির্ব্বন্ধ উল্লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ হইয়া অগত্যা সম্মত হইলেন। অনন্তর নির্দ্ধারিত দিবস উপস্থিত হইলে নরনাথ স্বকীয় বিভবানুরূপ সমারোহ সহকারে রঞ্জনকে রোনাবতী প্রদান করিলেন। তাঁহাদিগের অনুরোধে মাধবিকাও মাধবে প্রদত্তা হইল। বরকন্যা পরিণীত হইয়া পরমানন্দ সহকারে বহু-দিবস-সঞ্চিত মনোরথ সকল সফল করিতে লাগিলেন। নগরী বিবাহ মহোৎসবে আনন্দময়ী হইল।

কতিক দিন অতীত হইলে বিশ্বদেব সকল বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। রাজা পুরঞ্জয়ও জীবনের অস্থিরতা স্মরণ করিয়া জামাতাকে রাজ্যেশ্বর ও তনয়াকে রাজমহিষী করিলেন এবং পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানু-

সারে মাধবকে প্রধানামাত্য পদে নিযুক্ত করিয়া চিরভুক্ত বিষয়বাসনা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক বৈবাহিকের অনুগামী হইলেন। তাঁহারা গমন করিলে পর কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত রাজপুরী শোকে অভিভূতা হইল। অনন্তর নব নরপতি রঞ্জন শোকাবেগ সম্বরণপূর্ব্বক প্রিয় সচিব মাধবের সহিত বায়ুসখ বহ্নির ন্যায় প্রতাপশালী হইয়া ন্যায় ও ধর্ম্ম অনুসারে রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন আরম্ভ করিলেন। রত্নাবতী ও মালতিকা অশেষ গুণাকর প্রাণেশ্বরের হৃদয়বল্লভা হইয়া পরমসুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।